Contents

মাসিক আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের উপর আবশ্যিক হ'ল সত্য কথা বলা। কেননা সত্যবাদিতা কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে। আর কল্যাণ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে ও সত্য অনুসন্ধান করে, সে আল্লাহ্র নিকট সত্যবাদী হিসাবে গণ্য হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে বিরত থাক। কারণ মিথ্যা পাপাচারের দিকে ধাবিত করে। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে ও মিথ্যা অনুসন্ধান করে, সে আল্লাহ্র নিকট মিথ্যাবাদী হিসাবে গণ্য হয়' *(মুসলিম হা/২৬০৭)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

২১ তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

এপ্রিল ২০১৮

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২১তম বর্ষ	৭ম সংখ্যা
রজব-শা'বান	১৪৩৯ হিঃ
চৈত্র-বৈশাখ	১৪২৪-২৫ বাং
এপ্রিল	২০১৮ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ তাক্বলীদের বিরুদ্ধে ৮১টি দলীল *(২য় কিস্তি)* ০৩
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

♦ আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা *(২য় কিস্তি)* ০৮
-অনুবাদ : মীযানুর রহমান

♦ বিদ'আতে হাসানার উদাহরণ : একটি পর্যালোচনা ১৩
(পূর্বে প্রকাশিতের পর) -ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী

♦ সফরের আদব *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ১৭
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ

♦ আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা *(৫ম কিস্তি) -অনুবাদ : তানযীলুর রহমান* ২২

♦ ইসলাম ও গণতন্ত্র *-ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হাফীয* ২৫

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ২৯

♦ ফিলিস্তীনীদের কান্না কবে থাকবে? *-শামসুল আলম*

◈ **হকের পথে যত বাঁধা :** ৩৪

♦ থাপড়িয়ে দাঁত ফেলে দেব *-আব্দুল্লাহ*

◈ **হাদীছের গল্প :** ৩৫

♦ উপকারীকে প্রতিদান দেওয়া *-মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*

◈ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৩৬

♦ দরদিনী ♦ যেমন পিতা তেমনি সন্তান

◈ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৭

♦ পুষ্টির অভাবে যেসব রোগ হয়
♦ হার্টের অসুখ বোঝার উপায়

◈ **ক্ষেত-খামার :** হলুদ চাষ ৩৮

◈ **কবিতা :** ৪০

♦ পরিচয় ♦ বিধর্মী বিজাতীদের ♦ রক্ষা করো

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৪১
◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪২
◈ **মুসলিম জাহান** ৪৪
◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
◈ **প্রশ্নোত্তর** ৫০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

পার্বত্য শান্তিচুক্তির ২০ বছর পর

গত ১৭-১৮ই মার্চ'১৮ শনি ও রবিবার সংগঠনের 'শিক্ষা সফর' উপলক্ষে কাপ্তাই লেক, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পরিদর্শনে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হ'ল তার একটি অংশ ছিল শেষ দিন রবিবার রাঙ্গামাটি থেকে খাগড়াছড়ি সফর। বেলা ১২-টার দিকে হঠাৎ আটকে গেলাম মানিকছড়ি উপযেলার বুড়ীর ঘাট বাজার জামে মসজিদের সামনে। যানবাহন অল্প যা কিছু আছে, সবই এক ঠায় দাঁড়িয়ে। কারণ কি কেউ জানে না। কেউ কেউ বলল, অবরোধ। ঘণ্টা দেড়েক পরে আর্মির গাড়ী এল। আমরা পিছে পিছে চললাম। এক সময় আমাদের কিছু না বলেই গাড়ীটি চলে গেল। ফলে কিছু দূর গিয়ে নানিয়ারচর উপযেলার ১৮ মাইল বাজারে আবার আটকে গেলাম। এবার দেখা গেল রাস্তায় আড়াআড়ি পড়ে আছে একটি গাছের সরু লম্বা ডাল। জনা পাঁচেক পুলিশ দাঁড়িয়ে। দু'পাশে গাড়ী ও হোন্ডা-সিএনজির লাইন। সবাই চুপচাপ। কারু কণ্ঠে উঁচু শব্দ নেই। সবার চেহারায় যেন একটা আতঙ্কের ছাপ। ঐ ডালটি সরানোর ক্ষমতা পুলিশের নেই। প্রায় আধা ঘণ্টা পর পুলিশ চলে গেল। পাহাড় থেকে নেমে এল তিনটা ছোট ছোট ছোকরা। সবাই ভয় পেয়ে গেল। কারণ এরাই হ'ল আসল হোতা। যাদের কারণে রাস্তা বন্ধ। কিছুক্ষণ পরে আর্মির গাড়ী এল। আবার সব গাড়ী চলল। এভাবে মহালছড়ির আগ পর্যন্ত পাঁচ বার পাঁচটি বাঁধা আর্মির মাধ্যমে দূর হ'ল। অতঃপর আমরা পুরা আতংকের মধ্যে আছরের পরে খাগড়াছড়ি পৌঁছলাম। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। পরের দিন পত্রিকায় দেখলাম, এ অবস্থা ছিল সকাল ১০-টা থেকে সন্ধ্যা ৬-টা পর্যন্ত। হ্যাঁ এটাই হ'ল পার্বত্য শান্তিচুক্তির ২০ বছর পরের অশান্ত ফলাফল। এই শিক্ষা সফরে এটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে কষ্টদায়ক শিক্ষা অর্জন। আর এতেই বুঝলাম, কেন পার্বত্য সন্ত্রাসী নেতারা আর্মি ক্যাম্পগুলি পুরোপুরি তুলে দেওয়ার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে? ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ৫৫২টি নিরাপত্তা ক্যাম্পের মধ্যে এযাবত ১টি ব্রিগ্রেড সহ ২৩৮টি নিরাপত্তা ক্যাম্প উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর সেজন্যই তো প্রকাশ্য দিনমানে এরূপ সন্ত্রাস সৃষ্টির সুযোগ তারা পেয়েছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মাত্র ৫টি নিরাপত্তা ক্যাম্প ছাড়া বাকী সব নিরাপত্তা ক্যাম্প তুলে নিতে হবে।

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর যখন শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তখন উক্ত চুক্তির ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে 'বিজয়ের মাস ও পার্বত্য চুক্তি' শিরোনামে আমরা সম্পাদকীয় লিখেছিলাম *(১/৪ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৭; দিগদর্শন-১, ৬০ পৃ.)*। চুক্তির পর তৎকালীন সরকার প্রায় সাড়ে তিন বছর ক্ষমতায় থেকে বিদায় নেয়ার সময় বলেছিল যে, তারা চুক্তির ৯৮ শতাংশই বাস্তবায়ন করেছে। যদিও জেএসএস নেতা সন্তু লারমা তা আজও স্বীকার করেন না। একই সরকার এখন ক্ষমতায়। সম্ভবতঃ তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে সরকার বুঝেছেন যে, উক্ত শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব নয়। কেননা তাতে বাংলাদেশের এক দশমাংশ ভূমি অবশ্যই হারাতে হবে। যা কেউ মেনে নিবে না। এবারে আসুন আমরা কিছুটা গভীরে চলে যাই।-

বৃটিশ আমলে চট্টগ্রাম যেলার অন্তর্ভুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ৮০-এর দশকে এসে মাঝখানে রাঙ্গামাটি, দক্ষিণে বান্দরবান ও উত্তরে খাগড়াছড়ি ৩টি পৃথক যেলায় বিভক্ত হয়। রাঙ্গামাটি বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় যেলা। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক, ভূ-অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত। অঞ্চলটি বিশ্বের তিনটি খুবই গুরুত্ববহ ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলের সংযোগস্থলে অবস্থিত। (১) দক্ষিণ এশিয়া বা সার্ক অঞ্চল। (২) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা আসিয়ান অঞ্চল। (৩) উত্তর-পূর্বের বিশাল চীন অঞ্চল। চীন ইতিমধ্যে পরাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং ভারত নিকট ভবিষ্যতে পরাশক্তি হ'তে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার উর্ধ্বে এরা কেউ নয়। বিশেষ করে ভারতের কোন প্রতিবেশী তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নয়। ফলে তাদের কারু সাথে তার সদ্ভাব নেই। চীন ও ভারতের মধ্যকার বৈরিতা সুস্পষ্ট। ভারত মহাসাগরে প্রভাব বলয় বিস্তারের দূরভিসন্ধির কারণে ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র চট্টগ্রামকে এতদঞ্চলে অতীব প্রয়োজনীয় ভূ-কৌশলগত এলাকা হিসাবে বিবেচনা করে। চট্টগ্রামের পশ্চিমে ভারতের ত্রিপুরা, উত্তর ও পূর্বে মিজোরাম এবং দক্ষিণে মায়ানমারের আরাকান প্রদেশ। পার্বত্য চট্টগ্রামে জনবসতি অত্যন্ত কম। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, পাংখু, বোম ইত্যাদি ১৩টি উপজাতি মিলে ৫ লক্ষ এবং বাঙালী মুসলমান ৭ লক্ষ; সর্বমোট প্রায় ১২ লক্ষ।

জেএসএস সভাপতি সন্তু লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত কোন প্রকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি। অর্থাৎ তিনি কখনই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন। পার্বত্যবাসী ৭ লক্ষ বাঙ্গালীকে উৎখাত করাই তার লক্ষ্য বিধায় তাদের প্রতিনিধিও তিনি নন। অন্যদিকে শুধুমাত্র চাকমা সম্প্রদায়ভুক্ত হবার কারণে অন্য ১২টি উপজাতিরও তিনি প্রতিনিধি নন। অধিকন্তু চাকমাদের মধ্যে ইউপিডিএফ, জেএসএস (এম এন লারমা) ইত্যাদি বেশ কিছু দল সন্তু লারমার নেতৃত্ব মানেনা বিধায় সন্তু লারমা চাকমা সম্প্রদায়েরও একক প্রতিনিধি নন। এমনকি তিনি এখনও বাংলাদেশের ভোটার হননি বলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অভিযোগ রয়েছে। অথচ এযাবত প্রায় ৩৫০০০ মানুষকে হত্যাকারী জেএসএস-এর এই সন্ত্রাসী নেতার সাথেই কথিত শান্তিচুক্তি করা হয়েছে। মূলতঃ ভারতের প্রশিক্ষিত শান্তি বাহিনীর নেতা হওয়া ছাড়া কোন যৌক্তিক বিচারেই তাকে চুক্তির পক্ষ হিসাবে মেনে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। আর এখন তাকেই প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হিসেবে ক্ষমতায় বসানো হয়েছে। অথচ শান্তিচুক্তির পরেও সেখানে চলছে আগের মত গুম, খুন, অপহরণ ও চাঁদাবাজিসহ সকল প্রকার রাষ্ট্রঘাতি কাজকর্ম।

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমার ভাষায় 'শান্তিচুক্তি কোনো একক ব্যক্তি বা একক সরকারের কৃতিত্ব নয়। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সর্বপ্রথম পার্বত্য অঞ্চলের বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিরসনে জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সংলাপের সূচনা করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে এরশাদ আমলে ৬টি, বেগম খালেদা জিয়া সরকারের প্রথম আমলে ১৩টি ও শেখ হাসিনা সরকারের সাথে ৭টি মিলে মোট ২৬টি সংলাপের মাধ্যমে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।' জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া শান্তিচুক্তির চেষ্টা চালালেও ১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করেছিল বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় বিরোধী জোট। তারা এটিকে দেশ বিক্রির চুক্তি আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং তারা ক্ষমতায় গেলে এ চুক্তি বাতিল করা হবে বলেও ঘোষণা দিয়েছিলেন। যদিও ক্ষমতায় গিয়ে খালেদা জিয়া এ নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য করেননি। বরং নীরবে শান্তিচুক্তির উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি বাস্তবায়ন করেছিলেন।

একাত্তরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন জেএসএস নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'তোরা সব বাঙালী হয়ে যা'। তারা স্বায়ত্ব শাসন দাবি করলে তিনি সেটাও মানেননি। শুধু তাই নয়, তিনিই সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী সেটেল করানোর কথা বলেছিলেন। তাঁর সেই কথার বাস্তবায়ন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। কিন্তু শান্তিচুক্তি করার সময় তৎকালীন সরকার সেই বাঙালী জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তাকে অস্বীকার করে তাদের 'অ-উপজাতি' আখ্যা দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে। শুধু তাই নয় চুক্তির 'ক' খণ্ডের ১ নং ধারায় 'উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫২% বাঙালীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। ফলে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সুবিধায় পার্বত্য উপজাতিদের নানা অগ্রাধিকার শর্তযুক্ত করে বাঙালীদের প্রতি বৈষম্য করা হয়। ভূমি ব্যবস্থাপনায় প্রথাগত রীতি অনুসরণের বিধান যুক্ত করায় সেখানে বসবাসরত বাঙালীরা ভূমিহীন ও বাস্তুচ্যুত হবার আশঙ্কায় এখন দিন গুনছে।

জেএসএস বাস্তবে শান্তিচুক্তি পালন করেনি। কেননা শান্তিচুক্তির আবশ্যিক শর্ত ছিল, তাদের সশস্ত্র শাখা 'শান্তিবাহিনী' সকল অস্ত্র ত্যাগ করবে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। কিন্তু শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর অস্ত্র সমর্পণের দিনই তাদের একটি গ্রুপ শান্তিচুক্তিকে প্রহসন আখ্যা দিয়ে অস্ত্র সমর্পণের বিরোধিতা করে। পরে এ গ্রুপটি 'ইউপিডিএফ' নামে আত্মপ্রকাশ করে। এদিকে শান্তিবাহিনীর মূল গ্রুপটিরও একাংশ অস্ত্র সমর্পণ না করে ভেতরে রয়ে যায় এ সন্দেহে যে, সরকার প্রতারণা করতে পারে। এ বাহিনী পরে ভেঙে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আরেকটি নতুন গ্রুপের জন্ম হয় জনসংহতি সমিতি (সংস্কার) নামে। শান্তিচুক্তির দুই দশক এই তিন গ্রুপের সশস্ত্র লড়াইয়ের দশক। এই তিন গ্রুপের হত্যা, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, অপহরণ, নির্যাতন, দখল, পাল্টা দখল ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম এক বিভীষিকাময় অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি ইউপিডিএফ ভেঙে নতুন আরেকটি গ্রুপের জন্ম হয়েছে ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) নামে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের নিকটবর্তী ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক হ'ল বাংলাদেশের আমদানী-রফতানীর লাইফ লাইন। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পেলে চট্টগ্রাম বন্দরকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের নীচে রয়েছে অফুরন্ত তৈল ও গ্যাসের অমূল্য খনি। যা উঠানো সম্ভব হ'লে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় আমেরিকার চেয়ে বহুগুণ বেশী হবে। এই কৌশলগত অবস্থানের বিবেচনাতেই ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে 'সশস্ত্র শান্তিবাহিনী' গঠন করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এক অঘোষিত প্রক্সি যুদ্ধ শুরু করে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকাতেই স্থাপিত হয় কয়েক ডজন শান্তি বাহিনী ক্যাম্প। ভারতীয় লেখক অশোক রায়নার 'ইনসাইড র' বইতে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। মনে রাখা আবশ্যক যে, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭-য়ে ভারত বিভক্ত হয়। সেই হিসাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাব প্রদেশ এবং অখণ্ড বাংলা ও আসাম প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু কলিকাতা বন্দর রক্ষার অজুহাত দিয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও নদীয়া যেলাকে ভারতের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। অতঃপর চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষার স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর বিনিময়ে তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতাদেরকে পূর্ব পাঞ্জাব ছাড়তে হয়। সেই সাথে আসামের করিমগঞ্জ থানাসহ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলিও ভারতকে ছেড়ে দিতে হয়। অতএব পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে। যদিও তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা ভেবেছিলেন যে, বিভক্ত পাঞ্জাব ও বাংলা খুব বেশীর বেশী ২০ বছরের মধ্যে পুনরায় ভারতের দখলীভুক্ত হয়ে যাবে। সেই লক্ষ্যে তারা পাকিস্তানী নেতাদের যুলুমের সুযোগ নিয়ে ২৪ বছরের মাথায় পাকিস্তান ভেঙ্গেছে। গত ১৯শে মার্চ'১৮ ভারতের শাসকদল আসামের বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেব বলেছেন, ১৯৭১-য়ে স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গীভূত করা উচিৎ ছিল *(ইনকিলাব ২২.৩.১৮)*।

শান্তি চুক্তির কয়েকটি সংবিধান বিরোধী ধারা : (১) এ চুক্তিতে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'উপজাতীয় এলাকা' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত প্রায় ৫২% বাঙালী মুসলিম জনসমষ্টির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। **(২)** ৩টি যেলা পরিষদের ৩টি চেয়ারম্যান পদ এবং আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদ শুধুমাত্র উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। এর ফলে উপজাতীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং বাঙালীদের মর্যাদা উপজাতীয়দের 'প্রজার' পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। ১৯৮৯ সালে এরশাদ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি যেলায় 'স্থানীয় সরকার পরিষদ' গঠনের উদ্দেশ্যে যে নির্বাচনের আয়োজন করে, সেখানে সর্বপ্রথম তারা এই আত্মঘাতি বিধান জারি করে **(৩)** পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে স্বীকৃতি পাবার জন্য বাঙ্গালীদেরকে উপজাতীয় হেডম্যান, সার্কেল চীফ ও রিজিয়ন কাউন্সিলের সনদ প্রাপ্তির মুখাপেক্ষী করা হয়েছে। উপজাতিদের কাছ থেকে এসব সনদপত্র না পেলে কোন বাঙ্গালী পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হ'তে পারবেনা বিধায় তারা সেখান থেকে উচ্ছেদ হ'তে বাধ্য হবে। **(৪)** বাংলাদেশের কোন নাগরিক উপজাতীয় রিজিয়ন কাউন্সিলের অনুমতি ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি কিনতে, জমি বন্দোবস্ত নিতে বা বসতি স্থাপন করতে পারবেনা। অথচ বাংলাদেশের সংবিধান নাগরিকদেরকে দেশের যে কোন স্থানে ভূমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার দিয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের সরকারও উপজাতীয় রিজিয়ন কাউন্সিলের সম্মতি ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন ভূমি অধিগ্রহণ করতে পারবেনা। অর্থাৎ সরকারের সার্বভৌম অধিকারও চুক্তিতে অস্বীকার করা হয়েছে। **(৫)** মাত্র ৫টি নিরাপত্তা ক্যাম্প ছাড়া বাকী সব নিরাপত্তা ক্যাম্প তুলে নিতে হবে। অথচ নিরাপত্তা ক্যাম্প স্থাপন করা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যাপার। কোন সশস্ত্র গ্রুপ বা দলের সাথে সরকার এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হ'তে পারে না। দেশের এক-দশমাংশ কৌশলগত এলাকা এভাবে সন্ত্রাসীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিরাপত্তা ক্যাম্প তুলে নিয়ে আসার পরিণাম যে কত ভয়াবহ হ'তে পারে তা দেশপ্রেমিক যে কোন নাগরিক বুঝতে পারেন।

বলা বাহুল্য, পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে যেসব ধারা-উপধারা সন্নিবেশিত করা হয়েছে তার পূর্ণাংগ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হ'লে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে আমাদের জন্য পাসপোর্ট ও ভিসার দরকার হবে। পরিতাপের বিষয় হ'ল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যে ২৪ পদাতিক ডিভিশন চট্টগ্রাম অঞ্চলে মোতায়েন রয়েছে, তাদেরকে প্রধান দায়িত্ব দেয়া হয়েছে 'পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা'। অন্যদিকে বিএনপি পার্বত্য চুক্তি বাতিলের দাবীতে লং মার্চ করলেও ২০০১ সালে ক্ষমতায় গিয়ে চুক্তির অনেক ধারাই যেগুলি আওয়ামী সরকার বাস্তবায়ন করে যায়নি, সেগুলি বাস্তবায়ন করে এবং পার্বত্যবাসীদের কাছ থেকে কর আদায়ের অধিকার সহ বহু বিষয় রিজিয়নাল কাউন্সিলের কাছে হস্তান্তর করে। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদেরকে যেসব খাস জমি লীজ দেয়া হয়েছে, সেগুলি প্রস্তাবিত ভূমি জরিপ কমিটির সুফারিশ অনুযায়ী উপজাতীয়দের দখলে ছেড়ে দিলে ঐসব বাঙালী নাগরিকদের উচ্ছেদ নিশ্চিত হবে এবং বাস্তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। শান্তিচুক্তির পর গত বিশ বছরে রাস্তা-ঘাট ইত্যাদির বহু উন্নতি হ'লেও তার উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব না থাকলে সবই নিষ্ফল হবে।

শান্তিচুক্তির অন্যায় ধারাসমূহের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত দু'টি মামলার চূড়ান্ত শুনানী শেষে ২০১০ সালের ১২ ও ১৩ই এপ্রিল প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক রায়ে বাংলাদেশের হাইকোর্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনকে এবং সেই সাথে পার্বত্য ৩টি যেলা পরিষদ আইনের বেশ কিছু ধারাকে বেআইনী ও অবৈধ ঘোষণা করে। ফলে সরকার দ্রুত সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে আঞ্চলিক পরিষদ ও সন্তু লারমার পদ আপাতত রক্ষা করেছে। যার রায় আজও পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, আদালতের রায় বিপরীত হ'তে পারে ভেবেই শান্তিচুক্তির এক স্থানে বলা হয়েছে 'অন্য কোথাও যাহাই লেখা থাকুক না কেন, চুক্তিতে বর্ণিত ধারাই বলবৎ হবে'। সেই সাথে কৌশলগতভাবে দু'টি মিথ্যা প্রচারণা শুরু করা হয়েছে : (১) 'পার্বত্য উপজাতিরা সেখানকার আদিবাসী'। অথচ সেখানকার বাঙালীরাই মূলত আদিবাসী। আর চাকমারা বৃটিশ আমলে ভারতের চম্পক নগরী এবং মায়ানমারের আরাকান থেকে বহিস্কৃত হয়ে এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। যা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। বস্তুতঃ কোন দেশের নাগরিক হওয়ার জন্য সেখানকার আদিবাসী হওয়া শর্ত নয়, বরং রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যই শর্ত। (২) সেখানকার কোন উপজাতির উপর কোনরূপ অপরাধ সংঘটিত হলেই সাথে সাথে তার দায়ভার বাঙালীদের উপর চাপানো হয়। যাতে সেখান থেকে বাঙালী বিতাড়ন আন্দোলন দ্রুততর করা যায়।

সবশেষে বলব, কুচক্রী মহলসমূহের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাত করে যেকোন মূল্যে উপজাতি-বাঙালী সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে এবং অপার সম্ভাবনাময় পার্বত্য অঞ্চলের অখণ্ডতা ও উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহ দেশকে হেফাযত করুন- আমীন! *(স.স.)*।

তাক্বলীদের বিরুদ্ধে ৮১টি দলীল

মূল : ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ
*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(২য় কিস্তি)

ওমর (রাঃ) বিচারপতি শুরাইহ-এর নিকট লেখা পত্রে বলেছিলেন, اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ 'আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) মোতাবেক বিচার করবে। আল্লাহ্র কিতাবে না পেলে রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী বিচার করবে। রাসূলের সুন্নাতে না পেলে সৎলোকদের নীতি অনুযায়ী বিচার করবে'।[১] ওমর (রাঃ) উম্মুল ওয়ালাদদের (মনিবদের ঔরসে যেসব দাসী সন্তান জন্ম দেয় তাদের উম্মুল ওয়ালাদ বলে) বিক্রি করতে নিষেধ করেছিলেন।[২] ছাহাবীগণ এ বিষয়ে তার অনুসরণ করেছিলেন। তিনি একত্রে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন।[৩] ছাহাবীগণ তা মেনে নিয়েছিলেন। একবার তার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। তখন আমর ইবনুল আছ (রাঃ) তাকে বলেছিলেন, خُذْ ثَوْبًا غَيْرَ ثَوْبِكَ 'আপনার কাপড় বদলে অন্য কাপড় নিন'। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, لَوْ فَعَلْتُهَا صَارَتْ سُنَّةً 'আমি তা করলে সেটা সুন্নাতে পরিণত হয়ে যাবে'।[৪] উবাই ইবনু কা'ব ও আরও অনেক ছাহাবী বলেছেন, مَا اسْتَبَانَ لَكَ فَاعْمَلْ بِهِ، وَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ فَكِلْهُ إِلَى عَالِمِهِ 'যা তোমার নিকট স্পষ্ট হবে তদনুযায়ী আমল করবে। আর যা তোমার কাছে অস্পষ্ট লাগবে তা জানার জন্য আলেমের দ্বারস্থ হবে'।[৫]

ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ফৎওয়া দিতেন। এটা নিশ্চিতই তাক্বলীদ। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাদের কথা দলীল হ'তে পারে না। এদিকে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ– 'আর মুমিনদের এটা সঙ্গত নয় যে, সবাই একত্রে (জিহাদে) বের হবে। অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্র নাফরমানী হ'তে) ভয় প্রদর্শন করে, যাতে তারা সাবধান হয়' *(তওবা ৯/১২২)*। এখানে আল্লাহ ফিরে আসা লোকেরা যে বিষয়ে সতর্ক করবে তা মেনে নেওয়া তাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন। এটাই তো তাদের পক্ষ থেকে আলেমদের তাক্বলীদ।

ইবনু যুবায়ের (রাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে, তাকে দাদা ও ভাইদের মীরাছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। উত্তরে তিনি তার নানা আবুবকরের প্রসঙ্গ তুলে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلاً 'ধরাপৃষ্ঠের অধিবাসীদের মধ্য থেকে যদি কাউকে আমি বন্ধু বানাতাম তবে তাকে (আবুবকরকে) বন্ধু বানাতাম'।[৬] আবুবকর (রাঃ) দাদাকে মীরাছে পিতার স্থলাভিষিক্ত গণ্য করতেন। এতে স্পষ্টতই তিনি তার তাক্বলীদ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন। এভাবে সাক্ষীর সাক্ষ্য মানা তার তাক্বলীদ। শরী'আত কায়েফ (পায়ের চিহ্ন দেখে যে মানুষ শনাক্ত করে। আবার ভাই কিংবা পিতার সাদৃশ্য থেকে ব্যক্তির পরিচয় চিহ্নিত করে), খারেছ (যে গাছে ঝুলে থাকা খেজুর কিংবা আঙ্গুর অনুমান করে পরিমাণ নির্ণয় করে থাকে), কাসেম (অনুমানে বণ্টনকারী), মুকাওবিম (জমি পরিমাপকারী) এবং মুহরিম অবস্থায় শিকারকারীর শিকারের সাদৃশ্য বিচারকারীদ্বয়ের কথা মেনে নেওয়ার কথা বলেছে। আর এটাতো নীরেট তাক্বলীদ।

মুসলিম উম্মাহ অনুবাদকের অনুবাদ, দূতের বার্তা, পরিচয়দাতার করা পরিচয় এবং সাক্ষীর ছাফাইদাতার কথা গ্রহণ করার উপর ইজমা করেছেন, যদিও তারা একজনের কথা যথেষ্ট হবে কিনা তা নিয়ে মতানৈক্য করেছেন। এটাও তাদের নীরেট তাক্বলীদ।[৭]

তারা গোশত, কাপড়, খাদ্যবস্তু ইত্যাদি হালাল না হারাম তা জিজ্ঞেস না করেই শুধু মালিকদের কথার উপর ভরসা করে কেনার বৈধতার উপর ইজমা করেছে। আলিম ও মুজতাহিদ হতে গিয়ে সকলকেই যদি ইজতিহাদ করতে এবং জ্ঞানচর্চা করতে বাধ্য করা হয় তাহ'লে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলোই নস্যাৎ হয়ে যাবে এবং ক্ষেত-খামার, কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যাবে। শারঈভাবে এ পন্থা কখনই বিধেয় হ'তে পারে না। আর বাস্তবেও এ কথা মেনে নেওয়ার মত নয়।

** ঝিনাইদহ।*

১. নাসাঈ ৮/২৩১; দারেমী ১/৬০; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ৭/২৪১; যিয়া, আল মুখতারাহ ক্রমিক ১৩৪। বিস্তারিত টীকা নং ২, পৃ. ৪৭৯।

২. আবুদাঊদ হা/৩৯৫৪, 'দাস মুক্তকরণ' অধ্যায়; ইবন হিব্বান হা/৪৩২৪; হাকেম ২/১৮-১৯; বায়হাক্বী ১০/৩৪৭।

৩. মুসলিম হা/১৪৭২, 'তালাক' অধ্যায়। এটি ছিল ওমর (রাঃ)-এর ইজতিহাদ ও সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। তা দ্বারা রাজ'ঈ তালাক-এর চিরন্তন কুরআনী পদ্ধতিকে বাতিল করা যায় না। ওমর (রাঃ) এটি করেছিলেন লোকদের ভীত করার জন্য সাময়িক কঠোরতা হিসাবে। কিন্তু এতে তাঁর উদ্দেশ্য মোটেই সফল হয়নি। সেকারণ মৃত্যুর পূর্বে তিনি অনুতপ্ত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন (ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ১/২৭৬; বিস্তারিত দ্রঃ তালাক ও তাহলীল পৃ. ৪৬)। -সম্পাদক।

৪. মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/৫০, হা/১৩৭।

৫. ইবনু আবী শায়বা ১০/৪৮৯; বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ২/৩৯-৪০; ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ৬/৯৩।

৬. আহমাদ ৪/৪-৫; বুখারী, 'ফাযায়েলুছ ছাহাবা' অধ্যায় হা/৩৬৫৮।

৭. বিস্তারিত দেখুন : কাযী আব্দুল ওয়াহ্হাব, আল-ইশরাফ ৫/২২-২৩, মাসআলা নং ১৬৯৫।

বিয়ের পর কিছু মহিলা নববধূকে স্বামীর কাছে সপে দিয়ে যায়। এখন ঐ মহিলাই যে তার স্ত্রী এবং স্ত্রী হিসাবে তার সাথে সে যে মেলামেশা করে তা সবই কিন্তু সে করে উক্ত মহিলাদের তাক্বলীদ সূত্রে। এই তাক্বলীদের উপরও লোকদের ইজমা রয়েছে।

তারা এসব বিষয়েও ইজমা করেছেন যে, অন্ধ ব্যক্তি কিবলার ক্ষেত্রে চোখওয়ালার তাক্বলীদ করবে; ছালাতে ইমামদের পবিত্রতা, ফাতিহা পাঠ ও যাতে ইক্তিদা শুদ্ধ হয় সেসবে মুক্তাদীরা ইমামদের তাক্বলীদ করবে; স্ত্রী চাই মুসলিম হৌক কিংবা যিম্মী হৌক, মাসিক পার হওয়ার বিষয়ে স্বামীকে স্ত্রীর কথার তাক্বলীদ করতে হবে এবং তদনুযায়ীই তার সাথে মেলামেশা বৈধ হবে; কোন মহিলার ইদ্দত পার হয়েছে কিনা সে বিষয়ে তার কথার উপর তাক্বলীদ করে তার অভিভাবকদের জন্য বিয়ের ব্যবস্থা করা সিদ্ধ হবে এবং ছালাতের ওয়াক্ত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে মুওয়াযযিনদের তাক্বলীদ করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে যেমন ইজতিহাদ আবশ্যিক নয়, তেমনি দলীল-প্রমাণ যোগে এসব জানাও যরূরী নয়।[৮]

এক নিগ্রো দাসী উকবা বিন হারিছ (রাঃ)-কে বলেছিলেন, أَرْضَعْتُكَ وَأَرْضَعْتَ امْرَأَتَكَ 'আমি তোমাকে ও তোমার স্ত্রীকে দুধ পান করিয়েছি'। এ কথা জেনে নবী (ছাঃ) তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন। এতে ঐ মহিলার কথার তাক্বলীদ করা হয়েছে।[৯]

ইমামগণও সুস্পষ্ট ভাষায় তাক্বলীদের বৈধতার ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন হাফছ বিন গিয়াছ বলেছেন, আমি সুফয়ান ছাওরীকে বলতে শুনেছি, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ الَّذِي قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَأَنْتَ تَرَى تَحْرِيمَهُ فَلَا تَنْهَهُ 'যখন তুমি কোন মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে কাউকে আমল করতে দেখ এবং ঐ বিষয়টি যদি তোমার মতে হারাম হয় তাহ'লেও তুমি তাকে নিষেধ করবে না'। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেছেন, يَجُوزُ لِلْعَالِمِ تَقْلِيدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ 'একজন আলেমের জন্য তার থেকে বেশী জাননেওয়ালার তাক্বলীদ করা জায়েয আছে, কিন্তু তার সমপর্যায়ের কারও তাক্বলীদ করা জায়েয নয়'।[১০]

শাফেঈ সুস্পষ্ট ভাষায় তাক্বলীদ করার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, فِي الصِّلْعِ بَعِيرٌ، قُلْتُه تَقْلِيدًا لِعُمَرَ 'পাঁজর (ভাঙার দিয়ত) একটি উট, এ কথাটি আমি ওমরের তাক্বলীদ করে বলছি'। তিনি দোষমুক্ত পশু বিক্রয়ের মাসআলায় বলেছেন, قُلْتُه تَقْلِيدًا لِعُثْمَانَ 'কথাটি আমি উছমানের তাক্বলীদ করে বলছি'। তিনি ভাইদের সাথে দাদার মীরাছ সম্পর্কে বলেছেন, দাদা তাদের সাথে অংশীদার হবে। তারপর তিনি বলেছেন, وَإِنَّمَا قُلْتُ بِقَوْلِ زَيْدٍ، وَعَنْهُ قَبِلْنَا أَكْثَرَ الْفَرَائِضِ 'কথাটি আমি যায়েদ বিন ছাবিতের তাক্বলীদ করে বলছি। আর তার থেকেই আমরা ফারায়েযের অধিকাংশ মাসআলা পেয়েছি'। অন্যত্র তিনি তার মতের উপর রচিত নতুন গ্রন্থে বলেছেন, قُلْتُه تَقْلِيدًا لِعَطَاءٍ 'কথাটি আমি আতা-র তাক্বলীদ করে বলছি। আবু হানীফা (রহঃ)-কে দেখুন। কূয়ার মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে তার নিকট পূর্বেকার তাবেঈদের এতদসংক্রান্ত মাসায়েলের তাক্বলীদ ছাড়া অন্য কিছুই নাই। ইমাম মালিক তো মদীনাবাসীদের আমলের বাইরে যেতেনই না। তিনি তার রচিত মুওয়াত্ত্বায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আমাদের শহরের আলেমদের আমরা এই আমল, সেই আমলের উপর পেয়েছি। তিনি একাধিক জায়গায় বলেছেন, مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَقْتَدِي بِه يَفْعَلُه 'আমি যাদের অনুসরণ করি তাদের কাউকেই আমি এটি করতে দেখিনি'। আমরা যদি তার কথা একত্রিত করি তাহলে তা অনেক দীর্ঘ হবে।

ছাহাবীদের প্রসঙ্গে ইমাম শাফেঈ বলেছেন, رَأْيُهُمْ لَنَا خَيْرٌ مِنْ رَأْيِنَا لِأَنْفُسِنَا 'আমাদের জন্য তাদের মতামত আমাদের নিজেদের মতামত থেকে অনেক শ্রেয়'। আমরা তাক্বলীদকারীরাও বলি ও বিশ্বাস করি যে, শাফেঈ ও অন্যান্যদের মতামত আমাদের জন্য আমাদের নিজেদের মতামত অপেক্ষা অনেক শ্রেয়।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বভাব এমনই করে বানিয়েছেন যে, শিক্ষার্থীরা স্ব স্ব শিক্ষকের তাক্বলীদ করে থাকে। মানুষের নানাবিধ প্রয়োজন এ নিয়মেই মিটে থাকে। প্রতিটি বিদ্যা ও শিল্পের ক্ষেত্রে এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা যেমন মানুষের শারীরিক গঠনে পার্থক্য করেছেন, তেমনি তাদের মেধাতেও তারতম্য করেছেন। সুতরাং তার প্রজ্ঞা, ইনছাফ ও মেহেরবানী অনুসারে তিনি তার সমগ্র সৃষ্টির উপর দ্বীনের ছোট-বড় যাবতীয় মাসআলা-মাসায়েল দলীল-প্রমাণসহ জানা এবং বিরুদ্ধ বাদীর দলীল খণ্ডন করা ফরয করতে পারেন না। যদি তাই হত, তাহ'লে তো সব মানুষই আলেম হিসাবে সমান হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলা তো তা না করে কাউকে আলেম উস্তাদ বানিয়েছেন, কাউকে ছাত্র বানিয়েছেন, কাউকে বা আলেমের অনুসারী বানিয়েছেন। এটা ইমাম-মুক্তাদী ও অনুসারী-অনুসরণীয়ের মত। আর কোথায় আল্লাহ জাহিল-মূর্খকে বিদ্বানের তাকলীদ, অনুসরণ ও ইকতিদা করা হারাম ঘোষণা করেছেন? আল্লাহ্র তো প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টির কোথায় কোন সমস্যা, আপদ-বিপদ নেমে আসবে তা সবই জানা। তিনি কি তাই প্রত্যেকের উপর উদ্ভূত সমস্যার বিধান শর্তাবলীসহ শারঈ দলীল যোগে জানা ফরযে আইন করেছেন? এটা কি কারও পক্ষে সম্ভব, এটা শারঈ বিধান হওয়া তো দূরে থাকুক? রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর ছাহাবীরা দেশ-বিদেশ জয় করেছেন; যারা তখন সবে ইসলামে প্রবেশ

---

৮. ইবনু আব্দিল বার্র, ইজমা'আত ১/৪৮৪; জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, পৃঃ ৪৪১-৪৪২।

৯. বুখারী হা/৮৮, 'ইলম' অধ্যায়; 'বেচা-কেনা' অধ্যায় হা/২০৫২; বিস্তারিত দেখুন : টীকা নং ৪, পৃষ্ঠা ৪৮১।

১০. আবু ইয়ালা, আল-উদ্দাহ ৪/১২৩১; মুসাল্লামুছ ছুবূত ২/২৯৩।

Contents

করেছে তারা তাদের কাছে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করতেন। তারা তাদের বলতেন না, আমাদের এই ফৎওয়ায় সত্য কোনটা তা তোমাদেরকে দলীল-প্রমাণসহ জানতে হবে। এমন কথা নিশ্চিতভাবেই তারা কেউ বলেননি। তাক্বলীদ তো দায়িত্বশীলতার ও অস্তিত্বের অপরিহার্য অংশ। সুতরাং তা শরী'আহ ও তাক্বদীরেরই একটি অংশ। তাক্বলীদ অস্বীকারকারীরাও তো তাক্বলীদ করতে বাধ্য। ইতোপূর্বে আমরা এ সম্পর্কে অনেক উদাহরণ দিয়েছি।

যারা তাক্বলীদ বাতিলের পক্ষে দলীল দেন আমরা তাদের বলব, আপনারা হাদীছের যে দলীল দেন তাতে তো আপনারাও রাবী বা বর্ণনাকারীদের তাক্বলীদ করেন। কারণ তাদের সত্যতার স্বপক্ষেও তো অকাট্য কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং আপনাদের হাতেও তো তাদের তাক্বলীদ ছাড়া কোন পথ নেই। যেমন বিচারকের জন্য সাক্ষীর তাক্বলীদ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই, তেমনি অজ্ঞ লোকদের জন্য আলেমদের তাক্বলীদ ছাড়া কোন উপায় নেই। এখন কিসে আপনাদের জন্য রাবী ও সাক্ষীর তাক্বলীদ করা বৈধ করল আর আমাদের জন্য আলেমের তাক্বলীদ হারাম করল? রাবী যা বর্ণনা করছে তা নিজ কানে শুনেছে, আর মুজতাহিদ যা শুনেছে তা নিজ বুদ্ধিতে বুঝেছে। রাবী তার শোনাটা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন, আর মুজতাহিদও তার বোঝাটা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। রাবীর দায়িত্ব শোনা কথা পৌঁছানো এবং মুজতাহিদের দায়িত্ব তার বোধগম্য বিষয় পৌঁছানো, আর যারা এই দু'জনের পর্যায়ে উন্নীত হ'তে পারেনি তাদের কর্তব্য দু'জনের কথা মান্য করা।

তাক্বলীদ নিষেধকারীদের আরও বলব, আপনারা তো এই ভয়ে তাক্বলীদ করতে নিষেধ করছেন যে, মুক্বাল্লিদ যার তাক্বলীদ করছে তিনি তার ফৎওয়ায় ভুল করলে মুক্বাল্লিদও ভুলে নিপতিত হতে পারে। তারপর আপনারা সত্য উদঘাটনার্থে তার উপর যুক্তি-বুদ্ধি ও দলীল-প্রমাণ তালাশ করা আবশ্যিক করতে চাচ্ছেন। অথচ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুক্বাল্লিদের স্বপরিচালিত ইজতিহাদ-গবেষণা যতটা না সঠিক হবে, সে একজন আলেমের তাক্বলীদ করলে তার থেকেও বেশী সঠিক হবে। এটা ঐ ক্রেতার মত, যে কোন পণ্য কিনতে চাচ্ছে কিন্তু তার সম্পর্কে সে কোনই ধারণা রাখে না। এক্ষেত্রে সে যখন ঐ পণ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ, নির্ভরযোগ্য ও হিতাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ করবে তখন তার নিজের তুলনায় ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে তার উদ্দেশ্য বেশী মাত্রায় পূরণ হবে। এ বিষয়ে সকল জ্ঞানী একমত।

তাক্বলীদপন্থীদের প্রমাণাদির জবাব :

প্রমাণপন্থীগণ বলেন, বড়ই তাজ্জব কথা, হে ঐ সব তাক্বলীদকারীরা, যারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে থাক যে, তোমরা বিদ্বান নও এবং বিদ্বানদের কাতারেও শামিল নও। বিদ্বানগণও একই সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন। এখন আবার তোমরাই দলীল প্রমাণ দিয়ে বিদ্বানদের কাতারভুক্ত হয়ে কিভাবে নিজেরাই নিজেদের মাযহাব বাতিল করছ? মুক্বাল্লিদের দলীল আসে কোত্থেকে? কোথায় দলীলদাতার আসন, আর কোথায় মুক্বাল্লিদের আসন? তোমরা দলীল উল্লেখ করার মাধ্যমে কি দলীলদাতাদের কাপড় ধার করে নিজেদের অঙ্গে ধারণ করে মানুষের মাঝে নামছ না? এতে কি তোমরা যা তোমাদের নছিবে জোটেনি তা লাভের দাবী করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছ না? বিদ্যা জানার কথা বলে তোমরা যা লাভ করনি তা করেছ বলে দাবী করা হ'ল। এতে তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ না? এতে তো তোমরা মিথ্যার লেবাস পরলে এবং মুজতাহিদের যে পদের তোমরা যোগ্য নও তা ছিনিয়ে নিলে। এখন তোমরা আমাদের বল, তোমরা কি তাক্বলীদের পথে চলতে এমন কোন দলীল পেয়েছ, যা তোমাদেরকে তাক্বলীদের পথে চালিত করছে? এমন কোন প্রমাণ পেয়েছ যা তোমাদেরকে তাক্বলীদের পথ দেখাচ্ছে? ফলে তোমরা এখন দলীল প্রদানের নিকটবর্তী হচ্ছ এবং তাক্বলীদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছ; নাকি তোমরা কোন দলীল অনুসন্ধান ছাড়াই সকলে একাট্টা হয়ে তাক্বলীদ করতে লেগে গেছ? এই দু'প্রকার রাস্তার বাইরে তোমাদের যাওয়ার অন্য কোন পথ নেই। যে রাস্তাই ধর না কেন তা তাক্বলীদ বাতিলের পক্ষে যাবে এবং প্রমাণের পথে ফেরা আবশ্যিক করবে। আমরা যদি প্রমাণের ভাষায় কথা বলি, তোমরা বলবে, আমরা প্রমাণ দানের যোগ্যতা রাখি না। আর যদি তোমাদের তাক্বলীদ মেনে কথা হয়, তাহ'লে তোমাদের খাড়া করা দলীলের কোন মানেই হয় না।

আজব ব্যাপার এই যে, ছোট-বড় প্রতিটি দল দাবী করে যে, তারা সত্যের উপর রয়েছে। কিন্তু তাক্বলীদকারী কোন দলের এমন দাবী শোভা পায় না। আর দাবী করলেও তা বাতিল গণ্য হবে। কেননা তারা তো নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয় যে, দলীল-প্রমাণের বুনিয়াদে চলার যোগ্যতা তাদের নেই। তাদের কাজ শুধুই তাক্বলীদ করা। মুক্বাল্লিদের তো হক-বাতিল, আভরণ-নিরাভরণ কোনটাই চেনার কথা না।

তার থেকেও বড় কথা, তাদের ইমামগণ তাদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। অথচ আজ তারা তাদের কথা অমান্য করে তাদের নাফরমানী করে চলেছে। তারা বলে, نَحْنُ عَلَى مَذَاهِبِهِمْ 'আমরা ইমামদের মাযহাবের উপর আছি'। অথচ মাযহাবের যে মূল ভিত্তি ইমামগণ রচনা করেছেন, তারা তারই বিরোধিতা করে। কেননা তারা প্রমাণের উপর মাযহাবের ভিত্তি গড়েছেন এবং তাক্বলীদ করতে নিষেধ করে গেছেন। তারা তাদের অনুসারীদের এই অছিয়ত করে গেছেন যে, দলীল-প্রমাণ যাহির হ'লে তারা যেন তা মেনে চলে এবং তাদের কথা বাদ দেয়। কিন্তু মুক্বাল্লিদরা এখন তা সর্বতোভাবে অমান্য করে চলছে। তারা বলে, نَحْنُ مِنْ أَتْبَاعِهِم 'আমরা তাদের অনুসারী'। এটা তাদের আরজু বটে, কিন্তু তাদের অনুসারী তো তারাই, যারা তাদের পথে চলে এবং মূল ও প্রশাখাগত বিধি-বিধানে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

তার থেকেও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইমামগণ তাদের বইতে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, তাক্বলীদ বাতিল ও হারাম।

আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে তাক্বলীদ করার কথা বলা বৈধ নয়। কোন শাসক যদি একজন বিচারককে একটি নির্দিষ্ট মাযহাব অনুযায়ী বিচার করার শর্তে নিয়োগ দেয় তাহ'লে তার সে শর্ত ও নিয়োগ দু'টোই অকার্যকর হবে। অনেকে শর্ত বাতিল এবং নিয়োগ সঠিক হওয়ার কথা বলেছেন। অনুরূপভাবে কোন মুফতী যে বিষয়ের ছহীহ-শুদ্ধ রূপ জানে না তার যে সে বিষয়ে ফৎওয়া দেওয়ার অধিকার নেই, সে সম্পর্কে সকল মানুষ একমত। মুক্বাল্লিদের তো ইজতিহাদের রাস্তা বন্ধ থাকায় কোন্ কথা সঠিক, আর কোন্ কথা বেঠিক তার খবরই নেই। তাছাড়া প্রত্যেক মুক্বাল্লিদই আপনা থেকে স্বীকার করে যে, সে তার ইমামের মুক্বাল্লিদ; সে তার কথার অন্যথা করতে পারবে না এবং তার খাতিরে সে তার কথার পরিপন্থী কুরআন, সুন্নাহ, ছাহাবীর উক্তি, তার ইমাম থেকে বেশী কিংবা তার সমকক্ষ জ্ঞানীর কথা অকপটে বর্জন করবে। এটা সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা!

আমরা তো একথা স্বতঃসিদ্ধভাবে জানি যে, ছাহাবীদের যুগে তাদের মাঝে এমন একজন লোকও ছিলেন না যিনি তাক্বলীদের জন্য তাদের একজনকে নির্বাচিত করে তার তামাম কথা মান্য করেছেন, কিছুই ছাড় দেননি এবং অন্যদের কথা সবই বাতিল করে দিয়েছেন, তার বিন্দুবিসর্গও গ্রহণ করেননি। একইভাবে তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈদের যুগেও এরূপ কেউ ছিলেন না। মুক্বাল্লিদরা আমাদেরকে ভুল করেই একজনের নাম বলুক, যে রাসূল (ছাঃ)-এর যবানে প্রশংসিত তিন যুগে তাদের তাক্বলীদী ধারার কুপথে দ্বীন চর্চা করেছিল। এ বিদ'আত তো রাসূল (ছাঃ)-এর যবানে নিন্দিত হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে জন্মলাভ করেছে (وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله)। মুক্বাল্লিদরা তো তাদের অনুসরণীয় ইমামের কথা অনুযায়ী জান, মাল, ইযযতকে হালাল কিংবা হারাম মানে। তারা জানে না যে, তা সঠিক না ভুল। এ এক মহাবিপজ্জনক কথা। তাদের একদিন আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াতে হবে। সে স্থান বড়ই কঠিন। সেখানে যে আল্লাহ্র নামে না জেনে কথা বলে, সে যে ভিত্তিহীন আদর্শের উপর ছিল তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

যারাই মানবকুলে মাত্র একজনের তাক্বলীদ করে অন্য কারও নয়, তাদের প্রত্যেককে আমরা বলব, কী সে কারণ, যার জন্য তোমার ইমাম অন্যদের থেকে তাক্বলীদের বেশী যোগ্য হয়ে গেল? যদি সে বলে, কারণ তিনি তার যুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান। অনেক সময় তারা তাকে পূর্বেকার লোকদের থেকে শ্রেষ্ঠ দাবী করে এবং তার পরবর্তীকালে তার থেকে বেশী জাননেওয়ালা কেউ ধরাধামে আসেনি বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে। যদিও এ বিশ্বাস একান্তই বাতিল। তার নিকট জিজ্ঞাস্য, তুমি কোন বিদ্বান নও বলে তো তুমি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ; তাহ'লে কিভাবে তুমি জানলে যে, তিনি তার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ছিলেন? এতো কেবল তার পক্ষেই সম্ভব, যে মাযহাবগুলো দলীল-প্রমাণসহ জানে এবং কোন দলীল থেকে কোন দলীল অগ্রগণ্য তা নির্ণয় করতে পারে। অন্ধ কিভাবে মুদ্রা যাচাই করতে পারবে? এটাও আল্লাহ্র নামে না জেনে কথা বলার আরেকটি রাস্তা।

(২) আবুবকর ছিদ্দীক্ব, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব, উছমান, আলী, ইবনু মাসউদ, উবাই ইবনু কা'ব, মু'আয বিন জাবাল, আয়েশা, ইবনু আব্বাস, ইবনু ওমর (রাঃ) তো নিঃসন্দেহে তোমার ইমাম থেকে বেশী বিদ্বান। তাহ'লে তুমি কেন তাদের তাক্বলীদ করে ইমামের তাক্বলীদ ত্যাগ করছ না? এমনকি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, শা'বী, আতা, তাউস ও তাদের মত যারা তারাও নিসঃন্দেহে তার থেকে বেশী বিদ্বান ও শ্রেয়। তাহ'লে তুমি কেন যারা বিজ্ঞতা, শ্রেষ্ঠত্ব, কল্যাণধর্মিতা, বিদ্যাবত্তা ও দ্বীন-ধার্মিকতায় বেশীমাত্রায় এগিয়ে তাদের তাক্বলীদ ছেড়ে দিচ্ছ? কেন তাদের কথা ও মাযহাবের প্রতি অনাগ্রহ দেখিয়ে তাদের থেকে নিম্নমানের একজনের তাক্বলীদে আগ্রহী হয়ে উঠছ? যদি সে বলে, তার কারণ, আমার ছাহেব, আমি যার তাক্বলীদ করি তিনিই এ বিষয়ে আমার থেকে বেশী জানেন। আমার অনুসরণীয় ইমামের উত্তরই এক্ষেত্রে আমাকে তাদের কথার বিরোধিতা করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। কেননা তার বিদ্যা ও দ্বীনদারির মাত্রাধিক্য হেতু তিনি কখনই তার থেকে উপরের ও বেশী বিদ্বানের বিরোধিতা করতে পারেন না। তা সত্ত্বেও যখন তিনি বিরোধিতা করেছেন তখন নিশ্চয়ই উল্লিখিত মহাজনদের প্রত্যেকের মতের বিপরীতে শ্রেয়তর কোন দলীল তার নিকট ছিল। তাকে বলব, তুমি কোত্থেকে জানলে যে, তোমার ছাহেব যে দলীল অবলম্বন করেছেন তা তার থেকেও বেশী বিদ্বান ও শ্রেষ্ঠ কিংবা তার সমতুল্য জনের থেকে শ্রেয়তর? দু'টি পরস্পর বিরোধী কথা কখনই একই সাথে সঠিক হ'তে পারে না, বরং তাদের একটিমাত্র সঠিক হ'তে পারে। আর এটা তো জানা কথা যে, বেশী বিদ্বান ও বেশী মহৎ যে সে তার তুলনায় কম বিদ্বান ও কম মহৎ থেকে বেশী সাফল্য অর্জন করবে। (সে হিসাবে তোমার ইমাম থেকে উল্লিখিত বিদ্বানদের মতই সঠিক হওয়া বেশী স্বাভাবিক)। আর যদি তুমি বল, আমি নিজেই দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে তা জেনেছি, তাহ'লে সেক্ষেত্রে তো তুমি তাক্বলীদের পদ থেকে দলীলদাতার পদে উঠে এলে এবং নিজেই তাক্বলীদ বাতিল করে দিলে।

[চলবে]

হাফেয আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, চট্টগ্রামের জন্য একজন হাফেয আবশ্যক। নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

যোগাযোগ : সভাপতি, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, চট্টগ্রাম, রহম আলী সওদাগরের গলি, হোসেন আহমেদ পাড়া, স্টীল মিলস বাজার, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৭৩৫৩৩৭৯৭৬।

Contents

আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা

মূল : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী
*অনুবাদ : মীযানুর রহমান**

(২য় কিস্তি)

হাদীছের কতিপয় পরিভাষা

সুন্নাহ, হাদীছ, খবর ও আছার :

সুন্নাহ শব্দটির শাব্দিক অর্থ সমাজ জীবনে প্রচলিত সাধারণ রীতি (الطريقة المسلوكة والمعتادة فى الحيـــاة)। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَـــيْسَ مِنِّـــي 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হ'তে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[১] তিনি আরো বলেন, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ 'তোমরা আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর'।[২]

পরিভাষায় هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مـــن قول أو فعل أو تقرير مما يراد به التـــشريع للأمـــة. 'রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কাজ বা মৌন সম্মতি যার মাধ্যমে উম্মতের জন্য শরী'আত প্রবর্তন উদ্দেশ্য করা হয় তাকে হাদীছ বলে'। এ সংজ্ঞার মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সংঘটিত দুনিয়াবী ও স্বভাবজাত বিষয়গুলি বাদ পড়ে যায়, যেগুলির সাথে দ্বীনের এবং অহীর কোন সম্পর্ক নেই।

মুহাদ্দিছদের মতে সাধারণ অর্থে সুন্নাহ ওয়াজিব ও মানদূবকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর ফকীহদের পরিভাষায় যা ওয়াজিব ব্যতীত কেবল মানদূবকে বুঝায়।

হাদীছ : শব্দটির শাব্দিক অর্থ কথা, যা আলোচনা করা হয় এবং ধ্বনি ও লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

পরিভাষায় জমহুর বিদ্বানের মতে 'হাদীছ' শব্দটি সুন্নাহ্র সমার্থবোধক শব্দ। কেউ কেউ হাদীছ বলতে কেবল নবী করীম (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণীকে বুঝিয়েছেন; কাজ ও মৌন সম্মতিকে নয়। তবে সত্য কথা হ'ল শাব্দিক অর্থে সুন্নাহ দ্বারা কাজ ও মৌনসম্মতিকে বুঝায়। আর 'হাদীছ' দ্বারা কথাকে বুঝায়। কিন্তু যেহেতু এখানে দু'টিই নবী করীম (ছাঃ)-এর দ্বারা সংঘটিত বিষয়ের দিকে ফিরে যায়, সেহেতু অধিকাংশ মুহাদ্দিছ এ দু'টির শাব্দিক মৌলিক অর্থকে বাদ দিয়ে একই পরিভাষাগত ব্যবহারের দিকে ঝুঁকেছেন এবং দু'টিকে সমার্থবোধক শব্দ বলেছেন। যেমন হাদীছকে তারা মারফূ, যা নবী করীম (ছাঃ) পর্যন্ত যা পৌঁছেছে তার সাথে খাছ বা নির্দিষ্ট করেছেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা সংঘটিত বিষয়কে বিশেষ শর্ত ছাড়া নিঃশর্তভাবে হাদীছ বলা হয় না।

খবর : 'খবর' শব্দটিও আভিধানিক অর্থে হাদীছের সমার্থবোধক। এ দু'টি দ্বারা একই বিষয়কে বুঝায়। কিন্তু অনেক বিদ্বানের মতে, হাদীছ বলতে কেবল যা কিছু নবী করীম (ছাঃ) হ'তে সংঘটিত হয়েছে তাকেই বুঝায়। আর খবরকে এর চেয়ে ব্যাপক অর্থে মনে করেন। যা নবী করীম (ছাঃ) হ'তে এবং অন্য কারো দ্বারা সংঘটিত বিষয়কে শামিল করে। এ দু'টি শব্দের মাঝে আম ও খাছ-এর সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই সব হাদীছই খবর কিন্তু সব খবরই হাদীছ নয়। এজন্যই সুন্নাহ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয় 'মুহাদ্দিছ'। আর ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বলা হয় 'আখবারী' বা ইতিহাসবেত্তা। আবার কেউ কেউ খবরকে হাদীছ ও সুন্নাহ্র সমার্থবোধক শব্দ বলেছেন। তবে প্রথম মতটিই সর্বোত্তম।

আছার : 'আছার' বলতে পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত বিষয়কে বুঝায় (هو الشيء المنقول عن السابقين)। ফলে তা খবরের মতই নবী করীম (ছাঃ) ও অন্যদের থেকে সংঘটিত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। কেউ কেউ আছার বলতে কেবল সালাফ তথা ছাহাবী, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন থেকে সংঘটিত বিষয়কে বুঝিয়েছেন। ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটিই উত্তম ও সুন্দর। কেননা এর দ্বারা মওকূফ হাদীছকে মারফূ' থেকে পৃথক করা হয়।

সনদ ও মতন :

সুন্নাহ্র কিতাবগুলিতে বর্ণিত নবীর হাদীছ গঠিত হয় দু'টি মৌলিক ভাগে; প্রথমটি 'সনদ' আর দ্বিতীয়টি 'মতন'।

সনদ বা ইসনাদ :

هو الطريق الموصلة إلى المتن، أي الرواة الذين نقلـــوا المـــتن وأدوه، ابتداء من الراوي المتأخر مصنف كتاب الحـــديث، وانتهاء بالرسول صلى الله عليه وسلم.

'সেটি এমন পথ, যা মতন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। অর্থাৎ যে সকল রাবী মতন (Text) বর্ণনা করে ও পৌঁছে দেয় যা সর্বশেষ রাবী তথা হাদীছের কিতাবের সংকলক থেকে শুরু হয় এবং রাসূল (ছাঃ) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়।

আর **'মতন'** হ'ল, هو ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعـــاني. 'হাদীছের অর্থ নির্দেশক শব্দসমষ্টি'। সনদবিহীন যেকোন হাদীছকে গ্রহণ করতে বিদ্বানগণ অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এর কারণ হ'ল নবীর নামে মিথ্যার ছড়াছড়ি। বিশিষ্ট তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন,

لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظـــر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.

'লোকেরা ইতিপূর্বে কখনও হাদীছের সনদ সূত্র সম্পর্কে

* লিসান্স, এম.এ (অধ্যয়নরত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।
১. বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/১৪৫।
২. আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী; মিশকাত হা/১৬৫।

জিজ্ঞাসা করত না। কিন্তু যখন ফিৎনার যুগ এল, তখন লোকেরা বলতে লাগল আগে তোমরা বর্ণনাকারীদের পরিচয় বল। অতঃপর যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী 'আহলে সুন্নাত' দলভুক্ত, তাহ'লে তাঁর বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। কিন্তু 'আহলে বিদ'আত' দলভুক্ত হ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না'।[৩]

এরপর থেকেই আলেমগণ তাদের নিকট পেশকৃত প্রত্যেকটি 'সনদ' ভাল করে যাচাই করতেন। যদি তাতে ছহীহ হওয়ার শর্তসমূহ যেমন রাবীদের পূর্ণ 'যবত্ব' বা সংরক্ষণ ক্ষমতা, 'আদালাত' (তাক্বওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়া এবং ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্নকারী দোষ-ত্রুটি থেকে বেঁচে থাকা, সনদের ধারাবাহিকতা ঠিক থাকা এবং 'শায' (ছিক্বাহ রাবীর তার চেয়ে অধিক ছিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীত বর্ণনা না করা) বা 'ইল্লাতে'র (গোপন ত্রুটি) দোষে দূষিত না হওয়া, তাহ'লে তা গ্রহণ করতেন। অন্যথা তারা তা প্রত্যাখ্যান করতেন। এভাবেই 'ইসনাদ' দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়। যদি সনদ না থাকত তাহ'লে যে কেউ যাচ্ছেতাই বলতো' (الإسناد من الدين، ولولاه لقال من شاء ما شاء)। এমনটিই বলেছেন আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারক (রহঃ)।

হাদীছ বিশারদগণ সকল 'সনদ' ও 'মতনে'র জন্য বিভিন্ন নিয়ম ও মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন, যার ভিত্তিতে সে দু'টি গৃহীত হয়ে থাকে। এই মূলনীতি ও উছূল বিষয়ক বিশেষ ইলমকে বলা হয় 'ইলমু মুছত্বলাহিল হাদীছ' বা 'হাদীছের পরিভাষা বিজ্ঞান'। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে অধিক জানতে আগ্রহী তাকে কিছু সংকলিত গ্রন্থের শরণাপন্ন হ'তে হবে। এ বিষয়ে সবচেয়ে ভাল বই হাফেয ইবনু কাছীর রচিত 'ইখতিছারু উলূমিল হাদীছ'। এর সবচেয়ে সুন্দর ছাপা মিছরীয়, যা শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির কর্তৃক তাহক্বীক্ব ও তা'লীকৃত। এর শিরোনাম হ'ল 'আল-বা'ইছুল হাছীছ শারহু ইখতিছারি উলূমিল হাদীছ' (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث)

আমাদের নিকট পৌঁছার দিক থেকে সুন্নাহ্র প্রকারসমূহ- মুতাওয়াতির ও আহাদঃ

আমাদের নিকট সুন্নাহ পৌঁছার পদ্ধতি বিচারে তা দুই প্রকার : 'মুতাওয়াতির' ও 'আহাদ'। হানাফীরা তৃতীয় আর একটি প্রকার বৃদ্ধি করেছেন। আর তা হ'ল 'মুসতাফীয' অথবা 'মাশহূর'।

মুতাওয়াতির : শাব্দিক অর্থে মুতাওয়াতির বলতে বুঝায় বিরতি সহ কোন কিছু একের পর এক আসা। এটি আরবী 'বিতর' বা বিজোড় শব্দ থেকে গৃহীত। পারিভাষিক অর্থে মুতাওয়াতির বলা হয় এমন বিপুল সংখ্যক রাবীর বর্ণিত হাদীছকে যাদের সংখ্যাধিক্য অথবা নির্ভরযোগ্যতার দরুণ কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে স্বভাবগত ও বিবেকগত উভয় দিক থেকে মিথ্যার ব্যাপারে তাদের সবার একমত হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে অথবা বিপুল সংখ্যক রাবীর তাদের মতই বিপুলসংখ্যক রাবী থেকে বর্ণিত হাদীছকে যার পরিসমাপ্তি ঘটে যা পরস্পর সরাসরি সাক্ষাত অথবা শ্রবণের মতো ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে গিয়ে হয়। ফলে এক্ষেত্রে খবরটি রাসূল (ছাঃ) থেকে শ্রবণ করা এবং তাঁর কর্ম স্বচক্ষে দেখা বা তাঁর সম্মতি পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়।

উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে মুতাওয়াতির হাদীছের মধ্যে অবশ্যই চারটি শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। ১. হাদীছ বর্ণনাকারী রাবীগণ যে বিষয়ে বলেছেন সে বিষয়ে অকাট্যভাবে জানা থাকতে হবে। তাদের মাঝে যথেচ্ছাচারিতা অথবা ধারণার বশবর্তী হয়ে বলার মত কোন বৈশিষ্ট্য থাকা যাবে না। ২. তাদের ইলম কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল হ'তে হবে। যেমন পরস্পরে সাক্ষাৎ অথবা শ্রবণ। ৩. তাদের সংখ্যা এমন পর্যায়ে উপনীত হ'তে হবে যে, সাধারণত মিথ্যার ব্যাপারে তাদের সবার একমত হওয়া অসম্ভব। সঠিক মত অনুযায়ী তাদের সংখ্যার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন সীমা নেই। বরং রাবীদের বিশ্বস্ততা, যবত্ব, মুখস্থশক্তির ভিন্নতা ভেদে সংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে। ৪. প্রত্যেকটি স্তরেই গ্রহণযোগ্য সংখ্যক রাবী থাকতে হবে। অর্থাৎ শুরুতে, মাঝখানে ও শেষে।[৪] মুতাওয়াতির শব্দগত ও অর্থগত দু'ভাবেই হ'তে পারে। খবরের সত্যতা ও বিশুদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে দু'প্রকার মুতাওয়াতিরই অকাট্য ও ইয়াকীনের ফায়েদা দিয়ে থাকে। এ ব্যাপার বিদ্বানগণের মাঝে কোন মতভেদ নেই।

আহাদ হাদীছ : এটি এমন হাদীছ যার মাঝে পূর্বোল্লেখিত মুতাওয়াতিরের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না। কখনো তা একজন রাবী বর্ণনা করে। তখন একে 'গরীব' হাদীছ বলা হয়। কখনোবা দুই বা ততোধিক রাবী বর্ণনা করে। তখন সেটিকে 'আযীয' বলা হয়। আবার কখনোবা একদল বা একটি জামা'আত বর্ণনা করে। তখন তাকে 'মাশহূর' অথবা 'মুসতাফীয' বলা হয়। এর ভিত্তিতে বলা যায়, এ বৈশিষ্ট্য দ্বারা এটা বুঝায় না যে, আহাদ হাদীছ সর্বদা একজন রাবী থেকে বর্ণিত হয়।

মাশহূর ও মুসতাফীয : বিশুদ্ধ মতে এটি খবরে ওয়াহিদেরই একটি প্রকার। তবে হানাফীরা এ মতের বিরোধী। তারা এটিকে ভিন্ন এক প্রকার হিসাবে গণ্য করেছেন এবং এর জন্য বিশেষ বিধিবিধানও সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলেছেন, এটি এমন প্রশান্তির ফায়েদা দেয় যা 'আহাদ' বা একজনের বর্ণিত হাদীছ দেয় না। এর আলোকেই তারা মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন যে, তা মুতাওয়াতিরের মতই কিতাবের 'মুতলাক' (নিঃশর্ত) হুকুমকে 'মুকাইয়াদ' (শর্তযুক্ত) করতে পারে।[৫]

৩. *মুক্বাদ্দামা মুসলিম: (বৈরূতঃ দারুল ফিক্র ১৪০৩/১৯৮৩) পৃঃ ১৫।*

৪. *শাওকানী, ইরশাদুল ফুহূল, পৃঃ ৪১-৪২ (ঈষৎ পরিবর্তিত)।*

৫. *আল-খুযারী, উছূলুল ফিক্বহ, পৃঃ ২১২।*

এটা ঠিক যে, এর বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্য এবং মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি ও ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সত্য হ'ল যেমন জমহুর বিদ্বান মনে করেন যে, এগুলি সেটিকে আহাদ হাদীছের বৈশিষ্ট্য থেকে খারিজ করে দেয় না এবং তাকে মুতাওয়াতিরের পর্যায়েও উন্নীত করে না। শুরুতে ও শেষে তা আহাদ হাদীছই; যতই ভিন্ন ভিন্ন নাম ও লকব থাকুক না কেন। এজন্যই তা ছহীহ, হাসান ও যঈফ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে থাকে।

ছহীহ আহাদ হাদীছের ইলম ও ইয়াকীনের ফায়েদা দেওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তাদের কেউ কেউ যেমন ইমাম নববী (রহঃ) 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে মত প্রকাশ করেছেন যে, এটি অগ্রাধিকারযোগ্য ধারণার ফায়েদা দেয়। আর অন্যরা মনে করেন, ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁদের স্ব স্ব ছহীহ গ্রন্থে যে সকল সনদযুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন তা ইলম ও অকাট্যের (العلم والقطع) ফায়েদা দেয়। ইমাম ইবনু হাযম (রহঃ)-এর মতে, 'খবরে ওয়াহেদ যদি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) পর্যন্ত অনুরূপ ন্যায়পরায়ণ রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয় তাহ'লে তা ইলম ও আমল উভয়ই ওয়াজিব করে'।[৬]

হক কথা হ'ল যা আমরা মনে করি ও বিশ্বাস করি যে, প্রতিটি ছহীহ আহাদ হাদীছ যাকে কোনরূপ অস্বীকৃতি ও দোষারোপ ছাড়াই উম্মত সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেছেন নিশ্চয়ই তা ইল্ম ও ইয়াক্বীনের ফায়েদা দেয়; চাই তা ছহীহায়েন তথা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হোক অথবা অন্য কোন গ্রন্থে।[৭] পক্ষান্তরে যার ব্যাপারে উম্মত মতভেদ করেছে এবং কিছু বিদ্বান যেটিকে ছহীহ বলেছেন এবং অন্যরা সেটিকে যঈফ বলেছেন তা কেবল তাদের মতে 'শক্তিশালী ধারণা'র (الظن الغالب) ফায়েদা দেবে যারা সেটিকে ছহীহ বলেছেন। আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

সুন্নাহ যিকিরের অন্তর্ভুক্ত, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে :

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। এর গুরুত্ব ও অনেক মানুষ সে সম্পর্কে গাফেল হওয়ার কথা মাথায় রেখে আমি সে বিষয়ে সতর্ক করতে চাই। তা হ'ল সুন্নাহ যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। এটি নষ্ট ও ধ্বংস হওয়া থেকে পুরোপুরি সুরক্ষিত এবং তা বহিঃর্মিশ্রণ থেকে এমনভাবে নিরাপদ যে, ইখতিলাত্ব বা সংমিশ্রণ ঘটলেও তা থেকে মিশ্রিত বস্তুকে পৃথক করা সম্ভব। যদিও কিছু বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট ফিরকার লোকেরা এর বিপরীত ধারণা পোষণ করে। যেমন কাদিয়ানী ও আহলে কুরআন। এরা বলে থাকে, 'ছহীহ ও প্রমাণিত হাদীছের সাথে মিথ্যা ও জাল হাদীছ মিশ্রিত হয়ে গেছে। আর এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য করার সাধ্য মানুষের নেই। নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর মুসলিমরা তাদের নবীর হাদীছের ব্যাপারে সংশয়ে পড়েছে এবং তা নষ্ট ও হারিয়ে গেছে। সুতরাং তারা তা থেকে উপকৃত হওয়া ও তার দিকে ফিরে যেতেও সক্ষম হননি। কেননা এর কোন অংশই আর কখনো বিশ্বাস করা সম্ভব নয়'!!

এভাবেই এরা দ্বীন ইসলামের দ্বিতীয় মৌলিক উৎসকে দেয়ালে ছুঁড়ে ফেলেছে এবং এর ধ্বংস সাধন করেছে। অথচ ইসলামের প্রথম উৎস স্বয়ং কুরআন বুঝা ও তা থেকে ফায়েদা হাছিল করা হাদীছের উপর নির্ভরশীল। কাফের ও ইসলামের শত্রুদের হাদীছে সংশয় সৃষ্টি একটি বড় লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মনোবাঞ্ছা। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সবকিছু তারা করছে।

তাদের কেউ কেউ বলেন, ছহীহ হাদীছের সাথে যঈফ হাদীছ মিশ্রিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত বাস্তবতা। কিন্তু এর একটি থেকে অপরটি পৃথক করার পদ্ধতিও রয়েছে। আর তা হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী :

سيفشوا الكذب علي، فما سمعتم عني فأعرضوه على القرآن، فما وافقه فأنا قلته، وما لم يوافقه فأنا بريء منه.

'অচিরেই আমার ওপর মিথ্যারোপ ব্যাপকতা লাভ করবে। সুতরাং তোমরা আমার নামে যা কিছু শুনবে তা কুরআনের নিকট পেশ করবে; যা কিছু তার সাথে মিলবে তা আমি বলেছি বলে ধরে নিবে। আর যা কিছু কুরআনের সাথে মিলবে না তা থেকে আমি দায়মুক্ত'।

এই হাদীছটি সকল হাদীছ বিশারদের নিকট জাল বা বানোয়াট হিসাবে পরিচিত। একজন বিচক্ষণ আলেম বলেছেন, 'রাসূল (ছাঃ) এই হাদীছের মাধ্যমে আমাদের কাছে যা চেয়েছেন আমরা অবশ্যই তা পালন করেছি। তাই এটিকে কুরআনের ওপর পেশ করে তাকে কুরআনের নিম্নোক্ত ও অন্যান্য আয়াত বিরোধী পেয়েছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا– 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*। তাই আমরা এটিকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছি এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে এর থেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেছি।[৮]

হাদীছ সংরক্ষণ সম্পর্কিত দলীলগুলির মধ্যে অন্যতম হ'ল আল্লাহ্র বাণী, إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষণকারী' *(হিজর ১৫/৯)*। এই আয়াতে কারীমায় যিকিরের সংরক্ষণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার করা হয়েছে। **সেই যিকির কি?** নিঃসন্দেহে তা সর্বপ্রথম কুরআন কারীমকে বুঝায়। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা-গবেষণা

৬. *আল-ইহকাম ১/১১৯-১৩৭।*
৭. *অতঃপর আমি দেখেছি যে, খতীব বাগদাদী তাঁর 'আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ' (পৃঃ ৯৬) গ্রন্থে একথা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন।*
৮. *শাওকানী, ইরশাদুল ফুহূল, পৃঃ ২৯।*

করলে দেখা যাবে যে, তা সুন্নাতে নববীকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এ মর্মেই বেশ কিছু মুহাক্কিক আলেম মত দিয়েছেন। তন্মধ্যে রয়েছেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাযম (রহঃ)। তিনি তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহ্কাম'-এর ১০৯-১২২ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে একটি উপকারী ও দীর্ঘ অধ্যায় রচনা করেছেন। সেখানে তিনি শক্তিশালী দলীল ও লাজওয়াবকারী প্রমাণাদি উল্লেখ করেছেন এ মর্মে যে, সুন্নাত যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। আর তা কুরআনের ন্যায় সংরক্ষিত এবং খবরে আহাদ ইলমের ফায়েদা দেয়। তাঁর উল্লেখিত দলীলগুলির মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (ছাঃ) সম্পর্কে বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى 'তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না। এটি কেবল তাই যা তার নিকট অহি করা হয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে বলতে আদেশ করে বলেন, إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلِيَّ 'আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি অহি করা হয়' *(আহক্বাফ ৪৬/৯)*।

তিনি আরো বলেন, إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ– 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষণকারী' *(হিজর ১৫/৯)*। তিনি আরোও বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ– 'আর তোমার নিকটে প্রেরণ করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে' *(নাহল ১৬/৪৪)*।

সুতরাং বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হ'ল যে, দ্বীনী বিষয়ে আল্লাহ্র রাসূলের সকল কথাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতারিত অহী। এতে কোনই সন্দেহ নেই। আর ভাষাবিদ ও শারঈ পণ্ডিতগণের মাঝেও এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ প্রত্যেকটি অহী নাযিলকৃত যিকির। সুতরাং সকল অহীই নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্র হেফাযতে সংরক্ষিত। আর স্বয়ং মহান আল্লাহ যার হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন তা ধ্বংস বা নষ্ট হবে না এবং তার কোন অংশেরই কখনো এমন কোন পরিবর্তন হবে না, যা বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে না। যদি এর বিপরীত কিছু সংঘটিত হওয়া জায়েয হ'ত তাহ'লে তো আল্লাহ্র কালাম মিথ্যায় পরিণত হ'ত এবং তার হেফাযতের নিশ্চয়তাও বাতিল ও অসম্পূর্ণ হয়ে যেত। আর এমন কথা সামান্যতম বিবেকের অধিকারীর মনেও কখনো উদিত হবে না। সুতরাং এটা মেনে নেয়া ওয়াজিব হয়ে যায় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে দ্বীন আমাদের নিকট নিয়ে এসেছেন তা স্বয়ং মহান আল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রত্যেক আকাঙ্খিত ব্যক্তির নিকট তা যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন, لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ 'যাতে এর দ্বারা আমি ভয় প্রদর্শন করি তোমাদের ও যাদের কাছে এটি পৌঁছবে তাদের' *(আন'আম ৬/১৯)*।

যদি ব্যাপারটি তাই হয় তাহ'লে যরূরী ভিত্তিতে আমাদের জানা দরকার যে, দ্বীনী বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) যা কিছু বলেছেন তা অবশ্যই ধ্বংস ও নষ্ট হবার নয়। এর সাথে কখনোই এমন কোন মিথ্যা বা বাতিল মিশ্রিত হওয়ার কোন পথ নেই যা মানুষের মধ্যে কেউ চিহ্নিত করতে পারবে না। যদি তাই হ'ত তাহ'লে যিকির অরক্ষিত হ'ত! আর আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী : إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষণকারী' *(হিজর ১৫/৯)* মিথ্যা হ'ত এবং তাঁর কৃত ওয়াদাও ভঙ্গ হ'ত! এমন কথা কোন মুসলিম কখনো বলতে পারে না।

যদি কেউ বলে যে, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কেবল কুরআন মাজীদকে উদ্দেশ্য করেছেন। আল্লাহ কেবল কুরআন হেফাযতের গ্যারান্টি দিয়েছেন; কুরআন ব্যতীত অন্য সকল অহীর নয়! এর জবাবে আমরা তাকে বলব, (আল্লাহ্র কাছেই তাওফীক্ব কামনা করছি) এমন দাবী মিথ্যা ও দলীলবিহীন এবং দলীল ছাড়াই যিকিরকে 'খাছ' করার নামান্তর। আর এমন দাবী বাতিল। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ 'তুমি বল, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও' *(নামল ২৭/৬৪)*। সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, যার দাবীর স্বপক্ষে কোন দলীল নেই, তার দাবীতে সে মিথ্যুক। আর যিকির বলা হয় আল্লাহ তা'আলা যা কিছু তাঁর নবীর ওপর নাযিল করেছেন; কুরআন হোক অথবা সুন্নাহ হোক যা দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা করা হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، 'আর তোমার নিকটে প্রেরণ করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে' *(নাহল ১৬/৪৪)*। সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, রাসূল (ছাঃ) লোকদের নিকট কুরআনের ব্যাখ্যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন। কুরআনে অনেক 'মুজমাল' বা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখিত বিষয় রয়েছে। যেমন ছালাত, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনের শব্দে আমাদের ওপর ওয়াজিব করেছেন তা আমরা বিস্তারিত জানতে পারি না। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে আমরা তা জানতে পারি। তাই ঐ সমস্ত সংক্ষিপ্ত বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর বর্ণনা যদি অরক্ষিত থাকে এবং অন্য বাতিল কিছুর সাথে মিশে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তা না থাকে, তাহ'লে তো কুরআনের বাণী দ্বারা উপকার লাভ বাতিল হয়ে যাবে। ফলে তাতে আমাদের ওপর ফরযকৃত অধিকাংশ শরী'আতের বিধান বাতিল হয়ে যাবে! তাই যদি হয়, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলার সঠিক উদ্দেশ্য কী আমরা তা জানতে পারব না। যদি ভুলকারী ভুল করে সে বিষয়ে অথবা কোন মিথ্যুক ইচ্ছা করে সে বিষয়ে যদি মিথ্যা কিছু বলে সেটিও ধরতে পারব না! এসব থেকে আল্লাহ

তা'আলার নিকট আশ্রয় চাই'।[৯]

আমি বলেছি, ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) তাঁর 'মুখতাছার আছ-ছাওয়াইক আল-মুরসালাহ' নামক কিতাবে (পৃঃ ৪৮৭-৪৯০) ইবনু হাযম সহ অন্যান্য বিদ্বানের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি সেটিকে সমর্থন করেছেন এবং সুন্দর বলেছেন। আলোচনা শেষে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, 'আবু মুহাম্মাদ অর্থাৎ ইবনু হাযম যা বলেছেন তা ঐ খবর সম্পর্কে সত্য, যা উম্মত আক্বীদাগত ও আমলগতভাবে গ্রহণ করেছে। তবে 'গরীব হাদীছ' ব্যতীত, যাকে উম্মত গ্রহণ করেছেন মর্মে জানা যায়নি'।

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)ও উক্ত মতকেই সমর্থন করেছেন। তঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এই জাল হাদীছগুলির কি হবে? জবাবে তিনি বলেন, تَعِيْشُ لَهُ الْجَهَابِذَةُ 'এর জন্য হাদীছ বিশারদ পণ্ডিতগণ রয়েছেন'। আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ– 'আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এ কুরআন সংরক্ষণকারী' *(হিজর ১৫/৯)*।[১০] ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহদী থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত আছে।

তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-ওযীর। তিনি পূর্বোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করার পর বলেন, وهذا يقتضي أن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال محفوظة، وسنته لا تبرح محروسة... 'এটি দাবী রাখে যে, রাসূল (ছাঃ) আনীত শরী'আত সংরক্ষিত এবং তাঁর সুন্নাতও সর্বদা সুরক্ষিত রয়েছে'...।[১১]

এ বিষয়ে আরোও প্রমাণাদি হ'ল আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষ নবী ও রাসূল বানিয়েছেন এবং তাঁর শরী'আতকে সর্বশেষ শরী'আত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর শরী'আতের অনুসরণ করা মানুষের ওপর আবশ্যক করেছেন এবং এর বিরোধী সব শরী'আতকে বাতিল করে দিয়েছেন। এসবই দাবী রাখে যে, বান্দার ওপর আল্লাহ্র হুজ্জত কায়েম থাকবে এভাবে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর দ্বীন টিকে থাকবে এবং তাঁর শরী'আত সুরক্ষিত থাকবে। কারণ এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ওপর এমন শরী'আত অনুসরণ করার দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন যা বিলুপ্তি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। জ্ঞাতব্য যে, ইসলামী শরী'আতের মৌলিক দু'টি উৎস হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ– 'যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও' *(নিসা ৪/৫৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلا إِني أوتيت القرآن ومثله معه. 'নিশ্চয় আমাকে কুরআন এবং তার মত আরোও একটি বস্তু দেওয়া হয়েছে'।[১২] কুরআন সংরক্ষিত হয়েছে আমাদের নিকট মুতাওয়াতির সূত্রে পৌঁছানোর মাধ্যমে, যা খবরসমূহ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরের। তাছাড়া সুন্নাত যেহেতু কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে ও ব্যাখ্যা করে, 'আম' হুকুমসমূহকে 'খাছ' এবং 'মুতলাক' বিধানসমূহকে 'মুকাইয়াদ' করে, সেহেতু সুন্নাহ ব্যতীত কুরআন বুঝা ও আমল করা সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ– 'আর তোমার নিকটে প্রেরণ করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যেন তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*।

সুতরাং নবী করীম (ছাঃ) তাঁর সুন্নাতের মাধ্যমে মানুষের জন্য নাযিলকৃত আল্লাহ্র বাণীকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এটা দ্বারা আবশ্যিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সুন্নাতকে হেফাযত করবেন এবং তা টিকে থাকার নিশ্চয়তা দিবেন। এর আলোকেই উছূলের নিম্নোক্ত সঠিক মূলনীতিটি প্রযোজ্য হবে, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 'যা ব্যতীত ওয়াজিব পূর্ণ হয় না, সেটিও ওয়াজিব'। বান্দাদের ওপর আল্লাহ্র হুজ্জত প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে কেবল তাঁর রিসালত ও শরী'আতকে হেফাযতের মাধ্যমে। এই হেফাযত সুসম্পন্ন হবে না সুন্নাতের হেফাযত ব্যতীত। সুতরাং এর মাধ্যমে সুন্নাতের হেফাযত আবশ্যক হয়ে যায় এবং সেটি কাম্যও বটে।

প্রিয় পাঠক ভাই! এই বিষয়গুলিই আমি ভূমিকাতে পেশ করতে চেয়েছি। এখন আমি আলোচনার লাগাম ছেড়ে দিচ্ছি আমাদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানীর হাতে। যাতে তিনি তাঁর সুমিষ্ট বর্ণনা ও জ্ঞানগর্ভ স্টাইলের মাধ্যমে আমাদের জন্য পেশ করেন। সুতরাং আমরা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে তাঁর কথাগুলি শ্রবণ করি এবং অন্তর ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে তাঁর আলোচনা পরখ করি। ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

[চলবে]

৯. *আল-ইহকাম ১/১০৯-১১০।*
১০. *সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী, পৃঃ ১০২; আহমাদ শাকির, আল-বা'ইছুল হাছীছ, পৃঃ ৯৫।*
১১. *আর-রাওযুল বাসিম ফিয যাবিব আন সুন্নাতে আবিল ক্বাসিম, পৃঃ ৩৩।*
১২. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৩।*

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।
-আহলেহাদীছ আন্দোলন

বিদ'আতে হাসানার উদাহরণ : একটি পর্যালোচনা

*ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঘ. হাদীছ লিখতে বারণ ও তার কারণ :

কোন কোন আলেম ছহীহ মুসলিমের একটি হাদীছকে পুঁজি করে প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীছ লিখতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং হাদীছ সংকলন করা বিদ'আত। হাদীছটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَكْتُبُوْا عَنِّىْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّىْ غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، 'তোমরা আমার থেকে লিখ না। যে ব্যক্তি আমার থেকে কুরআন ব্যতীত লিখেছে সে যেন তা মুছে ফেলে'।[১]

ইমাম নববী (রহঃ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, 'হাদীছ লেখার নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীছের উদ্দেশ্যের বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম মতবিরোধ করেছেন। কেউ বলেছেন, এই হাদীছটি তাদের উদ্দেশ্যে, যারা মুখস্থের উপর নির্ভর করেন এবং লিখলে লেখার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এমন আশঙ্কাবোধ করেন। নিম্ন বর্ণিত হাদীছসমূহ প্রমাণ বহন করে যে, যারা মুখস্থের উপর নির্ভরশীল হ'তে সক্ষম নন তাদের জন্য হাদীছ লিখে সংরক্ষণ করার অনুমতি রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আবু শাহকে লিখে দাও'। আলী (রাঃ)-এর ছহীফা সম্পর্কিত হাদীছ, আমর ইবনু হাযমের প্রতি প্রেরিত ছহীফা যাতে ফরয, সুন্নাত বিষয়সমূহ, রক্তপণ সম্পর্কিত বিধিবিধান বর্ণিত ছিল। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-এর প্রতি খলীফা আবু বকর (রাঃ)-এর পুস্তিকা যখন তাকে বাহরায়নের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন, যাতে ছাদাক্বা ও যাকাতের নিছাব সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা ছিল। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীছ যাতে তিনি বলেছেন, আমর ইবনুল 'আছ হাদীছ লিখতেন, আমি লিখতাম না এবং এছাড়াও অন্যান্য হাদীছসমূহ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, উল্লিখিত হাদীছসমূহ দ্বারা হাদীছ লিখার নিষেধাজ্ঞার হাদীছটি মানসূখ হয়ে গেছে। কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের যখন আশঙ্কা ছিল এ নিষেধাজ্ঞা সে সময়ের জন্য ছিল, যখন এ আশঙ্কা থেকে নিরাপদ লাভ করেছে, তখন লেখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, মূলতঃ এ নিষেধাজ্ঞা ছিল একই খাতায় বা বস্তুতে কুরআন ও হাদীছ উভয়টি লেখার বিষয়ে। যাতে সংমিশ্রণের আশঙ্কা ছিল এবং একটি ছহীফাতে উভয়টি লিখলে ক্বারী বা পাঠক তা একই বস্তু মনে করত। তবে এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত'।[২]

আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) লিখেছেন যে,

أَنَّ النَّهْيَ خَاصٌّ بِوَقْتِ نُزُوْلِ الْقُرْآنِ خَشْيَةَ الْتِبَاسِهِ بِغَيْرِهِ وَالْإِذْنَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ أَنَّ النَّهْيَ خَاصٌّ بِكِتَابَةِ غَيْرِ الْقُرْآنِ مَعَ الْقُرْآنِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ وَالْإِذْنَ فِي تَفْرِيقِهِمَا أَوِ النَّهْيَ مُتَقَدِّمٌ وَالْإِذْنَ نَاسِخٌ لَهُ عِنْدَ الْأَمْنِ مِنَ الْالْتِبَاسِ وَهُوَ أَقْرَبُهَا مَعَ أَنَّهُ لَا يُنَافِيهَا وَقِيلَ النَّهْيُ خَاصٌّ بِمَنْ خُشِيَ مِنْهُ الاتِّكَالُ عَلَى الْكِتَابَةِ دُوْنَ الْحِفْظِ وَالْإِذْنُ لِمَنْ أُمِنَ مِنْهُ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَعَلَّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ الصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ-

'হাদীছ লেখার নিষেধাজ্ঞাটি কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকালীন সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, এই আশঙ্কায় যাতে কুরআনের সাথে হাদীছের সংমিশ্রণ না ঘটে। এতদ্ব্যতীত অন্য সময়ের জন্য অনুমতি ছিল। অথবা নিষেধাজ্ঞাটি ছিল কুরআন ও হাদীছ একই বস্তুতে লেখার ক্ষেত্রে (কেননা এতে সংমিশ্রণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে), তবে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে লেখাতে কোন আপত্তি ছিল না। অথবা প্রথমে নিষেধ করা হয়েছিল, অতঃপর সংমিশ্রণের আশঙ্কা থেকে নিরাপত্তা লাভের পর লেখার অনুমতি দানের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞাকে রহিত করা হয়েছে। আমার দৃষ্টিতে প্রথম দুই অভিমতের চেয়ে এটিই সঠিকতার অধিক নিকটবর্তী। অথবা লেখার নিষেধাজ্ঞাটি শুধু সে সকল লোকের জন্য ছিল যাদের পক্ষে লেখার উপর নির্ভর করে হেফযকে ত্যাগ করার আশঙ্কা ছিল। আর অনুমতি সে সকল লোকের জন্য যাদের পক্ষে এরূপ আশঙ্কা ছিল না।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও অন্যান্য কতিপয় ইমামের মতে, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি মারফূ' হাদীছ নয় বরং মাওকূফ তথা তার নিজস্ব উক্তি'।[৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন উম্মতের রূহানী শিক্ষক। তাই তিনি স্থান, কাল, পাত্রভেদে অবস্থার পরিপেক্ষিতে একই বিষয়ে কখনও ইতিবাচক আবার কখনও নেতিবাচক নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন মুত'আহ বিবাহ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুত'আহ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন।[৪] কিন্তু খায়বরের যুদ্ধের দিন একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৫] অতঃপর মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশকালে সাময়িকের জন্য মুত'আহ বিবাহকে বৈধ ঘোষণা করেন।[৬] কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর ক্বিয়ামত অবধি মুত'আহ বিবাহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৭]

অনুরূপভাবে বিশেষ অবস্থার পরিপেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীছ লিখতে নিষেধ করেছিলেন এবং সেই বিশেষ অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় আবার তিনিই হাদীছ লিখতে অনুমতি দিয়েছেন, এমনকি নির্দেশও দিয়েছেন। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে প্রামাণ্য দলীলসহ আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং হাদীছ

---

* মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।

১. মুসলিম হা/৩০০৪ 'দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণহীনতা ও মর্মস্পর্শী বিষয়সমূহ' অধ্যায়।
২. নববী, শরহে ছহীহ মুসলিম ১৮/১২২পৃঃ।
৩. ফাতহুল বারী ১/২৫৩পৃঃ।
৪. বুখারী হা/৫১১৭, ৫১১৮; মুসলিম হা/১৪০৫।
৫. বুখারী হা/৪২১৬, ৫১১৫, ৫৫২৩, ৬৯৬১; মুসলিম হা/১৪০৭।
৬. মুসলিম হা/১৪০৬; ই.ফা ৩২৯০; ই.সে ৩২৮৮।
৭. মুসলিম হা/১৪০৬; ই.ফা ৩২৯৬; ই.সে ৩২৯৪।

সংকলন বিদ'আত বা বিদ'আতে হাসানাহ কোনটিই নয়। কেউ কেউ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ লেখার নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীছটিকে পুঁজি করে বলেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীছ লিখতে নিষেধ করেছেন, তারপরেও প্রয়োজনের তাকিদে হাদীছ সংকলন করা হয়েছে সেহেতু ইহা বিদ'আতে হাসানাহ। এ অভিমতটিও সঠিক নয়। কেননা হাদীছ লেখার নিষেধাজ্ঞাটি যদি মানসূখ নাও হয়ে থাকে তথাপিও হাদীছ সংকলন করাটা বিদ'আতে হাসানাহ বা সাইয়্যিয়াহ কোনটিই নয়। কেননা যে বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকে সেটা বিদ'আত হয় কিভাবে? মূলতঃ হাদীছ লেখার নিষেধাজ্ঞার হাদীছটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রাথমিক যুগের এবং লেখার অনুমতি সম্বলিত হাদীছগুলো তাঁর শেষ যামানার। যেমন আবু শাহ (রাঃ)-কে হাদীছ লিখে দেয়ার জন্য ছাহাবীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মক্কা বিজয়ের দিনে[৮] এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং হাদীছ লিখে দেয়ার ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন একেবারে তার অন্তিম শয্যায় অর্থাৎ মৃত্যুর মাত্র ৪দিন পূর্বে।[৯] সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, হাদীছ লেখার নিষেধাজ্ঞার হাদীছটি মানসূখ হয়ে গেছে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীছ লিখতে অনুমতি ও নির্দেশ দিয়েছেন।

চ. জামা'আতবদ্ধ তারাবীহ :

জামা'আতবদ্ধ তারাবীহ ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং নিজেই একে نعم البدعة هذه 'কতই না সুন্দর বিদ'আত এটি'[১০] বলে মন্তব্য করেছেন। সুতরাং জামা'আতবদ্ধ তারাবীহ বিদ'আতে হাসানাহ।

পর্যালোচনা : জামা'আতবদ্ধ তারাবীহ বিদ'আত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং জামা'আতবদ্ধভাবে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করেছেন। অতঃপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় জামা'আত পরিত্যাগ করেছেন।[১১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ফরয হওয়ার আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে যাওয়ায় ছাহাবীগণ মসজিদে খণ্ড খণ্ড জামা'আত সহকারে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করেন। ওমর (রাঃ) এ বিক্ষিপ্ত জামা'আত গুলোকে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করেছেন মাত্র। আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল ক্বারী বলেন,

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب رضى الله عنه لَيْلَةً فِى رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِد، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسه، وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بِصَلاَته الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّى أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ-

'আমি রামাযানের এক রাতে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সাথে মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখি যে, লোকেরা এলোমেলোভাবে জামা'আতে বিভক্ত। কেউ একাকী ছালাত আদায় করছে, আবার কোন ব্যক্তি ছালাত আদায় করছে এবং একতেদা করে একদল লোক ছালাত আদায় করছে। ওমর (রাঃ) বললেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন ক্বারীর (ইমামের) পিছনে জমা করে দেই, তবে তা উত্তম হবে। এরপর তিনি উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর পিছনে সকলকে জমা করে দিলেন'।[১২]

এখন থাকল, পুরো রামাযান মাস জামা'আতবদ্ধভাবে তারাবীহ ছালাত আদায়ের বিষয়টি। এটিও বিদ'আত নয়। কারণ এটি খুলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবীদের আমল। সুতরাং তা বিদ'আত নয়, বরং সুন্নাত।[১৩]

ছাহাবীগণ ছিলেন দ্বীন সংরক্ষণের অতন্দ্রপ্রহরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সাথে ছাহাবীগণকেও ইসলামী শারী'আতের মানদণ্ড হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, বনী ইসরাঈলগণ ৭২ দলে বিভক্ত ছিল। আর আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তারা সকলেই জাহান্নামী হবে। কেবল একটি দল ব্যতীত। ছাহাবীগণ বললেন, তারা কারা? তিনি বললেন, مَا أَنَا عَلَيْه وَأَصْحَابِيْ 'আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি, তারা'।[১৪]

সুতরাং ওমর (রাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সমস্ত ছাহাবীগণ কর্তৃক মেনে নেয়া আমল জামা'আতবদ্ধ তারাবীহ্কে বিদ'আত বলা দুঃসাহস বৈকি?

প্রশ্ন থেকে যায় যে, ওমর (রাঃ) কেন একে نعم البدعة هذه বলে মন্তব্য করলেন? এর জবাব হ'ল, আরবী ভাষায় শব্দসমূহ সর্বদা একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। স্থান-কাল-পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ওমর (রাঃ) এখানে البدعة শব্দটিকে শাব্দিক অর্থে ব্যবহার করেছেন, পারিভাষিক অর্থে নয়।[১৫]

ছ. ইসলামী গ্রন্থাবলী রচনা :

ইসলামী গ্রন্থাবলী রচনা করা বিদ'আত। এ দাবীও সঠিক নয়। কেননা এটি দ্বীন প্রচারের একটি মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَةً 'আমার পক্ষ হ'তে একটি বাক্য হ'লেও পৌঁছে দাও'।[১৬]

উক্ত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআন ও হাদীছের বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু পৌঁছানোর মাধ্যম তিনি বলেননি। বিধায় কুরআন-হাদীছের

৮. *বুখারী হা/১১২, ২৪৩৪; মুসলিম হা/১৩৫৫; আবু দাঊদ হা/২০১৭; ছহীহ তিরমিযী হা/২৬৬৭; ইবনু হিব্বান হা/৩৭১৫।*
৯. *বুখারী হা/৭৩৬৬; মুসলিম হা/১৬৩৭; মিশকাত হা/৫৯৬৬।*
১০. *বুখারী হা/২০১০; মুয়াত্তা হা/৩৭৮; মিশকাত হা/১২২৭।*
১১. *বুখারী হা/২০১২, ১১২৯; মুসলিম হা/১৭৮; মিশকাত হা/১২৯৫।*
১২. *বুখারী হা/২০১০; মুয়াত্তা হা/৩৭৮; মিশকাত হা/১২২৭।*
১৩. *আবু দাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মুসনাদে আহমাদ হা/১৬৬৯৪; মিশকাত হা/১৬৫, সনদ ছহীহ।*
১৪. *তিরমিযী হা/২৬৪১; ছহীহুল জামি' হা/৫৩৪৩; মিশকাত হা/১৭১।*
১৫. *ইকতিয়াউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ২/৯৫ পৃঃ; মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৩২৭; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ১৩।*
১৬. *বুখারী হা/৩৪৬১ 'নবীগণের হাদীছ' অধ্যায়; তিরমিযী হা/২৬৬৯।*

বাণী মানুষের নিকট পৌঁছানোর সকল পথ ও পন্থা অবারিত। অর্থাৎ ইলম শিক্ষাদান, বক্তব্য, উপদেশ, লেখনি, ইন্টারনেট, ফেইসবুকসহ প্রাচীন ও আধুনিক যে কোন পদ্ধতিতে কুরআন-হাদীছ প্রচার করলে তা সুন্নাত হিসাবে গণ্য হবে, এটা বিদ'আত নয়। আর গ্রন্থ রচনার মাধ্যম হ'ল কলম। যা আল্লাহ সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন।[১৭] অপরদিকে আল্লাহ সর্বপ্রথম নির্দেশ দিয়েছেন পড়ার জন্য। আর পড়ার মাধ্যম হিসাবে উল্লেখ করেছেন কলমকে *(আলাক্ব ১-৫)*।

আল্লাহ তা'আলা কলম ও লেখকের লেখার মর্যাদা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ 'কলমের ক্বসম আর লেখকেরা যা লেখে তার ক্বসম' *(কলম-১)*।

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কলম ও কলম দ্বারা লেখার বিষয়টি সৃষ্টির শুরু থেকে অদ্যাবধি চলে এসেছে। সুতরাং এতে নতুনত্বের কিছুই নেই বরং এটি সবচেয়ে প্রাচীন একটি বিষয়। সুতরাং ইসলামী গ্রন্থ রচনা করা বিদ'আত নয়।

জ. মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা :

মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করাকেও বিদ'আত দাবী করা চরম অজ্ঞতা ও মূর্খতার পরিচায়ক। কেননা উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি মহান আল্লাহর সর্বপ্রথম নির্দেশ اقـــرأ 'পড়'। কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াতসমূহ হ'ল- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَـــمْ يَعْلَـــمْ، 'পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড হ'তে। পড়, তোমার প্রতিপালক মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষাদান করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না' *(আলাক্ব ১-৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, قُـــلْ هَـــلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ- 'বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? *(যুমার-৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয'।[১৮]

তিনি আরো বলেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ به طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِىْ جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ-

'যে ব্যক্তি (কুরআন ও হাদীছের) 'ইলম সন্ধানের উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের পথসমূহের একটি পথে পৌঁছিয়ে দিবেন এবং ফেরেশতামণ্ডলী 'ইলম অনুসন্ধানকারীর সন্তুষ্টি এবং পথে তার আরামের জন্য তাদের পালক বা ডানা বিছিয়ে দেন। অতঃপর আলিমদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও দো'আ করতে থাকেন, এমনকি পানির মাছসমূহও (ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে)। আলিমদের মর্যাদা ইবাদাতকারীর চেয়ে অনেক বেশী। যেমন পূর্ণিমা চাঁদের মর্যাদা তারকারাজির উপর। আলিমগণ হচ্ছেন নবীগণের ওয়ারিছ। নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম (ধন-সম্পদ) উত্তরাধিকারী হিসাবে রেখে যান না। তাঁরা মীরাছ হিসাবে রেখে যান শুধুমাত্র ইলম। তাই যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে'।[১৯]

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহ ও হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা ফরয। তবে দ্বীনী ইলম কিভাবে বা কি পদ্ধতিতে অর্জন করবে সেটা একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। অর্থাৎ মাদরাসা, মক্তব, মসজিদ, শিক্ষক, গ্রন্থপাঠ, পত্রিকা-জার্নাল, ইসলামী জালসা, আধুনিককালে ইন্টারনেট, ফেইসবুক, ইউটিউবসহ যে কোন মাধ্যমে ইলম অর্জন করা যাবে।

আর মাদরাসা হ'ল দ্বীনী ইলম শিক্ষা প্রদান ও গ্রহণের একটি অন্যতম মাধ্যম। সুতরাং মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা বিদ'আত নয়। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে নির্দিষ্ট জায়গায় একত্রিত করে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দিতেন। যেমন, দারুল আরকাম ও মসজিদে নববী প্রভৃতি। মূলতঃ দারুল আরকামের বৃহত্তর পরিসর বা আধুনিকায়ন হ'ল মাদরাসা। যারা মাদরাসাকে বিদ'আতে হাসানাহ প্রমাণের অপপ্রয়াস চালাচ্ছে, তারাই বলে থাকে যে, মসজিদ আল্লাহর ঘর আর মাদরাসা নবীর ঘর। সুতরাং নবীর ঘর প্রতিষ্ঠা করা সুন্নাত না হয়ে বিদ'আতে হয় কিভাবে?

ঝ. পাকা মসজিদ নির্মাণ করা :

অনেকে পাকা মসজিদ নির্মাণ করাকে বিদ'আতে হাসানার উদাহরণ হিসাবে পেশ করে থাকে। এটা অজ্ঞতা ও ধর্মীয় জ্ঞানের দীনতা বৈকি? কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাকা মসজিদ নির্মাণ করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) মসজিদে নববী নির্মাণের ঘটনা বর্ণনায় বলেন,

كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَرَآهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُوْلُ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُوْنَهُ إِلَى النَّارِ. قَالَ يَقُوْلُ عَمَّارٌ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ-

১৭. *তিরমিযী হা/২১৫৫; ছহীহুল জামে' হা/২০১৭; মিশকাত হা/৯৪।*
১৮. *ইবনু মাজাহ হা/২২৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৯১৩, ৩৯১৪; মিশকাত হা/২১৮।*
১৯. *আবু দাঊদ হা/৩৬৪১; তিরমিযী হা/২৬৮২; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; ছহীহুত তারগীব হা/৭০; মিশকাত হা/২১২।*

'আমরা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর আম্মার (রাঃ) দু'টি করে কাঁচা ইট বহন করছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) তা দেখে তাঁর দেহ হ'তে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, আম্মারের জন্য আফসোস, বিদ্রোহী দল তাকে হত্যা করবে। সে তাদেরকে আহ্বান করবে জান্নাতের দিকে আর তারা তাকে আহ্বান করবে জাহান্নামের দিকে'।[২০] সুতরাং পাকা মসজিদ নির্মাণ করা বিদ'আত- এরূপ প্রচারণা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও চরম মিথ্যাচার।

মসজিদে নববী প্রথমে খেজুর গাছের গুঁড়ি ও তার পাতা দিয়ে নির্মাণ করা হয় এবং চার বছর পর এটি ইট দ্বারা নির্মিত হয়।[২১] এর দু'বাহুর স্তম্ভগুলো ছিল পাথরের, দেয়াল কাঁচা ইটের, মেঝে ছিল বালু সমেত ছোট ছোট কংকর বিছানো।[২২]

মসজিদে নববী নির্মাণ প্রসঙ্গে আনাস (রাঃ) বলেন,

فَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ، وَجَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ الصَّخْرَ، وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ، وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ-

'নবী করীম (ছাঃ)-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলা হ'ল, অতঃপর ভগ্নাবশেষ সমতল করে দেয়া হ'ল, খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হ'ল। অতঃপর মাসজিদের ক্বিবলায় সারিবদ্ধ করে রাখা হ'ল এবং তার দুই পাশে পাথর বসানো হ'ল। ছাহাবীগণ পাথর তুলতে তুলতে ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। আর নবী করীম (ছাঃ)ও তাঁদের সাথে ছিলেন। তিনি তখন বলছিলেন, 'হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণ ব্যতীত (প্রকৃত) আর কোন কল্যাণ নেই। তুমি আনছার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা কর'।[২৩]

উল্লিখিত হাদীছসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইট-পাথর দিয়ে মসজিদে নববী নির্মাণ করেছেন। সুতরাং পাকা মসজিদ নির্মাণ করা বিদ'আত নয়।

ঞ. জুম'আর ডাক আযান :

কেউ কেউ জুম'আর ডাক আযানকে বিদ'আতে হাসানার উদাহরণ হিসাবে পেশ করে থাকেন। তাদের দাবী যে, একে সকল মুসলমান সানন্দে গ্রহণ করেছেন। ভাবখানা এমন যে, জুম'আর ডাক আযানের এ বিদ'আত ব্যতীত শরী'আত অচল। সুতরাং বিদ'আতে হাসানাহ মানতে সকলেই বাধ্য।

এ দাবীর মাধ্যমেও দাবীদাররা অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। কেননা খুলাফায়ে রাশদীনের প্রবর্তিত আমল বিদ'আত হয় কিভাবে? অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের সুন্নাতও আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন।[২৪]

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, জুম'আর ডাক আযান প্রবর্তন করেছেন তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ)। জাবের বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন,

كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رضى الله عنهما فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رضى الله عنه وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ، قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ الزَّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ،

'নবী করীম (ছাঃ), আবূ বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর যুগে জুম'আর দিন ইমাম যখন মিম্বরের উপরে বসতেন, তখন আযান দেয়া হ'ত। পরে যখন ওছমান (রাঃ) খলীফা হ'লেন এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি 'যাওরাহ' হ'তে তৃতীয় আযান বৃদ্ধি করেন। আবূ আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (রহঃ) বলেন, 'যাওরাহ' হ'ল মদীনার অদূরে একটি বাযার'।[২৫]

বর্তমান সমাজে এ আযান যেভাবে দেয়া হয় তা প্রকারান্তরে বিদ'আতেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। কেননা ওছমান (রাঃ) মসজিদে দু'বার আযান প্রবর্তন করেননি। বরং মসজিদে নববী থেকে বেশ দূরে 'যাওরা' নামক বাযারে কর্মব্যস্ত মানুষকে জুম'আর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এ আযান চালু করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে সে আযানকে মসজিদে দেওয়া হচ্ছে। এখনও যদি এমন বাজার থাকে যেখানে জামে মসজিদ নেই, সেখানে এ ডাক আযান দিলে সেটি ওছমান (রাঃ) প্রবর্তিত সুন্নাতী ডাক আযান হিসাবে গণ্য হবে।[২৬]

পরিশেষে বলব, যার দৃষ্টান্ত রাসূলের যুগে ও ছাবায়ে কেরামের আমলে রয়েছে, তা বিদ'আত নয়। আবার তাকে বিদ'আতে হাসানাহ দাবী করে নিজেদের আচরিত সুন্নাত বিরোধী আমলকে যায়েজ করার অযুহাত খাড়া করার চেষ্টা করার ফল ইহ ও পরকারে শুভ হবে না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুন্নাতের উপরে অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

২০. বুখারী হা/৪৪৭ 'ছালাত' অধ্যায়, 'মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা' অনুচ্ছেদ; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭০৭৯ ।
২১. ফৎহুল বারী হা/৩৯০৬ ও ৩৫৩৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
২২. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২৬০।
২৩. বুখারী হা/৪২৮ 'ছালাত' অধ্যায়; নাসাঈ হা/৭০১; আবূ দাঊদ হা/৪৫৩।
২৪. আবু দাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ (ইন্ডিয়ান ছাপা) পৃঃ ৫; মিশকাত হা/১৬৫, সনদ ছহীহ।
২৫. বুখারী হা/৯১২; 'জুম'আহ' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৪০৪।
২৬. বুখারী হা/৯১২; তিরমিযী হা/৫১৬; ইবনু মাজাহ হা/১১৩৫; মিশকাত হা/১৪০৪।

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

Contents

সফরের আদব

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সফর থেকে ফেরার পথে কিছু আদব

১. সফরের কাজ শেষ হ'লে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পরিবারের কাছে ফিরে আসা :

সফর হ'ল কষ্টের স্থান। যেখানে খাবারের কষ্ট, থাকার কষ্ট, বিশ্রামের কষ্ট সর্বোপরি পরিবার থেকে দূরে থাকার কষ্ট রয়েছে। তাই সফরের কাজ শেষ হ'লে তাড়াতাড়ি ফিরে আসা উত্তম। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, السَّفْرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ، 'সফর আযাবের অংশ বিশেষ। তা তোমাদের যথাসময়ে পানাহার ও নিদ্রায় ব্যঘাত ঘটায়। কাজেই সকলেই যেন নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অবিলম্বে আপনজনের কাছে ফিরে যায়'।[১]

২. বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে তাদেরকে অবহিত করা :

দীর্ঘ সফর থেকে ফিরে রাত্রে বাড়ীতে প্রবেশ করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি নিজেও রাত্রে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন না। আনাস (রাঃ) বলেন, كَانَ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ، لاَ يَدْخُلُ إِلاَّ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً. 'নবী করীম (ছাঃ) রাত্রে কখনো পরিবারের নিকটে প্রবেশ করতেন না। তিনি প্রভাতে কিংবা বিকাল ছাড়া পরিবারের নিকট প্রবেশ করতেন না'।[২] জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً 'তোমাদের কেউ দীর্ঘদিন প্রবাসে কাটিয়ে রাতে আকস্মিকভাবে যেন তার ঘরে প্রবেশ না করে'।[৩] এর কারণ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, যাতে করে কোন কিছু তাকে স্বীয় পরিবার সম্পর্কে সন্দিহান করে না তোলে অথবা তাদের অপ্রীতিকর কিছু চোখে না পড়ে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যাতে সহধর্মিণীগণ অবিন্যস্ত চুল বিন্যস্ত করতে পারে এবং গুপ্তাঙ্গের লোম পরিস্কার করার অবকাশ পায়।[৪]

জাবীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقًا– 'যখন কোন ব্যক্তি দীর্ঘ সফরের পর বাড়ী ফিরে তখন রাতে অপ্রত্যাশিত আগন্তুকের ন্যায় পরিবারের নিকট উপস্থিত হ'তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন'।[৫]

৩. বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে মসজিদে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা :

কা'ব বিন মালিক (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ. 'নবী করীম (ছাঃ) সফর হ'তে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত আদায় করতেন'।[৬]

৪. সফরকারী কর্তৃক তাকে অভ্যর্থনাকারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন :

সফরকারীকে অভ্যর্থনার জন্য আগত ব্যক্তিকে সম্মান করবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ– 'নবী করীম (ছাঃ) মক্কায় এলে আব্দুল মুত্তালিব গোত্রীয় কয়েকজন তরুণ তাঁকে স্বাগত জানায়। তিনি একজনকে তাঁর সাওয়ারীর সামনে ও অন্যজনকে পিছনে তুলে নেন'।[৭] আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কোন সফর থেকে ফিরে আসলে তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য আমাদের (ছোটদের) নিয়ে যাওয়া হ'ত। আমাদের মধ্যে যে সবার আগে তাঁর নিকট পৌঁছত, তিনি তাকে তাঁর বাহনের সামনে বসাতেন। একদা আমাকে সবার আগে পেয়ে তিনি তাঁর বাহনের সামনের আসনে বসালেন, অতঃপর হাসান বা হুসাইন (রাঃ)-কে পৌঁছানো হ'ল। তিনি তাকে পিছনের আসনে বসালেন। আর আমরা অরোহী অবস্থায় মদীনায় প্রবেশ করলাম'।[৮]

৫. আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য কিছু নিয়ে আসা :

সফর থেকে ফেরার পথে সফরকারী ব্যক্তি বাড়িতে অবস্থানকারী পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য কিছু হাদিয়া নিয়ে আসবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা পরস্পর হাদিয়া দাও, তোমাদের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে'।[৯] এছাড়া বাড়ীতে এসে সামর্থ্য অনুযায়ী খাবারের ব্যবস্থা করবে। জাবের (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَحَرَ جَزُوْرًا أَوْ بَقَرَةً، 'নবী করীম (ছাঃ) (তাবূক সফর হ'তে) মদীনায় ফিরে এসে একটি উট অথবা গরু যবেহ করলেন'।[১০]

---

* তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া), দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

১. বুখারী হা/১৮০৪, ৩০০১,৫৪২৯; ইবনু মাজাহ হা/২৮৮২।
২. বুখারী হা/১৮০০; মুসলিম হা/১৯২৮।
৩. বুখারী হা/৫২৪৪; আহমাদ হা/১৫২৬৫।
৪. বুখারী হা/৫২৪৭; মুসলিম হা/৪৮৫৮, ই.ফা হা/৪৮১১।
৫. মুসলিম হা/৪৮৬১, ই.ফা হা/৪৮১৪।
৬. বুখারী হা/৪৪৩; 'ছালাত' অধ্যায় 'সফর হ'তে ফিরে আসার পর ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ।
৭. বুখারী হা/১৭৯৮।
৮. মুসলিম হা/২৪২৮; আবু দাউদ হা/২৫৬৬; ইবনে মাজাহ হা/৩৭৭৩।
৯. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা ৬/১৬৯; শু'আবুল ঈমান হা/৮৯৭৬; আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪; ইরওয়াউল গালীল হা/১৬০১।
১০. বুখারী হা/ ৩০৮৯; আবু দাউদ হা/৩৭৪৭।

৬. প্রত্যাবর্তনকালে দো'আ পাঠ করা :

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সফর থেকে ফিরে এসে সফরের দো'আটি পড়তেন। সাথে সাথে নিম্নের দো'আটিও যুক্ত করতেন,– آيِبُوْنَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ–

উচ্চারণ: আ-য়িবূনা তা-য়িবূনা 'আ-বিদূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূন' অর্থ- 'আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের মহান রবের প্রশংসকারী রূপে'।[১১]

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন যুদ্ধ, হজ্জ বা 'ওমরাহ হ'তে ফিরে আসতেন, তখন প্রতিটি উঁচু স্থানে তিনবার করে তাকবীর দিতেন। অতঃপর বলতেন,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ–

উচ্চারণ: লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়াহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, আ-য়িবূনা তা-য়িবূনা 'আ-বিদূনা 'সাজিদূনা লিরব্বিনা হামিদূনা, ছাদাক্বাল্লাহু ওয়া'দাহু ওয়া নাছারা 'আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহ্দাহু'। **অর্থ-** 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, তাঁরই প্রশংসা। তিনি সব জিনিসের উপরই ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তন করছি তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী এবং আমাদের রবের প্রশংসাকারী রূপে। আল্লাহ তাঁর ওয়াদাকে সত্যে রূপান্তরিত করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রুর সমন্বিত শক্তিকে পরাজিত করেছেন'।[১২]

৭. ঘরে প্রবেশের সময় দো'আ পাঠ করা :

গৃহে প্রবেশের সময় দো'আ পাঠ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ.

'যখন কোন ব্যক্তি তার গৃহে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে ও খাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে (বিসমিল্লাহ বলে), তখন শয়তান (তার অনুসারীদেরকে) বলে, এই ঘরে তোমাদের জন্য রাত্রি যাপনের কোন সুযোগ নেই এবং খাদ্যও নেই। আর যখন সে আল্লাহ্র নাম উল্লেখ না করে (বিসমিল্লাহ না বলে) প্রবেশ করে তখন শয়তান বলে, তোমরা রাত্রি যাপনের সুযোগ পেলে। আর যখন খাদ্য গ্রহণকালে আল্লাহ্র নাম উল্লেখ না করে (বিসমিল্লাহ না বলে), তখন শয়তান বলে, তোমরা রাত্রি যাপন ও খাদ্য গ্রহণ উভয়টির সুযোগ পেলে'।[১৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন কেউ নিজ ঘরে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বলে,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا–

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাল মাওলিজি ওয়া খায়রাল মাখরাজি, বিসমিল্লা-হি ওয়ালাজনা ওয়া আলাল্লা-হি রাব্বিনা তাওয়াক্কালনা। অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আগমন ও নির্গমনের মঙ্গল চাই। আল্লাহ্র নামেই আমরা প্রবেশ করি ও বের হই। আমাদের প্রভু আল্লাহ্র উপর ভরসা করলাম'।[১৪] অতঃপর সে তার পরিবারের লোকদের সালাম দিবে।

উল্লেখ্য যে, শুধু সফর থেকে ফেরার পর নয় বরং দিবে সময় ঘরে প্রবেশকালে এ দো'আ পাঠ করবে।

সফর বা ভ্রমণের ক্ষেত্রে সর্তকতা :

সফরের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে।

১. মাহরাম ছাড়া মহিলাদের একাকী সফর না করা :

আজকাল মহিলারা মাহরাম ছাড়া একাকী সফর করছেন, ফলে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ 'মহিলারা মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যতীত সফর করবে না। মাহরাম ব্যতীত কোন পুরুষ কোন মহিলার নিকট গমন করতে পারবে না'।[১৫] মহিলাগণ মাহরাম ছাড়া একাকী ভ্রমণের কারণে শরী'আতের বিভিন্ন বিধান লংঘিত হয়। যেমন নারী-পুরুষ একাকী হওয়া। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لايخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما 'কোন স্ত্রীলোকের সাথে কোন পুরুষ একাকী থাকলে সেখানে তৃতীয় জন থাকে শয়তান'।[১৬]

২. বেপর্দা হয়ে ভ্রমণ না করা :

অনেকে বেপর্দা অবস্থায় সফরে গমন করে। বিশেষ করে মুসলিম মহিলা কোন কোন সফরের সময় বিধর্মী মহিলাদের সাথে তাল মিলানোর জন্য বেপর্দা হয়ে যায়। যা ফরয তরক

---

১১. *মুসলিম হা/১৩৪২; আবু দাউদ হা/২৫৯৯; আহমাদ হা/৬৩৭৪; ইবনু হিব্বান হা/২৬৯৬; মিশকাত হা/২৪২০।*
১২. *বুখারী ১৭৯৭, ৬৩৮৫; মুসলিম হা/১৩৪৪; আবু দাউদ হা/২৭৭০।*
১৩. *মুসলিম হা/২০১৮ 'খাদ্য' অধ্যায়; মিশকাত হা/৪১৬১।*
১৪. *আবু দাউদ হা/৫০৯৬; ছহীহাহ হা/২২৫; মিশকাত হা/২৪৪৪।*
১৫. *বুখারী হা/১৮৬২; মুসলিম হা/১৩৪১ 'হজ্জ অধ্যায়'।*
১৬. *তিরমিযি হা/১১৭১; আহমাদ হা/১১৪।*

এবং ইসলাম বিরোধী কাজ *(নূর ২৪/৩১)*। এমনকি গায়ের মাহরাম থেকে কিছু চাইতে হ'লেও পর্দার ভিতর থেকে চাইতে বলা হয়েছে *(আহযাব ৩৩/৫৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ 'মহিলারা হচ্ছে আবরণীয় বস্তু। সে বাইরে বের হ'লে শয়তান তাকে বেপর্দা হ'তে প্ররোচিত করে'।[১৭]

৩. অপচয় না করা :

বর্তমানে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় সফর উপলক্ষে ব্যাপক অপচয় হয়ে থাকে। যা করা কোন মুসলমানের পক্ষে উচিত নয়। কারণ আল্লাহ অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলেছেন *(ইসরা ১৭/২৭)*।

৪. আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানে সফর না করা :

গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির এলাকায় যথাসম্ভব প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। একান্ত প্রবেশ করতে হ'লে কান্নারত অবস্থায় প্রবেশ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ تَدْخُلُوْا عَلَى هَؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوْا بَاكِيْنَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوْا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ، لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

'গযবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের এলাকায় ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতীত প্রবেশ করবে না। কান্না না আসলে প্রবেশ করো না, যেন তাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল তা তোমাদের প্রতি আপতিত না হয়'।[১৮]

৫. ছওয়াবের উদ্দেশ্যে তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফর না করা :

ছওয়াবের উদ্দেশ্যে কেবল তিনটি মসজিদে সফর করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَمَسْجِدِ الأَقْصَى 'মসজিদুল হারাম, মসজিদুর রাসূল (মসজিদে নববী) এবং মসজিদুল আকসা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না'।[১৯]

সফরের কারণে যে সকল হুকুমের পরিবর্তন হয় :

সফরের কারণে ইসলামী শরী'আতে কিছু বিধান পরিবর্তন হয়। যেমন-

১. ছালাত ক্বছর করা :

'ক্বছর' আরবী শব্দ। এর অর্থ-সংক্ষিপ্ত করা, কমানো ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাত দু'রাক'আত করে পড়াকে ক্বছর বলে। অর্থাৎ যোহর, আছর ও এশার ছালাত ৪ রাক'আতের পরিবর্তে ২ রাক'আত আদায় করা। ফজর ও মাগরিবের ছালাতে কছর নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيناً-

'যখন তোমরা সফর কর, তখন তোমাদের ছালাতে ক্বছর করায় কোন দোষ নেই। যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে। নিশ্চয়ই কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(নিসা/১০১)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,

صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ- رضى الله عنهم

'আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম, তিনি সফরে দু'রাক'আতের অধিক ছালাত আদায় করতেন না। আবূ বকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এরও এই রীতি ছিল।[২০] আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবী করীম (ছাঃ)-এর যবানীতে মুক্বীম অবস্থায় চার রাক'আত, সফরকালে দু'রাক'আত এবং ভয়ের সময় এক রাক'আত ছালাত ফরয করেছেন'।[২১]

২. দুই ওয়াক্ত ছালাত জমা করা :

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ 'নবী করীম (ছাঃ) সফরকালে মাগরিব ও এশার ছালাত একত্রে আদায় করতেন'।[২২] ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে অন্য বর্ণনায় এসেছে, সফরে দ্রুত চলার সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যোহর ও আছরের ছালাত একত্রে আদায় করতেন আর মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করতেন'।[২৩]

আদায়ের ক্ষেত্রে সুবিধা অনুযায়ী আছরকে যোহরের সাথে অথবা যোহরকে আছরের সাথে আদায় করা যাবে। অনুরূপভাবে মাগরিবকে এশার সাথে অথবা এশাকে মাগরিবের সাথে আদায় করবে'।[২৪] মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) তাবূকের যুদ্ধ চলাকালে যোহরের সময় সূর্য ঢলে গেলে যোহর ও আছরের ছালাত দেরী করতেন এবং আছরের ছালাতের জন্য মনযিলে নামতেন (যোহর ও আছরের ছালাত এক সাথে আদায় করতেন)। মাগরিবের ছালাতের সময়ও তিনি এরূপ করতেন। সূর্য তাঁর ফিরে আসার আগে ডুবে গেলে তিনি মাগরিব ও এশার ছালাত একত্রে আদায় করতেন। আর

১৭. *তিরমিজি হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯।*
১৮. *বুখারী হা/৪৩৩, ৪৭০২; মুসলিম হা/২৯৮০; আহমাদ হা/৫২৫।*
১৯. *বুখারী হা/১১৮৯; আবু দাউদ হা/২০৩৩।*
২০. *বুখারী হা/১১০২।*
২১. *মুসলিম হা/৬৮৭; নাসাঈ হা/১৫৩২; আহমাদ হা/২২৯৩; মিশকাত হা/১৩৪৯।*
২২. *বুখারী হা/১১০৮, ১১১০।*
২৩. *বুখারী হা/১১০৭; বুলুগুল মারাম হা/৪৩৯; মিশকাত হা/১৩৩৯।*
২৪. *বুখারী হা/১১০৯, ১১১১, ১১১২; মুসলিম হা/৭০৪; নাসাঈ হা/৫৮৬,৫৮৭, ৫৮৯; আহামাদ হা/১৩৮০১।*

সূর্যাস্ত যাওয়ার আগে চলে এলে তিনি মাগরিবের ছালাত দেরী করতেন। এশার ছালাতের জন্য নামতেন, তখন দু'ছালাতকে একত্রে আদায় করতেন।[২৫]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, জমা করে ছালাত আদায় কখনো প্রথম ওয়াক্তে সাথে হ'তে পারে। যেমন আরাফার দিনের ছালাত (যেখানে আছরের ছালাতকে যোহরের ওয়াক্তে যোহরের পরে আদায় করা হয়)। আবার কখনো দ্বিতীয় ওয়াক্তের সাথে হ'তে পারে। যেমন মুযদালিফার ছালাত (যেখানে মাগরিবের ছালাতকে বিলম্ব করে এশার ছালাতের সময় আদায় করা হয়)। কখনো দুই ওয়াক্তের মাঝখানেও আদায় করা যায়। এসব পদ্ধতিই জায়েয।[২৬]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, কেউ যদি সূর্য হেলে যাওয়ার আগে সফর শুরু করে তাহ'লে যোহরকে দেরী করে আছরের সময় আদায় করবে। আর সূর্য হেলে যাওয়ার পরে সফর শুরু করলে যোহরের সময় আছরকে এগিয়ে যোহরের সাথে আদায় করবে। অনুরূপভাবে মাগরিব ও এশা ছালাত আদায় করবে।[২৭]

দুই ওয়াক্ত ছালাত জমা করা শুধু সফরের জন্য খাছ নয়। বিভিন্ন কারণে মুকীম অবস্থায় একত্রে ক্বছর ছাড়া জমা করা।[২৮] যেমন বৃষ্টি বর্ষণের কারণে।[২৯] নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি বৃষ্টির সময় দুই ওয়াক্ত ছালাত জমা করতেন,[৩০] শীতের অন্ধকার রাতে প্রচণ্ড বাতাস থাকলে,[৩১] অসুস্থের কারণে বা বিভিন্ন অসুবিধার কারণে। যেমন- যার অনবরত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাবের সমস্যা বা মযীমুত্রের রোগী, মহিলাদের মুস্তাহাযার সমস্যা, যে পবিত্রতা অর্জনে অক্ষম, যে নিজের উপর, সম্পদের উপর বা ইয্যতের বিষয়ে ভয় করে, কর্মব্যস্ত ভাই-বোনেরা মাঝে-মধ্যে বিশেষ কারণবশত ছালাত জমা করতে পারেন।[৩২]

৩. সুন্নাত ছালাত ছেড়ে দেওয়া :

সফর অবস্থায় ফরয ছালাতে ক্বছর করা ও ফরযের আগের ও পরের সুন্নাত ছালাত আদায় না করা।[৩৩] ওমর (রাঃ) বলেন, صَحِبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ– 'আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে থেকেছি, সফরে তাঁকে নফল ছালাত আদায় করতে দেখিনি। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ৩৩/২১)*।[৩৪] আবূ বকর (রাঃ) ও ওছমান (রাঃ)-এরও এ রীতি ছিল।[৩৫] তবে রাসূল (ছাঃ) বিতর ও ফজর ছালাতের দু'রাক'আত সুন্নাত মুকীম ও মুসাফির উভয় অবস্থাই আদায় করতেন।[৩৬] আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর ফজরের সুন্নাত সম্পর্কে বলেন, وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا– 'এ দু'রাক'আত তিনি কখনো পরিত্যাগ করতেন না'।[৩৭] ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِه، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِه، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِه 'নবী করীম (ছাঃ) সফরে ফরয ছালাত ব্যতীত তাঁর সওয়ারী হ'তেই ইঙ্গিতে রাতের ছালাত আদায় করতেন সওয়ারী যে দিকেই ফিরুক না কেন। আর তিনি বাহনের উপরেই বিতর আদায় করতেন'।[৩৮]

তবে সাধারণ নফল ছালাতগুলোর ক্ষেত্রে মুক্বীম ও মুসাফিরের জন্য একই হুকুম। যেমন- তাহিয়াতুল মসজিদ, তাহিয়াতুল ওযূ ছালাত, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের ছালাত, কাবা ঘর তাওয়াফের পর ছালাত, ছালাতুয যোহা ইত্যাদি।

৪. তিন দিবা-রাত্রি দু'মোযার উপর মাসাহ করা :

শুরাইহ ইবনু হানী (রহঃ) বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে আসলাম মোযার উপর মাসাহ করার মাসআলাহ জিজ্ঞেস করতে। তিনি বললেন, আবূ তালিবের পুত্র (আলী (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে এ মাসআলা জিজ্ঞেস কর। কারণ সে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সফর করত। অতঃপর আমরা তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ– 'রাসূল (ছাঃ) সফরকারীর জন্য তিন দিন তিন রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং মুক্বীম বা বাড়ীতে অবস্থানকারীদের জন্য এক দিন এক রাত।[৩৯]

৫. ফরয ছিয়াম না রাখার সুযোগ :

সফরে ফরয ছিয়াম ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا

---

২৫. *আবূ দাউদ হা/১২০৮; তিরমিযী হা/৫৫৩; ইরওয়া হা/৫৭৮; মিশকাত হা/১৩৪৪।*
২৬. *মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/৫৬ পৃঃ।*
২৭. *যাদুল মা'আদ ১/৪৫৯-৪৬০।*
২৮. *আবু দাউদ হা/১২১০, ১২১১, ১২১৪; নাসাঈ হা/৬০২; তিরমিযী হা/১৮৭।*
২৯. *বুখারী হা/৫৪৩, ৫৬২, ১১৭৪।*
৩০. *ইরওয়াউল গালীল ৩/৪০ পৃঃ।*
৩১. *মুগনী ৩/১৩৪ পৃঃ।*
৩২. *ফিকহুস সুন্নাহ ১/২২০; নায়লুল আওত্বার ৪/১৩৬-৪০।*
৩৩. *যাদুল মা'আদ ১/৪৫৬।*
৩৪. *বুখারী হা/১১০১।*
৩৫. *বুখারী হা/১১০২; আবু দাউদ হা/১২২৩; মুসলিম হা/৬৮৯।*
৩৬. *যাদুল মা'আদ ১/৪৫৬।*
৩৭. *বুখারী হা/১১৫৯।*
৩৮. *বুখারী হা/১০০০।*
৩৯. *মুসলিম হা/৫২৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায় 'মোযার উপর মাসাহ করার সময়সীমা' অনুচ্ছেদ, ই.ফা হা/৫৩০; ই.সে হা/৫৪৬।*

فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

'অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পীড়িত হবে অথবা সফরে থাকবে, সে যেন এটি অন্য সময় পালন করে নেয়। আর যাদের জন্য এটি খুব কষ্টকর হবে, তারা যেন এর পরিবর্তে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য দান করে। যদি কেউ স্বেচ্ছায় বেশী দেয়, তবে সেটা তার জন্য উত্তম হবে। আর যদি তোমরা ছিয়াম রাখ, তবে সেটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝ' *(বাকারাহ ২/১৮৪)*।

আবু ইসমাঈল আস-সাকসাকী থেকে বর্ণিত আবূ বুরাদাহকে বলতে শুনেছি, তিনি ও ইয়াযীদ বিন আবূ কাবশা (রাঃ) সফরে ছিলেন। আর ইয়াযীদ (রাঃ) মুসাফির অবস্থায় ছিয়াম রাখতেন। আবু বুরাদাহ (রাঃ) তাঁকে বললেন, আমি আবূ মূসা (আশ'আরী) (রাঃ)-কে একাধিকবার বলতে শুনেছি যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا- 'যখন বান্দা পীড়িত হয় কিংবা সফরে থাকে, তখন তাঁর জন্য তা-ই লেখা হয়, যা সে সুস্থ অবস্থায় আমল করত'।[৪০] সফররত অবস্থায় ছিয়াম না রাখা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সফরে যেতেন। তাদের কেউ ছিয়াম রাখতেন আবার কেউ রাখতেন না। উভয় দলের কেউ পরস্পরের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠাতেন না।[৪১]

৬. বাহনের উপর ছালাত আদায় করা :

সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিষয় হ'ল- বাহনে ছালাত আদায় করার সুযোগ। এ অবস্থায় ইশারায় রুকূ' ও সিজদা করবে। রুকূ থেকে সিজদায় মাথা একটু বেশী ঝুকাবে।[৪২] চাই সেটা বিমানে হোক, গাড়ীতে হোক, নৌকা-জাহাযে হোক বা কোন সাওয়ারীর উপরে হোক না কেন। ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِه، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِه، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِه-

'নবী করীম (ছাঃ) সফরে ফরয ছালাত ব্যতীত তাঁর সওয়ারীতেই ইশারায় রাতের ছালাত আদায় করতেন সওয়ারী যে দিকেই ফিরুক না কেন। আর তিনি বাহনের উপরেই বিতর আদায় করতেন'।[৪৩] অন্য বর্ণনায় আছে, ইবনু ওমর (রাঃ) এই আয়াত পাঠ করলেন, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ তা'আলারই। অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহ্র চেহারা' *(বাক্বারা ১/১১৫)*। ইবনু ওমর বলেন, এ প্রসঙ্গেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৪৪]

তবে তাকবীরে তাহরীমার সময় ক্বিবলামুখী হওয়া মুস্তাহাব। আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সফরে নফল ছালাত আদায়ের ইচ্ছা করলে স্বীয় উষ্ট্রীকে কিবলামুখী করে নিয়ে তাকবীর বলতেন। অতঃপর সাওয়ারীর মুখ যেদিকেই হ'ত সেদিকে ফিরেই ছালাত আদায় করতেন।[৪৫]

ফরয ছালাত আদায়ের জন্য ক্বিবলামুখী হওয়া শর্ত। জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِه حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ 'নবী করীম (ছাঃ) নিজের সওয়ারীর উপর (নফল) ছালাত আদায় করতেন- সওয়ারী তাঁকে নিয়ে যেদিকেই মুখ করত না কেন। কিন্তু যখন ফরয ছালাত আদায়ের ইচ্ছা করতেন, তখন নেমে পড়তেন এবং ক্বিবলামুখী হ'তেন'।[৪৬] জাবির (রাঃ) বলেন,

بَعَثَنِيْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ حَاجَةٍ قَالَ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ،

'রাসূল (ছাঃ) আমাকে কোন কাজে পাঠালেন। আমি ফিরে এসে দেখি তিনি সাওয়ারীর উপর পূর্ব দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করছেন এবং তাঁর রুকূর চেয়ে সিজদাতে (মাথা) অধিক নত ছিল'।[৪৭]

৭. জুম'আর ছালাত আদায়ে বাধ্যবাধকতা না থাকা :

মুসাফিরের জন্য জুম'আর ছালাত আদায় করা যরূরী নয়। ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন যে, যদি জুম'আর দিন না হ'ত তাহ'লে সফরের জন্য বের হ'তাম। তখন ওমর (রাঃ) বলেন, اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر 'তুমি সফরের জন্য বের হও। কেনান জুম'আ তোমাকে সফর থেকে বিরত রাখতে পারে না।[৪৮] ছাহাবী আবু ওবায়দা (রাঃ) জুম'আর দিন জুম'আর ছালাতের অপেক্ষা না করেই সফরে বের হয়ে যান।[৪৯] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, ليس على مسافر جمعة 'মুসাফিরের জন্য জুম'আ ওয়াজিব নয়'।[৫০]

পরিশেষে বলা যায় যে, মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে দেশ-বিদেশে সফর করে থাকে। সফরের আদবগুলি পালন করলে এ সফর তার জন্য ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের অসীলা হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সফর অবস্থায় উল্লিখিত আদবগুলি মেনে চলার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৪০. বুখারী হা/২৯৯৬।
৪১. বুখারী হা/১৯৪৭; মুসলিম হা/১১১৬; মিশকাত হা/২০২০।
৪২. যাদুল মা'আদ ১/৪৫৮।
৪৩. বুখারী হা/১০০০; মুসলিম হা/৭০০; মিশকাত হা/১৩৪০।
৪৪. জামে আত-তিরমিযী হা/২৯৫৮।
৪৫. আবু দাউদ হা/১২২৮।
৪৬. বুখারী হা/৪০০, ১০৯৪, ১০৯৯, ৪১৪০।
৪৭. আবূ দাউদ হা/১২২৭; তিরমিযী হা/৩৫১।
৪৮. ফিকহুস সুন্নাহ ১/২১৭।
৪৯. ফিকহুস সুন্নাহ ১/২১৭।
৫০. তাবরানী, আল-আওসাত্ব হা/৮২২; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৪৭১; ছহীহুল জামে' হা/৫৪০৫।

আহলেহাদীছ জামা‘আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা

*মূল (উর্দূ) : মাওলানা আবু যায়েদ যমীর**
*অনুবাদ : তানযীলুর রহমান***

(৫ম কিস্তি)

ভুল ধারণা-৬ :

আহলেহাদীছরা আলেমদেরকে মানে না :

তাক্বলীদে শাখছী থেকে আহলেহাদীছদের দূরে থাকাকে অনেকে আলেমদের প্রতি অসন্তুষ্টির সমার্থবোধক বানিয়ে দেন। তারা এটা মনে করেন যে, আহলেহাদীছরা যেখানে চার ইমামেরই তাক্বলীদ করে না সেখানে অন্য আলেমদের কিভাবে মানতে পারে? অথচ এটা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। আহলেহাদীছরা কোন আলেমের ব্যক্তিত্ব বা তার কথাকে নবী করীম (ছাঃ)-এর ন্যায় অনুসরণ করা আবশ্যক মনে করেন না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আলেমদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। দ্বীনের মাসআলা-মাসায়েল বুঝতে আলেমদের নিকট থেকে উপকৃত হওয়া এবং তাঁদের দিকনির্দেশনা গ্রহণ করাকে তারা যরূরী মনে করেন।

(১) আহলেহাদীছরা জানা না থাকার ক্ষেত্রে আলেমদের খেদমত থেকে উপকার লাভ করে থাকেন : স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা জানা না থাকলে আলেমদের নিকট থেকে উপকৃত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ، ‘যদি তোমাদের জানা না থাকে তাহ’লে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর’ *(নাহল ১৬/৪৩; আম্বিয়া ২১/৭)*। এ আয়াত থেকে বিদ্বানগণ এ কথার দলীল গ্রহণ করে থাকেন যে, যার জানা নেই সে যেন জ্ঞানী ব্যক্তির দারস্থ হয় এবং তার নিকট থেকে জেনে স্বীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করে।

(২) দুনিয়া থেকে আলেমদের উঠিয়ে নেওয়া মানুষদের গোমরাহীর এক বড় কারণ :

আলেমদের জীবিত থাকা উম্মতের জন্য গোমরাহী থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যম। অপরপক্ষে আলেমদের শূন্যতা ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের কারণ। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكُمُوْهُ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُوْنَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُضِلُّوْنَ وَيَضِلُّوْنَ، ‘আল্লাহ তোমাদেরকে যে ইলম দান করেছেন তা হঠাৎ ছিনিয়ে নেবেন না। বরং আলেমদেরকে তাদের ইলমসহ ক্রমশঃ তুলে নেয়ার মাধ্যমে তা ছিনিয়ে নেবেন। তখন কেবল মূর্খ লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। তাদের কাছে ফৎওয়া চাওয়া হ’লে তারা মনগড়া ফৎওয়া দেবে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে’।[১]

এ হাদীছের ভিত্তিতে আহলেহাদীছরাও এ আক্বীদা পোষণ করেন যে, আলেম-ওলামার বিদ্যমানতা উম্মতের কল্যাণ ও হেদায়াতের কারণ। আলেম-ওলামার অনুপস্থিতি অযোগ্য ব্যক্তিদের ফৎওয়াবাযী করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিবে। যা স্বয়ং তাদের ও অন্যদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সেকারণ সর্বদা আলেমদের সাহচর্যে থাকতে হবে।

(৩) আহলেহাদীছরা স্বীয় প্রবৃত্তিপূজার নিন্দা করেন[২] : কোন কোন মানুষের এ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, আহলেহাদীছদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য হ’ল সাধারণ মানুষকে আলেমদের নিকট থেকে মুক্ত করে প্রবৃত্তিপূজার পথে পরিচালিত করা। অথচ এ অভিযোগকারীদের মধ্যে অবশ্যই কেউ এমন আছেন যিনি জানেন যে, আহলেহাদীছদের মাঝে আলেম ও জনসাধারণ উভয়েই রয়েছে, যারা আলেমদের নিকট থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে তদনুযায়ী আমল করে। সারা পৃথিবীতে আহলেহাদীছদের বড় বড় মাদরাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যেখান থেকে প্রতিবছর শত-সহস্র ছাত্র সনদ লাভ করে দ্বীনের খেদমতের জন্য সমাজের অংশ হয়ে যায়।

আহলেহাদীছদের দাওয়াত কখনো এটা নয় যে, জনসাধারণকে আলেমদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে তাদেরকে মুজতাহিদের আসনে আসীন করা। বরং আহলেহাদীছদের দাওয়াত এই যে, সাধারণ মানুষকে এমন জ্ঞানের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো, যা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিয়ে এসেছেন। তাদের দাওয়াত হ’ল জনসাধারণের মাঝে এ চেতনা সৃষ্টি করা যে, তারা মাযহাবী গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে হক-কে মান্যকারী হবেন। চাই হক পেশকারী বিরোধী দলের লোক-ই হোন না কেন। আহলেহাদীছের দাওয়াত হ’ল বাপ-দাদা, পূর্ব-পুরুষ, সমাজ ও প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে উঠে উম্মতের মাঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর কথা মেনে নেওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা। এমনকি গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, আসল প্রবৃত্তিপূজা তো এটাই যে, বাপ-দাদা, সমাজ ও মাযহাবী গোঁড়ামির কারণে মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মেনে নেওয়া থেকে দূরে থাকবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ– ‘অতঃপর যদি তারা তোমার কথায় সাড়া না দেয় তবে

** ভারতের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম।*
*** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *বুখারী হা/৭৩০৭ ‘কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’* অধ্যায়; *মুসলিম হা/৪৮২৮, ৪৮২৯ ‘ইলম’* অধ্যায়।

২. القضاة ثلاثة : قاضيان في النار و قاض في الجنة قاض قضى بالهوى فهو في النار و قاض قضى بغير علم فهو في النار و قاض قضى بالحق فهو في الجنة– ‘বিচারক তিন শ্রেণীর। দুই শ্রেণীর বিচারক জাহান্নামে এবং এক শ্রেণীর জান্নাতে যাবে। যে বিচারক তার প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিচার করবে সে জাহান্নামে যাবে। অনুরূপভাবে যে না জেনে বিচার করবে সেও জাহান্নামে যাবে। আর যিনি হক অনুযায়ী বিচার করবেন তিনি জান্নাতে যাবেন’ *(ছহীহুল জামে‘ হা/৪৪৪৭)*।

জানবে যে, তারা কেবল তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হেদায়াত অগ্রাহ্য করে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে?' *(ক্বাছাছ ২৮/৫০)*।

অর্থাৎ যদি মানুষ আল্লাহ্র রাসূলের ডাকে সাড়া না দেয়, তাঁর কথা না মানে এমনকি শুনতে আগ্রহীও না হয় তাহ'লে এটা তার প্রবৃত্তিপূজার প্রমাণ বৈকি। আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত হেদায়াত ও পথনির্দেশনা উপেক্ষা করে স্রেফ ধারণা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা সবচাইতে বড় গোমরাহী। যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত দিকনির্দেশনার বিরোধিতা করবে, তার সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হওয়া ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে কি?

আহলেহাদীছদের দৃষ্টিতে, আলেম-ওলামার নিকট থেকে সরে যাওয়া যেমন গোমরাহীর কারণ, তেমনি আলেমদের ফৎওয়া সমূহের মধ্য থেকে নিজের ইচ্ছামত ফৎওয়া তালাশ করে তার উপর আমল করাও গোমরাহী। এ ধরনের ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে আলেমদের কথার অনুসরণকারী হিসাবে নিজেকে যাহির করলেও আসলে সে স্বীয় প্রবৃত্তির দাস হয়ে থাকে। সুলায়মান তায়মী (৪৬-১৪৩ হিঃ) বলেন, إِنْ أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالِمٍ اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّرُّ كُلُّهُ 'যদি তুমি সব আলেমের রুখছত তথা শিথিল ফৎওয়াগুলো গ্রহণ কর তাহ'লে তোমার মধ্যে সব অকল্যাণ একত্রিত হবে'।[৩]

ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, هَذَا إِجْمَاعٌ لَا أَعْلَمُ فِيْهِ خِلَافًا 'এ কথার উপর ইজমা হয়েছে। আমার জানা মতে এ ব্যাপারে কারো মধ্যে কোন দ্বিমত নেই'।[৪]

নিজের খায়েশ পূরণ করার জন্য আলেমদের কথার উপর নির্ভর করাকে জ্ঞানের পরিবর্তে মূর্খতা ও কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত। সব ধরনের প্রবৃত্তিপূজা থেকে বেঁচে থাকা এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসারী হওয়াই আহলেহাদীছদের দাওয়াতের মূল কথা।

(৪) কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে মতভেদের ফায়ছালা হওয়া উচিত :

এখানে একথাও ভাবার দাবী রাখে যে, যারা আলেমদের কথা মানার উপর জোর দেন এবং আহলেহাদীছদেরকে আলেমদের দুশমন সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা চালান, তারা কি সকল আলেমের কথা মানেন? এক মাযহাবের হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন সময় সেই মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত দু'দলের আলেমদের মধ্যে এত মারাত্মক মতভেদ দেখা দেয় যে, ব্যাপারটা একে অপরকে গোমরাহ এমনকি কাফের আখ্যা দেয়া পর্যন্ত গড়ায়। এমতাবস্থায় প্রত্যেক দলের আলেমগণ তাদের অনুসারীদেরকে অপর দলের আলেমদের বাধা দেন। তারা নিজেদের এ ধরনের কর্মপদ্ধতিকে আলেমদেরকে অসম্মান করা বা তাদের বিরোধিতা আখ্যা দেয় না। তাদের নিকটে আলেমদের কথা মেনে নেয়ার মূলনীতি শুধুমাত্র নিজ জামা'আত বা দলের আলেমদের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে আহলেহাদীছরা কোন আলেমের মতামতকে শুধুমাত্র দলীয় গোঁড়ামির কারণে প্রত্যাখ্যান করে না; বরং কিতাব ও সুন্নাতের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া অথবা দলীল বিহীন হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করে। আর এটা স্বয়ং ঈমানের দাবী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

এ আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করতে গিয়ে কোন কোন আলেম এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, আলেমদের কথা মানা আবশ্যক। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এর নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি একথা বলেন না যে, এ আয়াতে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ উলুল আমর (নেতাদের)-এর পূর্বে এবং আলাদাভাবে দেয়া হয়েছে। উলুল আমর-এর কথা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর অগ্রগণ্য? আলেমরা কি কিতাব ও সুন্নাতের চেয়ে অগ্রগামী? আয়াতে তো আলেমদেরকে স্বয়ং দলীলও আখ্যা দেয়া হয়নি। বরং মতভেদের সময়ে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে সমস্যার সমাধান করতে বলা হয়েছে। যদি আলেমদের কথা স্বয়ং দলীল হ'ত তাহ'লে সেটিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরানোর প্রয়োজন হ'ত না। বুঝা গেল যে, আলেমদের কথা মানার হুকুম সে সময় প্রযোজ্য হবে, যখন তা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক হবে। আলাদাভাবে নয়। কারণ আলেম নিজে কোন দলীল নন। বরং তিনি দলীলের মুখাপেক্ষী।

(৫) আহলেহাদীছগণ শরী'আতের মোকাবিলায় কোন আলেমের কথা মানেন না :

যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অহীর মোকাবিলায় আলেমদের কথাকে মেনে নেয় অথবা আলেমদেরকে বস্তুসমূহকে হালাল বা হারাম আখ্যা দেওয়ার এখতিয়ার দিয়ে দেয়, তাহ'লে এটা তাদেরকে রব বা মা'বূদের স্থানে বসানোর নামান্তর। আদী বিন হাতেম বলেন, أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ فَقَالَ لِي: يَا عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ: أَلْقِ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ- وَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ

৩. *জামেউ বায়ানিল ইলম, ক্রমিক ১০৮৯।*
৪. *ঐ।*

بَرَاءَةَ حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَمْ نَتَّخِذْهُمْ أَرْبَابًا، قَالَ: بَلَى، أَلَيْسَ يُحِلُّونَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فَتُحِلُّونَهُ، وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ فَتُحَرِّمُونَهُ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: تِلْكَ عِبَادَتُهُمْ 'আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসলাম। তখন আমার গলায় ক্রুশ ঝুলানো ছিল। তিনি এটা দেখে বললেন, হে আদী! তোমার গলা থেকে এ মূর্তিটি ছুঁড়ে ফেল। আমি তাঁর নিকটবর্তী হ'লে শুনতে পেলাম, তিনি সূরা তওবা পাঠ করছিলেন। এমনকি তিনি اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে' *(তওবা ৯/৩১)* আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা তো তাদেরকে আমাদের রব বানাইনি। তিনি বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই বানিয়েছ। ব্যাপারটা কি এরূপ নয় যে, যখন তারা আল্লাহ্র হারাম করা কোন বস্তুকে তোমাদের জন্য হালাল করে দেন, তখন তোমরা তা হালাল রূপে গ্রহণ কর। আবার যখন তারা আল্লাহ প্রদত্ত হালালকে তোমাদের জন্য হারাম করেন তখন তোমরা সেটাকে তোমাদের জন্য হারাম মনে কর। আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এটাই তাদের ইবাদত'।[৫]

অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতের মোকাবিলায় আলেমদের কথা মানা শিরক। মানুষ চাই তাদেরকে মা'বূদের মর্যাদা দিক বা না দিক। তাদের কথা শরী'আত বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তা মেনে নেয়ার অর্থই হ'ল তাদেরকে শরী'আত প্রণেতা রূপে মেনে নেয়া। আর এটাই হ'ল তাদেরকে রব আখ্যা দেয়া।

[চলবে]

৫. *তিরমিযী হা/৩০৯৫; বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা হ/২০৩৫০; হাদীছ হাসান; জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি ক্রমিক ১১৪০।*

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, 'কাযী হজ্জ কাফেলা' প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৯ সালে হজ্জ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ্'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১০-৭৭৭১৩৭।

বিশেষ আকর্ষণ : প্রতি মাসে বিভিন্ন প্যাকেজে ওমরাহ পালনের বুকিং চলছে

ইসলাম ও গণতন্ত্র

*ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হাফীয**

ভূমিকা :

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা দান করেছেন। তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে এবং নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন অন্য দ্বীন অন্বেষণ করতে। সুতরাং কোন মুমিনের সুযোগ নেই ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করার। সুযোগ নেই এ দ্বীনের মধ্যে কিছু সংযোজন, বিয়োজন কিংবা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার।

বড়ই আফসোসের বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে এক শ্রেণীর মুসলিমের মধ্যে ইসলামে সংযোজন-বিয়োজনের প্রবণতা।

আধুনিক কালের পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসী জোয়ারকে যৌক্তিক ভাবে মোকাবিলায় অক্ষম এক শ্রেণীর ইসলামী চিন্তাবিদ এক সময় সমাজতন্ত্র নামক বিজাতীয় মতাদর্শকে কিছুটা সংস্কার করে ইসলামের মধ্যে গ্রহণ করার চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। বর্তমানেও ঐ মানসিকতার ইসলামী চিন্তাবিদগণ মানব রচিত গণতন্ত্রকে ইসলামের মধ্যে আত্মীকরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গত শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের জয়-জয়কার চলাকালে তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেছিলেন, শুধু নাস্তিক্যবাদী চিন্তাটাকে বাদ দিলে সমাজতন্ত্রকে ইসলামের মধ্যে গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই। সমাজতন্ত্রকে ইসলাম সম্মত প্রমাণের জন্য তাঁরা 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' পরিভাষা চালু করেন।

বিগত ও বর্তমান শতাব্দীতে প্রভাব বিস্তার করে থাকা বিজাতীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মতবাদ 'গণতন্ত্র' সম্পর্কেও একশ্রেণীর ইসলামী চিন্তাবিদ অনুরূপ ভাষ্য প্রদান করে গণতন্ত্রকে মুসলিম বিশ্বে গ্রহণযোগ্য করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তারা বলছেন, শুধু সার্বভৌমত্বের প্রসঙ্গটি বাদ দিলে গণতন্ত্রকে ইসলামের মধ্যে গ্রহণে কোন সমস্যা নেই। 'মাসিক পৃথিবী' নভেম্বর ১৯৯১ সংখ্যায় বলা হয়েছে 'ইসলাম ও গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে সেটি বাদ দিলে গণতন্ত্রের বড় বড় ৪টি পয়েন্টের সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই'।

ডঃ ইউসুফ আল-কারযাভী তাঁর Priorities of the Islamic Movement in the coming phase' গ্রন্থের 'The Movement and the Political Freedom and Democracy' শীর্ষক আলোচনায় গণতন্ত্রকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে জোর ওকালতি করেছেন।

বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ও চিন্তাবিদ শাহ আব্দুল হান্নান তাঁর 'ইসলামের প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে গণতন্ত্র বিরোধী ওলামায়ে কেরামদেরকে যুগ চাহিদার প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রকে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, গণতন্ত্রকে গ্রহণ করলে পাশ্চাত্যে ইসলামের যে আগ্রাসী ও একনায়কত্ববাদী ভাবমূর্তি রয়েছে তা দূর হবে।

গণতন্ত্রকে ইসলাম সম্মত ও মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য করার জন্য তারা 'ইসলামী গণতন্ত্র' পরিভাষা চালু করেছেন। অথচ গণতন্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, ইতিহাস, এর মূলনীতি ও আদর্শগুলোকে ইসলামী শরী'আতের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, গণতন্ত্র একটি মানব রচিত শিরকী, কুফরী, জাহেলী মতবাদ। যা কখনো ইসলামের সাথে এক হবার নয়।

মানব রচিত এই মতবাদের কিছু বিষয়কে ইসলামাইজড্ করে গ্রহণ করা হ'লে, তা হবে দ্বীনের বিকৃতি সাধন বা গায়ের ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করার শামিল, যা আল্লাহ তা'আলা কখনো গ্রহণ করবেন না *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। গণতন্ত্র ও ইসলাম কেন পরস্পরবিরোধী- এ প্রবন্ধে আমরা তা তুলে ধরায় প্রয়াস পাব।-

গণতন্ত্রের পরিচয় :

গণতন্ত্র একটি মানব রচিত ধর্মহীন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা। তবে 'জনগণের শাসন ব্যবস্থা' বা জনগণের সরকার ব্যবস্থা হিসাবেই এটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইংরেজী Democracy শব্দের বাংলা অর্থ গণতন্ত্র। এই ইংরেজী Democracy শব্দটি গ্রীক শব্দ Demos ও Kratia থেকে উৎপন্ন হয়েছে। Demos শব্দের অর্থ জনগণ আর Kratia শব্দের অর্থ শাসন বা ক্ষমতা। সুতরাং উভয় শব্দের মিলিত অর্থ দাঁড়ায় জনগণের শাসন বা জনগণের ক্ষমতা।

সাধারণভাবে গণতন্ত্র বলতে বুঝায়, এমন এক মতবাদ বা ব্যবস্থাকে যেখানে সমাজ-রাষ্ট্রের আইন-বিধান প্রণয়ণের চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয় জনগণের উপর বা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর। মোটকথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতের ভিত্তিতে শাসন কার্য পরিচালনাকে গণতন্ত্র বলে।[১] গ্রীক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক হিরোডোটাস (Herodotus) গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলেন, এটা এক প্রকার শাসন ব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা কোন শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের উপর ন্যস্ত থাকে না, সমাজের সদস্যগণের উপর ন্যস্ত হয় ব্যাপকভাবে'।

(খ) অধ্যাপক শেলী বলেন, Democracy is a form of government in which every one has a share in it. অর্থাৎ 'যে সরকার ব্যবস্থায় সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত থাকে তাকে গণতন্ত্র বলে'।[২]

আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা 'আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সালে গেটিসবার্গের এক জনসভায় 'গণতন্ত্র'-এর আধুনিক সংজ্ঞা দেন এভাবে যে, Democracy is the government of the people by the people and for the people. অর্থাৎ 'গণতন্ত্র এমন

* প্রভাষক, গোহালবাড়ী দারুল উলূম ফাযিল মাদ্রাসা, ভোলাহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

১. ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা, পৃঃ ৩৬৫।
২. মোঃ মকসুদুর রহমান, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা, পৃঃ ৭৬।

একটি সরকার ব্যবস্থা, যা জনগণের উপর জনগণের দ্বারা পরিচালিত জনগণের শাসন ব্যবস্থা বুঝায়'।[৩]

মোটকথা জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী দেশ শাসনের নামই গণতন্ত্র। অন্য কথায় গণতন্ত্র হ'ল এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যা সম্পূর্ণরূপে জনসমষ্টির ইচ্ছাধীনে পরিচালিত।[৪]

এই সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনাটি তিনটি মতাদর্শের সমন্বয়। (১) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (২) গণতন্ত্র ও (৩) জাতীয়তাবাদ। মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম বলেন, 'বর্তমান দুনিয়ায় যে কয়টি রাজনৈতিক মতবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ধর্মহীন জাতীয় গণতন্ত্র অন্যতম। ধর্মহীন জাতীয় গণতন্ত্র মতবাদটি ধর্মহীনতা, গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ এই তিনটি মতাদর্শের সমন্বয়। ... মনে রাখা আবশ্যক যে, এই তিনটি মতবাদ একটি সুদৃঢ় যোগসূত্রে বাঁধা। একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে না। গণতন্ত্র অবশ্যই জাতীয়তাবাদী হবে এবং তা ধর্মহীনতার ভিত্তিতেই চলতে পারে'।[৫]

গণতন্ত্র ও ইসলাম : সংঘর্ষের দিকসমূহ

গণতন্ত্র একটি মানব রচিত মতবাদ। গণ মানুষের ইচ্ছা বা আইন অনুসারে পরিচালিত হয় বলেই এর রাষ্ট্র বা শাসন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলা হয়। অন্যদিকে ইসলাম আল্লাহ্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ্র খলীফা হিসাবে এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয় বলে ইসলামের শাসন ব্যবস্থাকে খিলাফত বলা হয়। প্রফেসর ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, 'রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র দু'টিই মানব রচিত মতবাদ। পক্ষান্তরে 'খেলাফত' আল্লাহ্র অনুমোদিত শাসন ব্যবস্থার নাম'।[৬] নিম্নে ইসলাম ও গণতন্ত্রের পারস্পরিক সংঘর্ষের দিকগুলো উল্লেখ করা হ'ল।

(১) গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব মানা হয়, যা স্পষ্ট শির্ক। পক্ষান্তরে ইসলামের খিলাফতি রাষ্ট্রে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব মানা হয়, যা তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত।

(২) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার অর্থ হ'ল মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা। পক্ষান্তরে খিলাফতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা অর্থ হ'ল আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা।

(৩) গণতন্ত্রের মূল দর্শন হ'ল মানুষকে সন্তুষ্ট করা যেভাবেই হোক। পক্ষান্তরে ইসলামী খিলাফতের মূল উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান অনুসারে মানুষের সেবা করা।

(৪) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্ম নিছক একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগতভাবে এতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা স্বীকৃত। কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে ধর্মের কোন প্রবেশাধিকার স্বীকার করা হয় না। এর রাজনীতি ধর্ম-বিবর্জিত। পক্ষান্তরে ইসলামী খিলাফতে ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয় মানুষের সার্বিক জীবনে ধর্মের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করে। রাষ্ট্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ধর্মের নীতিমালা অনুসরণ করে চলে।

(৫) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ যেহেতু সকল ক্ষমতার মালিক, তাই ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, এমনকি বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সাব্যস্ত করার অধিকার জনগণের। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে যেকোন ব্যক্তি যেমন রাষ্ট্র প্রধান হ'তে পারে, তেমনি ইচ্ছামত যেকোন আইন রচনা করতে পারে। এজন্য 'Majority must be granted' হ'ল গণতন্ত্রের চূড়ান্ত কথা। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহকেই যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মানা হয় সেহেতু ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ্র নির্দেশনা অনুসারে আইন প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতানুসরণ করার নীতিকে ইসলাম এড়িয়ে চলে। কেননা আল্লাহ অধিকাংশের মতানুসরণকে নিরুৎসাহিত করেছেন' *(আন'আম ১১৬)*।

(৬) গণতন্ত্রে রাজনীতি চলে বহুদলীয় পদ্ধতিতে। একদল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র বা সরকার পরিচালনা করে। ভোটে পরাজিত দল বা দল সমূহ বিরোধী দলে থেকে সরকারের সমালোচনা করে। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রে বহু দল, মত ও ধর্মের উপস্থিতি থাকলেও রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থায় বহুদলীয় ব্যবস্থাপনা স্বীকৃত নয়। কেননা তাতে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা উম্মাহ্র দায়িত্বশীল বা খাদেম হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তিনি বিশেষ কোন দলের লোক হন না।

(৭) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান বা শাসক একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন। মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সার্বিক যোগ্যতা ও সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী খিলাফতে রাষ্ট্রপ্রধান যতদিন যোগ্যতা ও সক্ষমতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারবেন ততদিন ঐ দায়িত্বে বহাল থাকবেন। যোগ্যতা হারালে বা অক্ষম প্রমাণিত হ'লে ঐ মুহূর্তেই বিদায় নিবেন বা বিদায় করা হবে। তাঁকে শাসন ক্ষমতায় বসানো বা প্রয়োজনে বিদায় করা শরী'আতে আবশ্যক।

(৮) গণতন্ত্রে নেতাকে পদপ্রার্থী হ'তে হয়। নিজের যোগ্যতা ও গুণাবলীর ঘোষণা দিয়ে তাকে পদের উপযুক্ত প্রমাণ দিতে হয়। অপরপক্ষে ইসলামে কেউ নেতৃত্ব বা পদ চাইলেই তিনি নেতৃত্ব দানের অযোগ্য বিবেচিত হন, তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় না।

(৯) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শূরা বা পরামর্শ পদ্ধতি এবং ইসলামী রাষ্ট্রের শূরা বা পরামর্শ পদ্ধতি এক রকম নয়। অথচ এই শূরা ব্যবস্থাকেই গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার

---

৩. সৈয়দ মকসুদ আলী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পৃঃ ২৮৫।
৪. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, গণতন্ত্র বনাম ইসলাম, আহলেহাদীছ যুবসংঘ স্মারক গ্রন্থ ২০১১, পৃঃ ১৬৮।
৫. ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী), পৃঃ ২৬।
৬. ইসলামী খিলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, পৃঃ ১৭।

Contents

সাদৃশ্য প্রমাণের জন্য সবচেয়ে বেশী যুক্তি উপস্থাপন করা হয়।

গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের শূরা সদস্যদের যোগ্যতা ও মান এবং তাদের কার্যপ্রণালী আর ইসলামী রাষ্ট্রের শূরা সদস্যদের যোগ্যতা ও মান এবং কার্যপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করলেই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে আসমান-যমীন ব্যবধান পরিলক্ষিত হবে।

গণতন্ত্রে জ্ঞানী-মূর্খ, বোকা-বুদ্ধিমান, সৎ-অসৎ সব ধরনের মানুষের শূরা সদস্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং সব ধরনের মানুষের মতকে গ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মুর্খ বা বোকার দল বেশী হওয়ার কারণে সিদ্ধান্তটি ভুল হোক বা সঠিক হোক।

পক্ষান্তরে উম্মতের বাছাইকৃত সেরা জ্ঞানী-গুণী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা গঠিত হয় এবং তাঁদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয়। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ই চূড়ান্ত নয়। কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় বা মত গ্রহণ করা হ'তে পারে, কখনো সংখ্যা লঘিষ্ঠের মতও গ্রহণ করা হ'তে পারে, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের চাইতে সংখ্যা লঘিষ্ঠের মতামত বেশী কল্যাণকর মনে হয়। এমনকি ১০০ জন শূরা সদস্যদের মধ্যে ১ জন সদস্যের পরামর্শ বা মত যদি দলীল-প্রমাণ ও বিবেক-বিবেচনার অনুকূলে হয়, তাহ'লে সেটাই গ্রহণ করা হয়।

আবার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যেকোন আইন তৈরী করতে পারে। তারা হালালকে হারাম, হারামকে হালাল, ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো বলে বিল পাশ করতে পারে। এক্ষেত্রে তারা স্বাধীন। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরায় এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত বিধানের বিষয়ে পুণর্বিবেচনা বা মতামত প্রদানেরও কোন সুযোগ নেই। পরামর্শ করা হয় নতুন উদ্ভূত কোন সমস্যা বা বিষয় নিয়ে, যে বিষয়ে কুরআন-হাদীছের বক্তব্য স্পষ্ট নয়।

গণতন্ত্র কেন শিরক, কুফরী?

গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ সুস্পষ্টভাবে শিরক এবং কুফরী হিসাবে প্রতীয়মান হয়। যেমন :

(১) সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে : গণতন্ত্রের মূল কথা জনগণের সার্বভৌমত্ব। অর্থাৎ সকল ক্ষমতার মালিক সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। একথা নিঃসন্দেহে শিরক। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ 'রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই' *(বনী ইসরাঈল ১৭/১১১)*। তিনি আরো বলেন, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ 'তুমি বল, হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন' *(আলে ইমরান ৩/২৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান' *(মূলক ৬৭/১)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ 'যার হাতে রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব। যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন না এবং তাঁর রাজত্বে কোন শরীক নেই' *(ফুরক্বান ২৫/২)*।

আল্লাহ্র বাণী থেকে বুঝা গেল আল্লাহই সকল ক্ষমতার মালিক। মানুষকে ক্ষমতার মালিক বা উৎস বানানো তাঁর সাথে শরীক স্থাপনের শামিল, যা স্পষ্ট শিরক।

(২) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে : গণতন্ত্রে আইন-বিধান রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয় পার্লামেন্ট সদস্যদের উপর। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যেটা বলবে, যে বিষয়ে সম্মত হবে সেটাই হবে দেশের সর্বোচ্চ আইন, যার বিরোধিতা করা আইনত অপরাধ। গণতন্ত্রে সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কুরআন-সুন্নাহ্র উপরে স্থান দেওয়া হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন তৈরী করতে পারে, এমনকি আল্লাহ্র আইনকে বাতিলও করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স দেওয়া, মদের লাইসেন্স দেওয়া, সূদের বৈধতা দেওয়া, ১৮ বছরের পূর্বে বিয়ে নিষিদ্ধ করা, ১৬ বছর বয়স পারস্পরিক সম্মতিতে যেনা করলে তার বৈধতা দেওয়া, স্বামীর অনুমতিতে স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে ব্যভিচার করলে তার বৈধতা দেওয়া, যাত্রা, সিনেমাহলে প্রকাশ্যে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার চর্চাকে অনুমোদন দেওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের নীতিমালা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র বরুবিয়্যাতের (ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের) ক্ষেত্রে শিরক এবং স্পষ্ট কুফরী। কেননা আল্লাহ বলেন, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ 'শুনে রাখ! সৃষ্টি যার হুকুম চলবে তার' *(আ'রাফ ৭/৫৪)*।

তিনি আরো বলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ- 'আল্লাহ ব্যতীত কারু বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারু ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' *(ইউসুফ ১২/৪০)*।

তিনি আরো বলেন, وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 'আল্লাহ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পিছনে নিক্ষেপ করার কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী' *(রা'দ ১৩/৪১)*।

(৩) বিরোধ মিমাংসার ক্ষেত্রে : গণতন্ত্রে যেকোন মতবিরোধ বা বিতর্কের চূড়ান্ত মিমাংসাকারী বানানো হয় সংবিধান ও এর ধারা সমূহ এবং পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে। এটা একটা

স্পষ্ট কুফরী। মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا– 'অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

তিনি আরো বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا– 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

গণতন্ত্র কেন জাহেলিয়াত?

গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য ন্যায়-নিষ্ঠতা, জ্ঞান-গরীমা, সততা, আল্লাহভীরুতার কোনই শর্ত নেই। যেকোন নাস্তিক, কাফির, ফাসিক-ফাজির, নির্বোধ-জাহেল ব্যক্তি পার্লামেন্ট সদস্য হ'তে পারে টাকার জোরে বা দলীয় আনুগত্য বিবেচনায়। ফলে এসব সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে জাহেলী আইন-কানূন প্রণয়ন করে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটার হওয়ার জন্যও সততা, ন্যায়পরায়ণতা, জ্ঞানী-গুণী হওয়ার শর্তারোপ করা হয় না। ফলে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাহেল লোকদের ভোটে শরী'আত সম্পর্কে অজ্ঞরাই সাধারণত নেতা নির্বাচিত হয়। এজন্য গণতন্ত্রকে অনেক মনীষী মূর্খদের শাসন বলেছেন।

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিক প্লেটো গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেছেন, 'বুদ্ধিমানের চেয়ে মূর্খ ও অবিবেচকের সংখ্যা অধিক। সুতরাং সংখ্যাধিক্যের শাসন বলে এটা প্রকারান্তরে মূর্খের শাসন।[৭]

২. জন লেকি বলেন, 'গণতন্ত্র দারিদ্র্য পীড়িত, অজ্ঞতম ও সর্বাপেক্ষা অক্ষমদের শাসন ব্যবস্থা; কারণ তারাই রাষ্ট্রে সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক।[৮]

৩. মিশরীয় ইসলামিক স্কলার মুহাম্মাদ কুতুব বলেন, আল্লাহ্র দাঁড়িপাল্লায় বিধান হ'ল দু'টি। একটি হ'ল আল্লাহ্র বিধান অপরটি জাহেলিয়াতের বিধান *(মায়েদাহ ৫০)*। গণতন্ত্র আল্লাহ্র বিধান নয়। সুতরাং তা আল্লাহ্র মাপকাঠিতে জাহেলিয়াতের বিধান।

(১) শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'ইসলাম ও গণতন্ত্র দু'টি বিপরীতমুখী ব্যবস্থা। যা কখনো এক হবার নয়। একটি আল্লাহ্র উপর ঈমান ও আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় জীবন পরিচালনা, অপরটি তাগূতের (আল্লাহ বিরোধী অনুশাসন) প্রতি ঈমান ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার উপর নির্ভরশীল'।[৯]

(২) আবু কাতাদা ওমর বিন মাহমূদ বলেন, 'যেসব লোক ইসলামকে গণতন্ত্রের সাথে এক করে দেখতে চায়, তাদের প্রচেষ্টা যিন্দীকদের (যারা মুখে ইসলাম প্রকাশ করে অন্তরে কুফুরী গোপন করে) মত, যারা আল্লাহ্র দ্বীনকে মানুষের প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য পরিবর্তন করে ফেলে। ... ইসলাম জনগণকে বিধানগত ক্ষেত্রে পসন্দ-অপসন্দের স্বাধীনতা দেয়নি; যেহেতু জনগণের জন্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া এবং শাসককে মুসলিম হওয়া আবশ্যকীয়। অপরদিকে গণতন্ত্র জনগণকে তাদের উপর প্রযোজ্য বিধি-বিধান প্রণয়নে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। এটাই গণতন্ত্রের মৌলিক তত্ত্ব, যা সম্পূর্ণ ইসলাম বিনষ্টকারী'।[১০]

(৩) ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, 'বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বের সর্বত্র সামাজিক অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল প্রচলিত এই নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা। কেন্দ্রে ও স্থানীয় সংস্থা সমূহের সর্বত্র এই নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু হওয়ায় সর্বত্র নেতৃত্বের লড়াই, পারস্পরিক হিংসা-হানাহানি এবং সামাজিক অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপ্তি লাভ করেছে'।[১১]

(৪) মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন, 'মোটকথা ইসলামের মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসন নামে কোন কিছু নেই। এই নব আবিষ্কৃত তথাকথিত গণতন্ত্র শুধু একটি বানানো প্রতারণার বস্তু। বিশেষ করে এমন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যা মুসলিম এবং কাফের শাসকদের সমন্বয়ে গঠিত, অনৈসলামিক রাষ্ট্র ছাড়া আর কী হবে?[১২]

শেষ কথা : ইসলামকে বিদেশী মাপকাঠিতে ব্যাখ্যা দান চিরদিনের জন্য বন্ধ করতে হবে। ইসলামকে তার নিজ জায়গা থেকে দেখতে হবে ও দেখাতে হবে। ইসলামের স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তা বজায় রেখেই আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক পন্থায় যৌক্তিকভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করা সম্ভব। মানব রচিত কোন মতবাদ বা বস্তুবাদী আদর্শের ছত্রছায়ায় ইসলামকে বর্তমান যুগের সাথে খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টা আত্মঘাতী। কোন মানুষই যেমন এক সঙ্গে দুই প্রভুর গোলামী করতে পারে না, ঠিক তেমনি একই সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধী দু'টি আদর্শের অনুসরণ একজন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব।

---

৭. ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, পৃঃ ৩৭৪।
৮. ঐ, পৃঃ ৩৭৩।
৯. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, গণতন্ত্র বনাম ইসলাম, আহলেহাদীছ যুবসংঘ স্মারক গ্রন্থ-২০১১, গৃহীত মাজাল্লাতুল আছালাহ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ২৪।
১০. আল-জিহাদ ওয়াল ইজতিহাদ, পৃঃ ১০৩-১০৪।
১১. ইসলামী খিলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, পৃঃ ৩৮।
১২. মালফূজাতে থানভী, পৃঃ ২৫২।

ফিলিস্তীনীদের কান্না কবে থামবে?

*শামসুল আলম**

ফিলিস্তীনীরা আজ নিজ দেশে পরবাসী। বহু বছর যাবৎ নিজ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা পথ-প্রান্তরে দেশ হ'তে দেশান্তরে উদ্বাস্তু হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। আর যারা দেশের মাটি কামড়ে রয়েছে তাদের উপরে চলছে ইহুদীদের বর্বর নির্যাতন। হত্যা-ধর্ষণ-অপহরণসহ হেন নির্যাতন নেই যা তাদের উপরে চলছে না। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হয়- কবে শেষ হবে ফিলিস্তীনীদের ওপর এই নিষ্ঠুরতম অত্যাচার! কবে থামবে ওদের কান্না! ওদের গগণবিদারী আহাজারি শুনার কেউ কি নেই? তাদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ কি নেই? কি ওদের অপরাধ, কি কারণে আজ ওদের এ করুণ অবস্থা? হ্যাঁ, কারণ একটাই, ওরা মুসলিম, ওরা ফিলিস্তীনী! মুসলিম না হয়ে আজ অন্য কোন জাতি হ'লে হয়তো ওদেরকে এই জ্বলন্ত হুতাশনে জ্বলতে হ'ত না। তখন ওদের উদ্ধারে এগিয়ে আসতো ইহুদী-খৃষ্টান ও তাদের দোসররা। যেমনটি করেছে তারা ইন্দোনেশিয়ার পূর্বতিমুরের ক্ষেত্রে। কিন্তু অবৈধ দখলদার ইহুদীদের ফিলিস্তীন থেকে সরানোর কথা ওরা কখনও বলবে না।

ইসলাম বৈরী শক্তি আজ শুধু ফিলিস্তীনী মুসলমান নয়, বরং সারা বিশ্বের মুসলমানদের কিভাবে নিধন করা যায় তার নীল নক্সা বাস্তবায়নে তৎপর রয়েছে। এজন্য তারা এক মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে অপর মুসলিম রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব জিইয়ে রাখছে, এক মুসলিমকে অপর মুসলিমের বিরুদ্ধে লাগানোর ছক তৈরী করে তা বাস্তবায়ণ করে যাচ্ছে। অতঃপর সংঘাত বাধিয়ে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করছে এবং ঐ গোষ্ঠীগুলোর কাছে আবার অস্ত্র বিক্রি করছে। কখনও নির্যাতিত মুসলমানদের প্রতি কিছু লোক দেখানো মানবিক সাহায্য ও পরামর্শ দিয়ে তাদের নিকটতম বন্ধু হিসাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করছে। বর্তমানে সিরিয়া, লিবিয়া ও ফিলিস্তীনীদের গোষ্ঠীগত সংঘাত এবং ইয়েমেন ও আফগানিস্তান প্রভৃতি যুদ্ধ তার প্রকৃষ্ঠ উদহারণ। এককথায় মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদেরকে অস্থিরতা, বৈরিতা এবং বিভক্তির ফাঁদে ফেলে এদেরকে করতলগত করছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। অতঃপর বৃহত্তর ও অজেয় এ জাতি-গোষ্ঠীর ওপর দুঃশাসনের ছড়ি ঘুরাচ্ছে। যে কারণে বর্তমান অশান্ত এই বিশ্বে মুসলমানদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠেছে। হতভাগা মুসলমানরা এখনও তা উপলব্ধি করছে না। তারা তো মুসলমানদের মাথার ওপর কাঁঠাল ভেঙ্গে খাচ্ছে এবং পৃথিবী থেকে তাদেরকে নিঃশেষ করতে চাচ্ছে। অথবা মুসলমানদেরকে ভিক্ষুক-উদ্বাস্তু করে ওদের সেবাদাসে পরিণত করতে চাচ্ছে। ইতিমধ্যে ওরা অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে। কেননা বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রায় এক কোটির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে এথেকে উত্তরণের উপায় কি?

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

যুগ যুগ ধরে চলে আসা অবৈধ দখলদার ইসরাঈলরা ফিলিস্তীনী মুসলমানদের ওপর হত্যা-নির্যাতন, বিতাড়ন করে আসলেও সবচেয়ে কলঙ্কিত ইতিহাস রচিত হ'ল- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হঠকারী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক গত ৬ই ডিসেম্বর'১৭ ইং তারিখে যেরুসালেমকে ইসরাঈলের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে। শুধু মুসলিম বিশ্ব নয় গোটা বিশ্ববাসীকে বোকা বানিয়ে ও ধোঁকা দিয়ে অযাচিতভাবে এ ঘোষণার মাধ্যমে ফিলিস্তীনী সংকটকে আরও অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ করল। মধ্যপ্রাচ্যে সম্ভাব্য শান্তি আলোচনার পরিবর্তে অশান্তির দাবানল জ্বালিয়ে দিল। কারণ মুসলমানেরা কখনও পবিত্র যেরুসালেমকে হাতছাড়া করবে না। এখানে আমরা যেরুসালেম ও ফিলিস্তীনের প্রাচীন ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরব।

যেরুসালেমের পূর্বকথা : যেরুসালেমের ইতিহাস বহু প্রাচীন। খৃষ্টপূর্ব ৪৫০০-৩৫০০ এর মাঝামাঝি সময়ে যেরুসালেমে সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন শুরু হয়। আরবী শব্দ 'সালাম' এবং 'হিব্রু 'শালিমে'র সম্মিলিত রূপ হিসাবে ২০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে এটির নামকরণ করা হয় 'রুসালিমান'। ১৫০০-১৪০০ খৃষ্টপূর্বের মধ্যবর্তী সময়ে তৎকালীন মিশরের রাজা যেরুসালেম এটা ভূ-মধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ক্রমান্বয়ে মিশরীয় শাসকদের ক্ষমতা লোপ পেতে থাকলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে স্বাধীনতার দাবী উত্থাপিত হয়।

বাইবেলের বর্ণনা মতে, যেরুসালেম তখন 'জেবুস' এবং এর অধিবাসীগণ 'জেবুসিয়াস' নামে পরিচিতি লাভ করে। বাইবেলের অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, খৃষ্টপূর্ব ১১শ' শতকে রাজা দাঊদের [দাউদ (আঃ)] যেরুসালেম জয়ের পূর্বে শহরটি 'জেবুসিয়াস'দের বাসস্থান ছিল। পরবর্তীকালে তার পুত্র সোলায়মান (আঃ) শহরের দেওয়াল সম্প্রসারণ করেন। ৭ম শতকে অর্থাৎ ৬৩৭ সালে খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর শাসনামলে মুসলমানগণ যেরুসালেম জয় করে একে মুসলিম সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করে নেন।[১] ওমর (রাঃ) উক্ত শহরের বাসিন্দাদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। উল্লেখ্য, ঐ সময়ে ওমর (রাঃ)-এর ত্যাগ, আদর্শ, মহানুভবতা ও সাধারণ একজন ভৃত্যবেশে খৃষ্টানদের নিকট নিজেকে উপস্থাপন করলে তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তারা বিনা যুদ্ধে ওমর (রাঃ)-এর নিকট যেরুসালেমকে হস্তান্তর করেন। এরপর ১০৯৬ হ'তে ১১৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৯১ বছর খৃষ্টান ক্রুসেডাররা ফিলিস্তীন দখল করে রাখে। তারা মসজিদে আক্বছার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণকারী সত্তর হাযারের অধিক মুসলমানকে এক সপ্তাহের মধ্যে হত্যা করে।[২] ১১৮৭ সালের ২রা অক্টোবর সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর নিকট পরাজিত হয়ে খৃষ্টান দস্যুরা এদেশ থেকে

১. *দৈনিক ইনকিলাব, ৮ জানুয়ারী, ২০১৮, পৃ. ৭।*
২. *দিগদর্শন, (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ২০১৬), ১/২১৭ পৃঃ।*

পালিয়ে যায়। ১২১৯ সালে দামেশকের সুলতান মুয়ায্যম নগরের দেওয়াল ধ্বংস করেন।

১২৪৩ সালে মিশরের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী যেরুসালেম জার্মানীর দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের হস্তগত হয়। এ বছরেই যেরুসালেম পুনরায় খৃষ্টানদের দখলে চলে যায় এবং দেওয়াল সমূহ সংস্কার করা হয়। কিন্তু ১২৪৪ সালে তাতাররা শহরটি দখল করে নেয় এবং সুলতান মালিক নগর প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলেন। ১৫১৭ সালে ওছমানী খলীফা ইয়াভুজ সুলতান সেলিম কুদসকে ওছমানী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর দীর্ঘ ৪০০ বছর যাবত ফিলিস্তীন ওছমানীয় তুর্কী খেলাফতের শাসনাধীনে একটি প্রাদেশিক রাজ্য ছিল। তাদের নিজস্ব সরকার ছিল, ছিল পৌরসভা এবং রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলে ওছমানীয় পার্লামেন্টে ছিল তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি।[৩]

১৮৯৭ সালে ইহূদীবাদী আন্দোলন একটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে এবং উক্ত সালে সুইজারল্যাণ্ডের 'ব্যাসল' নগরীতে অনুষ্ঠিত প্রথম ইহূদী সম্মেলনে গৃহীত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে একটি নিয়মিত কর্মপদ্ধতি গৃহীত হয়। এ বিষয়ে ইসরায়েল কোহেন (Israel Cohen) তার 'ইহূদীবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' নামক বইয়ে লেখেন যে, ইহূদীবাদী আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হ'ল তাদের প্রাচীন স্বদেশ ভূমি ফিলিস্তীনকে পূর্ণভাবে নিজেদের দখলে ফিরিয়ে আনা।[৪] এ সময়ে তারা কৃষি, শিল্প, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও পররাষ্ট্রনীতিতে অগ্রগামী করতঃ সমস্ত ফিলিস্তীনীকে একটি কলোনীতে পরিণত করার পরিকল্পনা নেয়। আর এটি প্রকৃত প্রস্তাবে শুরু হয় ১৯০৭-০৮ সালে একটি পরিকল্পিত নীলনক্সা অনুযায়ী ইহূদী উদ্বাস্তুদের আগমনের সূত্র ধরে। উল্লেখ্য, এই বৃহত্তর ফিলিস্তীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় আরব রাষ্ট্রের বহু এলাকা, যা ১৯১৭ সালের ২৩শে জুন সংখ্যার প্যালেস্টাইন ম্যাগাজিনে তুলে ধরা হয়। ১৯১৮ সালের জুন সংখ্যা 'প্যালেস্টাইন' সাময়িকীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গুরিয়ান এবং ওয়াইজম্যানের পরবর্তী ইসরাঈলী প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক বেন জিভি প্যালেস্টাইনের আয়তন হিসাবে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, উত্তরে লেবানন পাহাড়, পূর্বে সিরিয়ার মরুভূমি এবং দক্ষিণে সিনাই উপদ্বীপ (Penisuala) দেখান এবং বলেন যে, এটাই হ'ল প্যালেস্টাইনের প্রাকৃতিক সীমানা।[৫] প্যালেস্টাইনের পূর্ব থেকে দক্ষিণ অংশের সীমানার মোট আয়তন হয় ৯০,০০০ বর্গকিলোমিটার, যা বাংলাদেশের অর্ধেকের বেশী।

ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) শেষে 'ভার্সাই চুক্তি'র বলে বৃটেন ফিলিস্তীনকে তার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। পরিস্থিতি আরও মারাত্মক সংকটের দিকে অগ্রসর হয়। ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর বৃটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেলফোর-এর ঘোষণা ও নীতি অনুযায়ী ১৯১৮ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বহিরাগত ইহূদীরা ফিলিস্তীনে প্রবেশ করতে থাকে। এদেরকে জাতীয় নিরাপত্তা ও স্থায়ী বসবাসের সুযোগ করে দেয়া হয়। ভূ-মধ্যসাগর তীরবর্তী ১০,১৬২ বর্গমাইল জুড়ে প্রতিষ্ঠিত ফিলিস্তীনে (প্যালেস্টাইনে) ১৯১৮ সালে বৃটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে লোকসংখ্যা ছিল ৭০,৮০০। এর মধ্যে আরব ছিল শতকরা ৯৩ ভাগ এবং বাদবাকী ৭ ভাগ ছিল দেশীয় ইহূদী। মাত্র ৩০ বছর পরে ১৯৪৮ সালে ১৪ই মে যখন বৃটেন সেখান থেকে চলে আসে, তখন ফিলিস্তীনের লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯,৫০,০০০। যার মধ্যে ২ লাখ দেশীয় ইহূদী, ৪ লাখ বহিরাগত ইহূদী ও বাদবাকী সাড়ে ১৩ লাখ সুন্নী আরব মুসলিম।[৬]

উল্লেখ্য, ফিলিস্তীনী মুসলমান ও ইহূদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত খুব বৃদ্ধি পেলে ১৯৩৯ সালে ফিলিস্তীনে ইহূদীদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। এ দিকে জার্মানীর রাষ্ট্রনায়ক হিটলার ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তার বাহিনী কর্তৃক বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ ইহূদী নিধন এবং অন্যান্য চাপে ফিলিস্তীনে ইহূদীরা আশ্রয় নিতে পারেনি। ১৯৪৭ সালে ২৯শে নভেম্বর মুসলমান-ইহূদী দু'পক্ষে যুদ্ধ বাধে। সমস্যা মিটাতে জাতিসংঘ ফিলিস্তীনীকে দু'ভাগে ভাগ করার খসড়া সিদ্ধান্ত নেয়। যার এক ভাগে থাকবে মুসলমান এবং আরেক অংশে থাকবে ইহূদীরা। আর যেরুসালেম থাকবে স্বতন্ত্র। যার মীমাংসা হবে জাতিসংঘ কর্তৃক দু'পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে। ফিলিস্তীনীরা এ পরিকল্পনা মেনে নেয়নি। জাতিসংঘ কর্তৃক পরিকল্পনা নেয়ার একদিন পরেই নিজেদের অধিকৃত অঞ্চলকে নিয়ে স্বাধীন দেশ হিসাবে ঘোষণা করে। সৃষ্টি হয় ইসরাঈল। যেরুসালেমের পশ্চিম অংশের দখল থাকল তাদের হাতে। শহরের পূর্ব অংশ (পুরনো অংশ) ফিলিস্তীনীদের দখলে থাকে। তবে এর নিয়ন্ত্রণ থাকে জর্ডানের হাতে। তখন থেকে লাখ লাখ ফিলিস্তীনী ঘর ছাড়া হয়। ১৯৪৮ সালে বৃটিশ সেনা প্রত্যাহার করা হ'লে সে বছরই ১৪ই মে ডেভিড বেনগুরিনের নেতৃত্বে ইসরাঈল রাষ্ট্র ঘোষণা করে। এ ঘোষণার কয়েক মিনিট পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৯৪৯ সালে বৃহৎ শক্তিবর্গ এ রাষ্ট্রকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র করে নেয়। এরপর ইঙ্গ-মার্কিন ও ইসরাঈলী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও হামলার মুখে লাখ লাখ মুসলমান বিতাড়িত হয়ে আরব দেশগুলোতে উদ্বাস্তু হয়ে মানবেতর জীবন যাপন শুরু করে। আর ফিলিস্তীনে থেকে যায় মাত্র ২,৪৭,০০০ নির্যাতিত আরব মুসলিম। ফিলিস্তীনের ৮০% ভূ-ভাগ দখল করে নেয় আগ্রাসী ইস্রাঈলী দখলদাররা।[৭] সেদিন থেকে বিগত কয়েক যুগ ধরে চলছে ফিলিস্তীনীদের নিয়ে এক রক্তঝরা ইতিহাস।

১৯৬৭ সালের জুনে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ শুরু হ'লে মাত্র ৬ দিনে আরবদেরকে পরাজিত করে মিশরের কাছ থেকে গাযা,

---

৩. *দিগদর্শন, ১/২১৭।*
৪. *মাহমূদ শীছ খাত্তাব, আরব বিশ্বে ইসরাঈলের আগ্রাসী নীল নক্সা, অনুবাদ : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, (ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, ইফাবা, ১৯৮৭), পৃ. ৬।*
৫. *তদেব, পৃঃ ১১ (Palestine magazine vol. 3 no.17)।*
৬. *দিগদর্শন ১/২১৭।*
৭. *দিগদর্শন ১/২১৮।*

সিনাই, পশ্চিমতীর এবং সিরিয়ার কাছ থেকে গোলান মালভূমি দখল করে নেয়। ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে ইসরাঈল পূর্ব ও পশ্চিম উভয় যেরুসালেমকে ইসরাঈলের রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করে। ২০১৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেরুসালেমকে ইসরাঈলের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দিলে বিশ্বের মোড় ঘুরে যায়। সম্পূর্ণ এককভাবে আমেরিকার এ হঠকারি সিদ্ধান্ত কোন রাষ্ট্র মেনে নিতে পারেনি। মুসলিম বিশ্ব গর্জে উঠে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন ওআইসিও এক যরূরী বৈঠকে ১৩ই ডিসেম্বর পূর্ব যেরুসালেমকে ফিলিস্তীনের রাজধানী ঘোষণা করে। ফলে নতুন প্রেক্ষাপট তৈরী হয়। শুরু হয় পবিত্র যেরুসালেম বিশেষ করে মসজিদুল আক্বছা ও বহু নবী-রাসূলের জন্মভূমিকে ইহূদীদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য মুসলমানদের আরেক অগ্নিপরীক্ষা।

ফিলিস্তীনের নামকরণ : ফিলিস্তীন কেবল মুসলিম যাহান নয়, বরং গোটা বিশ্ববাসীর নিকট এক আলোচিত ও সমালোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফিলিস্তীন প্রকৃত অর্থে ইহূদীদের নয়; বরং ন্যায়সংগতভাবে মুসলমানদেরই যা উৎপত্তিগত ও ঐতিহাসিক-দালীলিক সূত্রে প্রমাণিত। ফিলিস্তীনের পূর্ব নাম 'কেন'আন'। নূহ (আঃ)-এর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষের নাম 'ফিলিস্তীন'। 'ক্রিট' ও 'এজিয়ান' সাগরের দ্বীপপুঞ্জ থেকে আগত ফিলিস্তীনীদের নামানুসারে এই অঞ্চল 'ফিলিস্তীন' নামে পরিচিত হয়। খৃষ্টানদের আগমনের বহু পূর্বেই এরা এই অঞ্চলে বসতিস্থাপন করে। ফিলিস্তীনীরা 'আগনন' সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আরব বংশোদ্ভূত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর সময়ে ১৩-১৭ হিজরী সনে ফিলিস্তীন পূর্ণভাবে ইসলামী খেলাফতের অধীনস্ত হয়।[৮]

যেরুসালেম মুসলমানদের নিকট পবিত্র স্থান : উৎপত্তিগত দিক থেকে ফিলিস্তীন মুসলমানদের বলেই প্রতীয়মান হয়। একইভাবে আল্লাহ প্রেরিত বিভিন্ন বাণী, নবী প্রেরণ ও মসজিদুল আক্বছা ও অন্যান্য পবিত্র স্থানের কারণে এটা মুসলমানের নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ও পবিত্র স্থান। যা রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। বায়তুল আক্বছার দৈর্ঘ্য ৮০ মিটার ও প্রস্থ ৫৫ মিটার। মসজিদটি ক্বা'বা গৃহ নির্মাণের ৪০ বছর পর নির্মিত হয়। এটা ১৭ মাস যাবৎ মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা ছিল বলে মুসলমানদের নিকট তা পবিত্র। দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত এটাই পৃথিবীর দ্বিতীয় ইবাদত গৃহ।[৯] ইবনে তায়মিয়া বলেছেন, 'ইবরাহীম (আঃ)-এর যুগেই মসজিদে আক্বছা নির্মিত হয়েছিল। তবে সুলায়মান (আঃ) তাকে বড় ও মযবূত করে তৈরী করেন।[১০] সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক এই মসজিদ নির্মাণে ৩০ হাযার শ্রমিকের ৭ বছর সময় লেগেছিল। এই মসজিদুল আক্বছাতেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে সকল নবী ছালাত আদায় করেছেন। এখান থেকে তিনি ঊর্ধ্বাকাশে মি'রাজে গমন করেন। মহান আল্লাহ বলেন, سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ– 'মহাপবিত্র তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বছায়, যার চতুস্পার্শ্বকে আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাবার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(ইসরা ১৭/১)*।

এ বিষয়ে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, মি'রাজের ব্যাপারে কুরাইশরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল তখন আমি (কা'বায়) হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আর আল্লাহ বায়তুল মুক্বাদ্দাস (মসজিদটি)-কে আমার সামনে উদ্ভাসিত করলেন। ফলে আমি তার দিকে তাকিয়ে তার চিহ্ন ও নিদর্শনগুলো তাদেরকে বলে দিতে থাকলাম'।[১১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনটি মসজিদ ব্যতীত ছওয়াবের উদ্দেশ্যে অন্য কোন মসজিদে সফর করা যাবে না। তা হচ্ছে, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আক্বছা'।[১২]

এই ফিলিস্তীন ও তার আশেপাশে প্রায় পাঁচ হাযার বছর পূর্বে মুসলমানদের আদি পিতা ও নবী ইবরাহীম (আঃ), লূত (আঃ), ইয়া'কূব (আঃ), দাঊদ (আঃ), ইসহাক্ব (আঃ), ইসমাঈল (আঃ), সুলাইমান (আঃ) সহ কয়েক হাযার নবীর জন্মস্থান, বাসস্থান, কর্মস্থল ও মৃত্যুস্থান। মূসা (আঃ)-এর জন্ম মিশরে হ'লেও তাঁর মৃত্যু হয় এখানে এবং তাঁর মৃত্যু হ'ল বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপকণ্ঠে। নিকটবর্তী তীহ প্রান্তরে মূসা, হারূণ, ইউনুস প্রমুখ নবী বহু বৎসর ধরে তাওহীদের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন।[১৩] ঈসা (আঃ) এখানকার 'বেথেলহামে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এখান থেকেই ইহূদী-নাছারাদের হত্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ তাকে আসমানে উঠিয়ে নেন। কিয়ামতের পূর্বে তাঁর হাতেই এখানে ইয়াজূজ-মাজূজ ও দাজ্জাল ধ্বংস হবে। 'তূর' পাহাড়ও এখানে অবস্থিত।[১৪] ঈসা (আঃ) আবার পৃথিবীতে আসবেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত হয়ে।

ইসরাঈল জাতিসংঘকে মানে না : নানা কূটজালে জাতিসংঘ ১৯৪৯ সালে ইসরাঈলকে পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে সদস্য করে নেয়। এ বিষয়ে ঐ সালের ১১ই মে তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত ৩৭৩/৩ নং প্রস্তাব অনুযায়ী দু'টি শর্তের ভিত্তিতে ইসরাঈলকে জাতিসংঘের সদস্য হিসাবে গ্রহণ

৮. দিগদর্শন ১/২১৭।
৯. ঐ, ১/২১৯।
১০. মাজমাউল ফাতাওয়া ১৭শ' খণ্ড, ৩৫১ পৃঃ।
১১. বুখারী হা/৩৮৮৬।
১২. বুখারী হা/১১৮৯; মুসলিম হা/১৩৯০।
১৩. নবীদের কাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড, হা.ফা.বা, ডিসেম্বর'১৬, পৃঃ ৮২।
১৪. মুসলিম, হা/২৯৩৭; মিশকাত হা/৫৪৭৫।

করা হয়। (১) কোন রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই ইসরাঈল জাতিসংঘ সনদ মেনে চলবে এবং সদস্য হবার পরদিন থেকেই সে উক্ত সনদ অনুযায়ী কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। (২) বিশেষ করে সে ১৯৬৭ সালের ২৯শে নভেম্বর ও ১৯৪৮ সালের ১১ই জানুয়ারীতে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। এই মর্মে উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য জাতিসংঘের নিয়োজিত বিশেষ রাজনৈতিক কমিটির সম্মুখে ইসরাঈলী প্রতিনিধি পূর্ণ বিবরণ ও ব্যাখ্যা সহ নোটিশ প্রদান করে।[১৫] ইসরাঈল এ শর্তদ্বয় মেনে নেয় শুধু স্বীকৃতি পাবার জন্য। অথচ তার ধাপপাবাজি ও কূটকৌশলের প্রকৃতরূপ প্রকাশিত হয় মাত্র দু'মাস পরেই। ইসরাঈল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জাতিসংঘের বিশেষ কমিটিতে পেশ করা হয় যে, 'ঘড়ির কাটা পিছনে ফিরে যায় না। এটা যেমন অসম্ভব, কোন আরব উদ্বাস্তুর পক্ষে তাদের ফেলে যাওয়া পুরাতন আবাসভূমিতে ফিরে আসা তেমনি অসম্ভব'।

সদস্যপদ লাভের সাত মাস পরে ১৯৪৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর ইসরাঈল নেসেটে বেনগুরিয়ান ঘোষণা করেন যে, জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৪৯ সালের ২৯শে নভেম্বর গৃহীত বিভক্তিকরণ প্রস্তাবকে ইসরাঈল বাতিল, অবাস্তব ও বেআইনী মনে করে। এভাবে ইসরাঈল জাতিসংঘের প্রস্তাবসমূহের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে এবং তা প্রত্যাখ্যান করে। অথচ উক্ত প্রস্তাবসমূহ মেনে চলবে বলে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। উল্লেখ্য, ঐ প্রস্তাবে প্যালেস্টাইনকে দু'টি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত করা এবং ফিলিস্তীনী উদ্বাস্তুদেরকে তাদের স্বদেশ ভূমিতে ফিরে আসার অধিকার অনুমোদন করা হয়েছে। আর ১৯৬৭ সালের সিদ্ধান্ত মেনে নিলেই সেখানে দ্রুত শান্তি ফিরে আসত।

ইহূদীদের এই দ্বিমুখী চরিত্রের কারণে বিশ্বে কত বড় সংকট সৃষ্টি করছে তার হিসাব কে রাখে? সারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ইহুদীর সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লাখ এবং মুসলমানের সংখ্যা ১০০ কোটি। এই ইহুদীরাই সকল গণহত্যার মূল পরিকল্পনাকারী। মোট জনসংখ্যার মাত্র দশমিক ৯৩ শতাংশ হওয়ার পরও যেন ইহুদীরা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং হিংসা-বিদ্বেষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে আমেরিকা ও ইসরাঈলী একে অপরকে ব্যবহার করছে। পর্যায়ক্রমে গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ইসরাঈলের পরিকল্পনা। সেটা হয়ত আমেরিকান খৃষ্টানরাও টের পাচ্ছে না। আল্লাহ এদেরকে 'অভিশপ্ত' হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এরা মানব জাতির শত্রু। এরা মধ্যপ্রাচ্যকে অশান্ত রাখতে চায়। এই সুযোগে পরাশক্তিগুলো ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করছে। জাতিসংঘ ২১শে ডিসেম্বর'১৭ তারিখে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত যেরুসালেমকে ইসরাঈলের রাজধানীর স্বীকৃতিকে বাতিল ও প্রত্যাখ্যান করে একটি বিল পাস করে। তবে এতেও ইসরাঈল সামান্যতম ভীত নয়। তাদের ভাবখানা হচ্ছে আমরাই বিশ্বে এখন অদ্বিতীয় শক্তি, আমাদের রোখার কেউ নেই (?) জাতিসংঘের ধার আমরা ধারি না!

যেরুসালেম ও আল-আক্বছাকে উদ্ধারে করণীয় : দখলদার ইহুদী সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির কবল থেকে ফিলিস্তীনকে উদ্ধার করতে মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সেই সাথে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে।-

(১) ফিলিস্তীনী গোষ্ঠীগুলো বিশেষ করে 'হামাস' ও 'ফাতাহ'-এর দ্বন্দ্ব নিরসন করে সকলকে এক ও ঐক্যবদ্ধভাবে দখলদার ইসরাঈলের বিরুদ্ধে লড়তে হবে এবং স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামরিক প্রশিক্ষণকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। যেমনটি ইসরাঈল পূর্ব থেকে করে আসছে।

(২) ফিলিস্তীনীদেরকে শুধু জাতীয়তা বোধে নয় বরং নিজ মাতৃভূমি ও মুসলমানদের পবিত্র ভূমিগুলো রক্ষার জন্য ঈমানী চেতনা নিয়ে কাজ করতে হবে। এর জন্য বিজাতীয় সকল মতবাদ পরিহার করতে হবে।

(৩) ফিলিস্তীনী শাসক মাহমূদ আব্বাসকে মধ্যপ্রাচ্য সহ আন্তর্জাতিক মহল থেকে কূটনৈতিক সমর্থন আদায়ের জোরালো চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং জাতিসংঘের কাছে দাবী করতে হবে যেরুসালেমকে ফিলিস্তীনীদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য।

(৪) এ বিষয়ে 'আরবলীগ' ও 'ওআইসি'কে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে। মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধভাবে ফিলিস্তীনীদের সার্বিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে এবং ওআইসির তত্ত্বাবধানে বিকল্প সামরিক ও অর্থনৈতিক জোট গঠন করতে হবে।

(৫) দেশে দেশে গণতন্ত্রের নামে যে দ্বন্দ্ব চলছে মুসলমানদেরকে তা পরিহার করতে হবে এবং আল্লাহ্র বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে। মোড়ল রাষ্ট্রগুলোর ওপর ভরসা কমিয়ে দান-ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে না ঘুরে নিজ জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইনছাফের সাথে দেশ ও জাতিকে পরিচালনা করতে হবে। দেশকে শক্তিশালী করার জন্য যুগোপযুগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

এ বিষয়ে মুসলিম দেশগুলোর সমন্বয়ে বিশ্বমুসলিম পরিষদ গঠন করতে পারে। যেমনটি ১৯৬৮ সালে কায়রো, মক্কা ও আম্মানে এবং ১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে ইহূদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার ব্যাপারে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এখনও এই প্রস্তাবটি কাজে লাগানো যেতে পারে।[১৬]

(৬) যেরুসালেম সমস্যা জাতিসংঘের যরূরী সভায় উত্থাপন করতঃ দ্রুত সমাধান করতে হবে।

উল্লেখ্য, এই যেরুসালেম সমস্যার সমাধান যদি সেই ১৯৪৮ সালেই করা হ'ত তাহ'লে আজকের ফিলিস্তীনের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। মূলতঃ এই দুর্দশার জন্য জাতিসংঘের বিলম্বিত ও দুর্বল নীতিই দায়ী। প্রয়োজনে জাতিসংঘের

১৫. আরব বিশ্বে ইসরাঈলের আগ্রাসী নীল নক্সা (অনুযায়ী, পৃ. ৪৯,৫০।

১৬. আরব বিশ্বে ইসরাঈলের আগ্রাসী নীলনক্সা, পৃ. ৬০।

সাধারণ পরিষদে নিরাপত্তা পরিষদের ৫ স্থায়ী রাষ্ট্রের ভেটো পাওয়ারের আইনকে বাতিল করতে হবে। কেননা সভ্যতার যুগে 'এক রাষ্ট্র-একনীতি'র কারণে কার্যতঃ গোটা বিশ্বই শান্তি র পরিবর্তে অশান্তির আধারে পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ফিলিস্তীন বিষয়ে অসংখ্যবার ভেটো পাওয়ার প্রয়োগই তার প্রকৃষ্ট উদহারণ। একইভাবে চীন বা রাশিয়ার ভেটো ক্ষমতার কারণে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর সেনা ও বৌদ্ধ কর্তৃক নারকীয় ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে প্রায় গোটা বিশ্ব এক হয়েও তা থামাতে পারেনি, তাদের ফেরৎ নেয়নি এবং তার কোন বিচার-ফায়ছালা আজও করতে পারছে না।

পরিশেষে বলব যে, মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার অন্য কেউ আদায় করে দিবে না। মুসলমানদেরকেই তা আদায় করতে হবে। তাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করাও এ মুহূর্তে অত্যন্ত যরূরী। আল্লাহ আমাদের মযলূম ফিলিস্তীনী ভাই-বোনদের রক্ষা করুন এবং মসজিদুল আক্বছাকে হেফাযত করুন- আমীন!!

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০ বংশাল, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর, ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক, ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর, ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই, ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পবলিকেশন্স, কাঁটাবন, ০১৯১৯-৯৬২৯১৯।

গাযীপুর : বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর, ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা, ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০।

চট্টগ্রাম : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম শাখা, ই.পি. জেড, ০১৮৩৮-৬৬৯৩৬৫।

কুমিল্লা : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং, ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম, ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী, ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী, ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।

সিলেট : আব্দুছ ছবূর, ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট, ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।

হবিগঞ্জ : আল-ফুরকান লাইব্রেরী, ০১৭২৮৭৫৭৮৬১। **নীলফামারী :** এ.এস.এম. আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস, ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, নাউতারা বাজার, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।

জামালপুর : আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর, ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।

নরসিংদী : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২। **বাগের হাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

যশোর : মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা, ০১৭২৮-৩৩৮২৮৫। **ময়মনসিংহ :** আবুল কালাম, ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫।

কুষ্টিয়া : শহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭। **সিরাজগঞ্জ :** মুহাম্মাদ ওয়াসিম, শাপলা লাইব্রেরী ০১৭২৮-২৪৭০৮৮। **ঝিনাইদহ :** আসাদুল্লাহ কিতাব ঘর ০১৭৫৩-৬৫২৮৬১।

খুলনা : আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১। **লালমণিরহাট :** শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা, ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।

সাতক্ষীরা : হাবীবুর রহমান, ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া, ০১৭৪৮-৯১০৮২৫।

পাবনা : শীরীন বিশ্বাস, ০১৯১৫-৭৫২৭১১; রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী, ০১৭১৪-২৩১৩৬২; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১।

মেহেরপুর : সাইফুল ইসলাম, জোনাকী লাইব্রেরী, ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার, ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।

রংপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, রেযাউল করীম, দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; মুহাম্মাদ বেলাল, ০১৭২৩-৯৩৭৯৮৭। **গোবিন্দগঞ্জ,গাইবান্ধা :** হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ০১৭৩৭-৮৯৭০১১; ০১৭৩১-৪৮৫৭১৯।

দিনাজপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর, ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুনীরুয্যামান, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর, ০১৭৪৪-৩৬৯৬৯৪; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন, ০১৭৮৩-৮২২৫৯৫; মীযানুর রহমান, তামীম বই ঘর, রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, ০১৭৩৭-৬০৭৪৮৮।

বগুড়া : শাহীন, শাহীন লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী, ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; আনীসুর রহমান, সেনানিবাস, ০১৭৪২-১৬৪৭৮২; আল-মমীনা লাইব্রেরী ০১৭১৪-৯৩৮০৮৭; মমীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; ডাঃ মহসিন, ০১৭২৪-১৩৩৬৭২; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭।

জয়পুরহাট : আল-আমীন, বটতলী বাজার, ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।

ঠাকুরগাঁও : আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী, ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা, ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; জিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।

নওগাঁ : আফযাল হোসাইন, ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। মা-বাবা আদর্শ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, চকদেব ডাঃ পাড়া ০১৭৪০-৪১৫৫৮৩।

রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কাজলা, মতিহার ০১৭৩৪-২৪৬৪৮১।

থাপড়িয়ে দাঁত ফেলে দেব

থাপড়িয়ে দাঁত ফেলে দেব- বলেই তেড়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন মসজিদ কমিটির জনৈক দায়িত্বশীল। রাগ-ক্ষোভকে বুকেই চাপা দিয়ে অশ্রুসজল চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন ইমাম ছাহেব। তার অপরাধ বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন থাকা। বিচারটা মহান আল্লাহ্‌র কাছেই হয়তো দিলেন (আল্লাহু আ'লাম)।

তিনি একাধারে ক্লিনার, খাদেম, মুওয়াযযিন, ইমাম ও খত্বীব। অর্থাৎ মসজিদের সব কাজই করেন। ষাটের কোঠায় বয়স। স্ত্রী, কলেজ-মাদ্রাসায় পড়ুয়া চার সন্তান নিয়েই তার চলমান সংসার। ইসলামী শিক্ষার সামান্য জ্ঞান নিয়েই তিনি বর্তমানে মাসিক ৭০০০ টাকা বেতনে মসজিদের পূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। বাদ আছর কুরআন শিক্ষা দিয়ে হাদিয়া স্বরূপ টেনেটুনে মাস শেষে আরও হয়তো সর্বোচ্চ ২,০০০ টাকা যোগ করেন।

যে মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন সমাজটি মূলত আহলেহাদীছ (পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী) হিসাবেই পরিচিত। সমাজের ঊর্ধ্বতন পুরুষ বহু বছর পূর্বে সঊদী আরব থেকে হজ্জব্রত পালন শেষে মাযহাব ত্যাগ করে দেশে ফিরে আহলেহাদীছ মসজিদ আবাদ ও সমাজ সংস্কার করেন। কালের বিবর্তনে আজকে এই সমাজের মসজিদের ইমাম হ'লেন আলোচ্য দ্বীনি ভাই। নিজেদের আহলেহাদীছ হিসাবে পরিচয় দেওয়া সমাজের অধিকাংশ পরিবারই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত। তবে সময়ের পরিক্রমায় অন্যান্য শ্রেণী-গোষ্ঠীর সাথে বিচরণ ও আত্মীয়তার কারণে এই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিরক-বিদ'আত বিদ্যমান। স্রোতের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ইমাম ছাহেব একাই সাধ্যমতো পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ সংস্কারে আহ্বান জানান এবং নিজেও দৃঢ় থাকার চেষ্টা করেন। এই দৃঢ়তার কারণেই তাকে বিভিন্নভাবে অপমান এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করে দিনাতিপাত করতে হয়। তিন দিনা, চল্লিশা, বিবাহ ও মাযহাবের নামে বিবিধ শিরক-বিদ'আতী অনুষ্ঠানগুলোতে তাকে যখন দাওয়াত দেয়া হয়, তিনি সেদিন ছিয়াম রাখার, রাতে শরীর অসুস্থ থাকার কথা বলে তা পরিহার করেন। ছিয়ামের কথা জেনে লোকেরা খাবার না পাঠানোতে দিন-রাতগুলোতে কোন বেলা শুধু মুড়ি খেয়ে বা না খেয়েও অতিবাহিত করেন। অথচ কাউকে এ সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টাও করেন না!

সমাজের কোন ভাই-বোন কোন কোন সময় কিছু আর্থিক সাহায্য পাঠান। তিনি সেই টাকাগুলো দিয়ে বিভিন্ন ইসলামী বই ক্রয় করে সমাজের মাঝে বিতরণ করেন, যাতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে তারা নিজেদের সংশোধন করে নিতে পারেন। অথচ সামান্য বেতনে তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন অভাব-অনটনে তাদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। পারিবারিক চাহিদা না মেটানোর দায়ে নিজের স্ত্রী-সন্তানদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও হজম করতে হয় অধিকাংশ সময়ে। প্রতিটি জুম'আর দিনে ছালাত আদায়ের শেষেই তাকে বিনীত স্বরে মুছল্লীদের লক্ষ্য করে বিগত মাসগুলোর বেতনের বকেয়া অংশ পরিশোধের তাকীদ দিতে হয়। মাসশেষে যেখানে বেতন দেয়াই নিয়ম। অথচ সামান্য অর্থও মাসের পর মাস অনেকেই বাকী রাখেন। মুছল্লীদের কেউ কেউ তো তাচ্ছিল্য করে বলেও ফেলেন হুজুর এত টাকা টাকা করেন কেন? এসব মুছল্লীগণ মাসের প্রথম দিকে বেতন পরিশোধ না করে মাসের পর মাস বকেয়া রাখতে লজ্জিত হন না। অথচ বেতন চাইলে তাদের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয়!

সমাজ ও সমাজের বাইরের কোন নির্যাতিত আহলেহাদীছ ভাই যখনই সহায়তার জন্য ইমাম ছাহেবের কাছে আসেন, তিনি সেই ভাইয়ের সাহায্যার্থে নিজের বেতনের একটা অংশ তো দেনই সাথে সমাজের ও পরিচিত অন্য ভাইদের দ্বারে দ্বারে হাত পেতে অর্থ সংগ্রহ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। মুছল্লীদের কেউ কেউ তাকে প্রশ্ন করেন আপনার নিজেরই কত সমস্যা তো একটু আপোষ করলে, মুনাজাত ধরলে তো ক্ষতি নেই। আর্থিক সহায়তার দ্বারও খুলে যায় সমাজের বৃহৎ অংশের নিকট বিরাগভাজন হওয়া থেকে নিরাপদে থাকতে ও ভালোভাবে পরিবার নিয়ে চলতে পারেন। উত্তরে মৃদু হেসে বলেন, সামান্য আপোষের কারণে আমার সৎআমলগুলো যে ভাই নষ্ট হয়ে যাবে! অভাব-কষ্ট তো পূর্বসূরীদের থেকে প্রাপ্ত। তারা আমার থেকেও অনেকগুণ বেশী দরিদ্রতা, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন সহ্য করেছেন, তাদের তুলনায় এটাতো ধূলাকণার সমানও নয়। শিরক-বিদ'আত করে উপার্জিত অর্থ কার জন্য রেখে যাব? ইবাদতও কি কবুল হবে? অথচ আমার কবরে আমার একাই যেতে হবে। যে কোন কাজের নিয়তটাই মুখ্য। আমি কোন নিয়তে ইবাদত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ করছি সেটাই তো বিবেচ্য বিষয় ভাই! আমার অভাব-অভিযোগ আমি আমার প্রতিপালকের নিকটেই জানাই এবং সাহায্য তাঁর কাছেই প্রার্থনা করি। জীবন চলার পথে একটু খেয়াল করলেই দেখতে পারবেন অনেকেই শারিরীক বিভিন্ন অসুস্থতা নিয়ে সময় অতিবাহিত করছেন। কারো দু'টো হাত বা পা নেই, কারো দু'টো চোখ অন্ধ, আবার কারো বিবিধ সমস্যা। আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহ তো আমাকে, আমার পরিবারের সদস্যদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুস্থ রেখেছেন।

ফেলে আসা সময়ের একটা অংশে আমি মাযহাবী ছিলাম। তখন মীলাদ, সভা-সেমিনার, তাবীয-কবয ইত্যাদি দিয়ে ভালো পয়সা আয় করছিলাম। সাথে পেতাম সালাম ও সম্মান। মহান আল্লাহ্‌র রহমতে যেদিন থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলো পেয়েছি, সেদিন থেকেই কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার প্রয়াস পাচ্ছি। সেই সাথে নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করে অপরকে দাওয়াত দেয়া শুরু করেছি। সেদিন থেকেই পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনও সাধারণ মানুষের দ্বারা বিভিন্নভাবে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার সহ্য করছি। বিনিময়ে মহান আল্লাহ্‌র রহমতে ঈমানের যে স্বাদ আমি পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। হক্বের দাওয়াত দেওয়াটা সহজ কিন্তু হকের উপরে দৃঢ় থাকাটা কঠিন। মহান আল্লাহ্‌র কাছে দৃঢ় থাকার তাওফীক কামনা করছি।

মসজিদ কমিটির ঐ দায়িত্বশীল পরের দিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থ শরীর নিয়ে হা-হুতাশ করতে করতে স্ত্রীকে বলছেন, আমি গতকাল রাতে ইমাম ছাহেবের সাথে দুর্ব্যবহার করেছি, মারতে উদ্ধত হয়ে সম্মুখে এগিয়ে গিয়েছি। তাতেই কি অসুস্থ হয়ে গেলাম? স্ত্রী উত্তরে বললেন, এটা আপনি কি করেছেন? হুজুরকে মারার জন্য গেলেন কেন? হয়তো ছালাতে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে বিচার দিয়েছেন এবং তার দো'আ কবুল হয়ে গিয়েছে। আপনি এখনি গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিন। অসুস্থ শরীর নিয়েই ঐ দায়িত্বশীল ব্যক্তি ইমাম ছাহেবের কাছে এসে হাতদু'টি ধরলেন, মিনতির স্বরে ক্ষমা চাইলেন। বিস্মিত ইমাম ছাহেব ক্ষমার বাক্যগুলো আওড়াচ্ছেন আর হৃদয়ের গভীর থেকে মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছেন, যিনি আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সকল সুখ-দুঃখ ও আবেদন-নিবেদন তাঁর কাছেই। তিনিই মাযলূমের দো'আ শ্রবণ করেন ও কবুল করেন এবং যালেমকে লাঞ্ছিত করেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হকের উপরে অবিচল রাখুন-আমীন!

-আব্দুল্লাহ, গাযীপুর।

Contents

উপকারীকে প্রতিদান দেওয়া

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে তারা বসবাস করে। আবার তারা একে অপরের উপরে নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নির্ভরশীল ব্যক্তিকে উপকারীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। কোন মানুষ উপকার করলে তাকে প্রতিদান দেওয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ ছিল। এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদীছ-

ইমরান বিন হুসায়ন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা রাতে পথ চলছিলাম। প্রভাতের নিকটবর্তী সময়ে আমরা এক মনযিলে অবতরণ করলাম। আমাদের চোখ ঘুমে বুজে গেল, এমনকি সূর্য উঠে গেল। রাবী বলেন, আমাদের মধ্যে আবূবকর (রাঃ) সর্বপ্রথম জেগে উঠলেন। আমাদের অভ্যাস ছিল যে, যখন নবী করীম (ছাঃ) ঘুমাতেন তখন ঘুম থেকে তাঁকে জাগাতাম না, যতক্ষণ না নিজে জেগে উঠতেন। এরপর ওমর (রাঃ) জেগে উঠলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দিতে লাগলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জেগে উঠলেন। মাথা তুলে দেখতে পেলেন যে, সূর্য উদিত হয়েছে।

তিনি বললেন, তোমরা চল। তখন তিনি আমাদের নিয়ে চললেন। যখন সুর্যের আলো পরিষ্কার হয়ে গেল তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং আমাদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলেন। লোকদের মধ্য থেকে একজন আলাদা রইল। সে আমাদের সঙ্গে ছালাত আদায় করল না। ছালাত শেষ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক! কিসে তোমাকে আমাদের সাথে ছালাত আদায় থেকে বিরত রাখল? সে বলল, হে আল্লাহ্র নবী! আমি জুনুবী হয়ে গেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে মাটি দ্বারা তায়াম্মুমের আদেশ করলেন। সে মাটি দ্বারা তায়াম্মু করে ছালাত আদায় করল।

এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কয়েকজন আরোহীসহ আমাকে পানির তালাশে আগে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা ভীষণ পিপাসিত ছিলাম। আমরা যখন পথ চলছিলাম, তখন আমরা এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। সে উটের পিঠে দু'টি পানির মশকের মধ্যে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, পানি কোথায় আছে? সে বলল, অনেক অনেক দূরে, তোমরা পানি পাবে না। আমরা বললাম, তোমার বাড়ী থেকে পানির স্থানের দূরত্ব কতটুকু? সে বলল, একদিন ও একরাতের পথ। আমরা বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে চলো। সে বলল, রাসূলুল্লাহ কে? আমরা তার সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে চললাম এবং তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে নিয়ে গেলাম। তিনিও তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে তাঁর কাছে সেরূপই বলল, যেরূপ আমাদের কাছে বলেছিল। সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এও জানাল যে, সে একজন বিধবা, তার কয়েকজন ইয়াতীম বাচ্চা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পানি বাহক উটটি সম্পর্কে নির্দেশ দিলে সেটি বসানো হ'ল। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মশক দু'টির উপরের মুখ দু'টিতে কুল্লির পানি ঢেলে দিলেন। এরপর আমরা ৪০ জন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলাম এবং আমাদের সঙ্গে যে মশক ও পাত্র ছিল, তা ভরে নিলাম। আমাদের সে সঙ্গীটিকেও গোসলের পানি দিলাম। সেও ভালভাবে গোসল করল। তবে আমাদের উটগুলোকে পানি পান করাইনি। এদিকে মশক দু'টি পানিতে ফেটে পড়ার উপক্রম হচ্ছিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমাদের সঙ্গে যার যা আছে নিয়ে এসো। আমরা তাঁর জন্য রুটির টুকরা ও খেজুর একত্রিত করলাম। আর তাঁর জন্য এগুলো একটি পোটলায় বেঁধে দেওয়া হ'ল। মহিলাকে বললেন, তুমি যাও আর এগুলি তোমার পরিবারকে এবং তোমার ইয়াতীম বাচ্চাদের খাওয়াও। আর জেনে রাখ, আমরা তোমার পানি হ্রাস করিনি। তারপর সে যখন তার পরিবারের কাছে এল তখন বলল, আমি আজ মানুষের মধ্যে সবচাইতে বড় যাদুকরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। অথবা তার ধারণা অনুযায়ী, তিনি নবী। তার ব্যাপার ছিল এইরূপ, এইরূপ। ফলে আল্লাহ তা'আলা সেই মহিলার বদৌলতে তার গোত্রটিকে হেদায়াত করলেন। মহিলাটিও ইসলাম গ্রহণ করল এবং তারাও ইসলাম গ্রহণ করল *(মুসলিম হা/৬৮২)*।

আমাদের সকলের উচিত উপকারীর উপকার অকপটে স্বীকার করা এবং তাকে সাধ্যমত প্রতিদান প্রদান করা। এর ফলে সে নিজেও খুশি হবে এবং পরবর্তীতে আরো উপকারে সচেষ্ট হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

Contents

দরদিনী

ঢাকার বস্তীবাসীদের জীবন সম্বন্ধে যাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে, তাদের মধ্যে কোমল হৃদয়ের লোকেরা ব্যথিত না হয়ে পারে না। মানবেতর জীবন বলতে যা বুঝায়, বস্তীবাসীদের জীবন তদ্রূপ। জীবন বাঁচানোর তাকীদে এরা স্বামী-স্ত্রী মিলে দিনভর নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। মহিলারা সাধারণতঃ শহরে ধনীশ্রেণীর লোকদের বাড়ীতে পরিচারিকার কাজ করে। এদের অনেকেই একই দিনে বিভিন্ন বাড়ীতে কাজ করে থাকে।

জামীলার দু'টি মেয়ে সন্তান। ছোট সন্তানের দেখা-শুনার দায়িত্বে বড় মেয়েকে রেখে জামীলা কাজ করতে যায়। সন্তানহীন এক বাড়িতে সে দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে আসছে। বাড়ীর গৃহকর্তী বেশ কোমল হৃদয়ের মহিলা। নাম জেসমীন। সে একদিন লক্ষ্য করল যে, জামীলা কেমন যেন স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, গর্ভধারণের জন্য জামীলার এ অবস্থা। তাকে দেখে জেসমীন তাকে নরম সুরে বকাবকি করল। স্বামীর ইচ্ছা, তাদের ঘরে একটি পুত্র সন্তান আসুক। স্বামীর ইচ্ছা পূরণে তাকে গর্ভধারণ করতে হয়েছে। নইলে এত কষ্টের জীবনে জামীলার সন্তান নেওয়ার ইচ্ছাই ছিল না। একজন বস্তি বাসিনী হয়ে জামীলা বুঝে, কেবল সন্তান নিলেই তো হবে না, তাকে মানুষ করতে হবে। সে কাজটি বস্তীবাসীদের জীবনে সুদূরপরাহত।

সন্তান লাভের ব্যাপারে মানুষের কোনই হাত নেই। সন্তান ছেলে হবে, না মেয়ে হবে সেটা কেবল আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। এজন্যই দেখা যায়, মানুষ পুত্র সন্তান লাভের আশায় অনেক মেয়ে সন্তানের জন্ম দিয়েছে। জামীলাদের ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। যথাসময়ে সে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করল। পরের বাড়ীতে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে নবজাত শিশুটিকে দুধ পান করিয়ে থাকে। এতে তার পরিশ্রমের মাত্রাটা বেড়ে যায়। গৃহকর্মী নবজাত শিশুকে তার বাড়ীতে রেখে কাজ করতে অনুমতি দেয়। এতে সে অনেকটা স্বস্তিবোধ করে। শিশুটি দেখতে সুন্দর হয়েছে। জেসমীন মাঝে-মধ্যে শিশুটিকে কোলে নিয়ে আদর-সোহাগ করে। এরূপ করতে করতে তার মনে শিশুটির মা হবার বাসনা জাগে। তাই সে একদিন জামীলাকে মনের ইচ্ছার কথা জানায়। জামীলা স্বামীর অনুমতি নিয়ে জেসমীনকে জানাতে চায়। জেসমীন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। জামীলা স্বামীকে বুঝিয়ে মতামত আদায় করে। জামীলা বুঝতে পারে, সে যদি তার মেয়েকে জেসমীনের হাতে তুলে দেয়, তাহ'লে তার মেয়ের ভাগ্য প্রসন্ন হ'তে পারে। জেসমীনের আশা পূরণ হওয়ায় সে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। এখন থেকে শিশুটি জামীলার নয়, জেসমীনের। সে জামীলাকে কিছু টাকা-পয়সা দিতে চায়। এতে জামীলা অস্বীকার করে। তার মনে একথাটাই প্রবল হয়ে দেখা দেয় যে, তার মেয়ে অন্ততঃ সুখে থাকবে। এটাই তার সবচেয়ে বড় পাওয়া।

জগতে সব পিতা-মাতাই চায়, তাদের সন্তানেরা সুখে থাক। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি সব মানুষের ভাগ্যে সুখ মিলাতে সাহায্য করে না। সন্তান লাভের পর জেসমীনের স্বামী অন্যত্র বদলি হয়ে যায়। জামীলা দীর্ঘদিন ধরে সন্তানের দর্শন হ'তে বঞ্চিত থাকে। জগতে অনেক কিছু থেমে থাকলেও সময় থেমে থাকে না। তাই দেখতে দেখতে পনের/ষোল বছর কেটে গেল। এরপর জেসমীনরা আগের জায়গায় ফিরে এল। এতদিনে মেয়েটি বেশ বড় হয়েছে। আগের থেকে আরো সুন্দর হয়েছে। তাকে লেখাপড়াও শিখানো হয়েছে। জেসমীন মেয়েটিকে অকৃত্রিম মাতৃস্নেহেই মানুষ করেছে।

এ জগতে পরের ছেলে কিংবা মেয়েকে নিজের করে নেওয়ার ইতিহাস অনেক। তাই দেখা যায়, নিজ পিতা-মাতাকে বাদ দিয়ে অন্য মানুষকে শিশুরা মাতা-পিতার আসনে বসিয়ে থাকে। পালক মাতা-পিতারা শিশুর কাছে পালিত মাতা-পিতা বলে পরিচয় দেয় না। কারণ এতে ফল শুভ হয় না। জামীলা তার মেয়েকে সহজেই চিনে ফেলে। কিন্তু শুধু নীরব দর্শক হয়ে দেখা করে চলে আসে। সে যে আশা নিয়ে মেয়েকে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছে, তার সে আশা পূরণ হয়েছে। এতেই সে খুব খুশী।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

যেমন পিতা তেমনি সন্তান

অনেক দিন আগের কথা, এক বৃদ্ধ বাবা ও তার সন্তান উটের পিঠে চড়ে এক কাফেলার সাথে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওনা হয়। মাঝ পথে হঠাৎ বাবা তার ছেলেকে বললেন, তুমি কাফেলার সাথে চলে যাও, আমি আমার প্রয়োজন সেরেই তোমাদের সাথে আবার যোগ দিব। আমাকে নিয়ে ভয় পেয়ো না। এই বলে বাবা উটের পিঠ থেকে নেমে পড়লেন, ছেলেও চলতে লাগল কাফেলার সাথে। কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা হয়ে এলো। ছেলে আশে-পাশে কোথাও বাবাকে দেখতে পেল না, সে ভয়ে উটের পিঠ থেকে নেমে উল্টা পথে হাঁটা শুরু করল। অনেক দূর যাওয়ার পর দেখল তার বৃদ্ধ বাবা অন্ধকারে পথ হারিয়ে বসে আছেন। ছেলে দৌড়ে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। অনেক আদর করার পর বাবাকে নিজ কাঁধে নিয়ে কাফেলার দিকে হাঁটা শুরু করল। বাবা বলল, আমাকে নামিয়ে দাও, আমি হেঁটেই যেতে পারব। ছেলে বলল, বাবা আমার সমস্যা হচ্ছে না। তোমার ভারও আল্লাহ্‌র যিম্মাদারী আমার কাছে সব কিছুর চেয়ে উত্তম। কথা শুনে বাবা কেঁদে ফেললেন। ছেলের মাথায় বাবার চোখের পানি গড়িয়ে পড়ল। ছেলে তখন বলল, বাবা কাঁদছ কেন? বাবা বলল, আজ থেকে ৫০ বছর আগে ঠিক এইভাবে এই রাস্তা দিয়ে আমার বাবাকে আমিও কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। বাবা আমার জন্য দো'আ করেছিলেন এই বলে যে, তোমার সন্তানও তোমাকে এরকম করে ভালবাসবে। আজ বাবার দো'আর বাস্তব প্রতিফলন দেখে চোখে পানি এসে গেল।

তাই মা-বাবাকে আপনি যেমন করে ভালবাসবেন, ঠিক তেমনটাই আপনিও ফেরত পাবেন আপনার সন্তানদের নিকট থেকে। সুতরাং নিজের সুখের জন্য হ'লেও মা-বাবার সেবা-যত্ন করা যরূরী। তাদের সেবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তাওফীক দান করুন-আমীন

** হাফেয মুহাম্মাদ সাইফুয্যামান*
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

পুষ্টির অভাবে যেসব রোগ হয়

সুষম খাদ্য না খাওয়ার কারণে শরীরে পুষ্টির অভাব দেখা দেয়। কোন খাবারে কি পরিমাণ পুষ্টিগুণ রয়েছে তা না জানার কারণে আমরা পুষ্টির অভাবে ভুগি এবং শরীরে নানা ধরনের রোগ দেখা দেয়। যেমন- এনিমিয়া, বেরিবেরি, স্কার্ভি, রিকেট ও অষ্টিওম্যারেশিয়া, গলগণ্ড ইত্যাদি।

এনিমিয়া : রক্তে হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি হ'লে এনিমিয়া হয়। বিভিন্ন কারণে হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি হ'তে পারে। যেমন কোন কারণে বেশী রক্তপাত হ'লেও হিমোগ্লোবিন কমে যায়। সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে দ্রুত ঐ হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষিত হয় এবং রক্তপাতের কিছুদিনের মধ্যেই পুনরায় হিমোগ্লোবিনের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে। কিন্তু খাদ্যে কিছু কিছু পুষ্টি উপাদানের অভাব ঘটলে হিমোগ্লোবিন ও রক্তের লোহিত কণিকার সংশ্লেষণে সমস্যা হয় এবং এনিমিয়া দেখা দেয় যা আপনাআপনি সারে না। এনিমিয়াকে প্রতিরোধ করতে হ'লে লোহা, প্রোটিন, ফলিক এসিড ও ভিটামিন সি ও বি-১২ সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। যে সকল খাবারগুলিতে এগুলি পাওয়া যাবে তা হ'ল-

* লোহা বা আয়রনের উৎস : ডিম, কলিজা, ডাল, বাদাম, ছোলা, কচুশাক ইত্যাদি। * প্রোটিনের উৎস: কলিজা, গোশত, মাছ, ডাল ইত্যাদি। * ফলিক এসিডের উৎস: কলিজা, মাছ, গোশত, সবুজ শাক। * ভিটামিন বি ১২: কলিজা, গোশত, ডিম। * ভিটামিন সি: আমলকি, পেয়ারা, টমেটো, কমলা, সবুজ শাক।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েরাই এনিমিয়ায় ভোগেন। এর কারণ হ'ল মাসিক ঋতুস্রাবের জন্য যে রক্তক্ষয় হয় তা পূরণের জন্য যে পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন মেয়েদের খাবারে তার অভাব থাকে। এছাড়া শুধুমাত্র দুধ পান করালে শিশুদের এনিমিয়া হয়। এজন্য ছয়মাস বয়স থেকেই শিশুদের মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে।

রাতকানা : অনেকদিন ধরে খাবারে ভিটামিন-এর অভাব ঘটতে থাকলে চোখে একধরনের রোগ দেখা দেয় যার কারণে অল্প আলোতে বা রাতের বেলায় দেখতে অসুবিধা হয়, একে রাতকানা রোগ বলে। রাতকানা ছাড়াও ভিটামিন-এর অভাবে চোখের মণিতে ঘা, চোখে পুঁজ, সজিবতাহীনতা ইত্যাদি রোগ হয়। আমাদের আশপাশে বিদ্যমান সবুজ শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ থাকে। তাই কচুশাক, পুঁইশাক, লাল শাক, লাউ শাক, কুমড়া শাক ইত্যাদি নিয়মিত খাওয়ার অভ্যাস করলে এসকল রোগ হতে রক্ষা পাওয়া যায়। এছাড়া হলুদ ও সবুজ শাক সবজি ও ফল যেমন- গাজর, মিষ্টি কুমড়া, কাঁঠাল, পাকা পেঁপে, আম, পাকা কলা ইত্যাদিতে ভিটামিন-এ পাওয়া যায়। ছয় মাসের শিশুদের খুব সহজেই এ সকল খাবার খাওয়ানো সম্ভব যেমন শাক চটকিয়ে চালুনি দিয়ে চেলে নরম ভাত ও ডালের সাথে খাওয়ানো যায়। এছাড়া সহজলভ্য ও মোসুমী ফল খাওয়ালে শিশুদের ভিটামিন-এর অভাব দূর হবে।

বেরিবেরি : পা অবশ হয়ে যাওয়া ও চলাচল করার ক্ষমতা না থাকাকে বেরিবেরি বলে। বেরিবেরি হ'লে পা ফুলে এমন হয়ে যে আঙ্গুল দিয়ে টিপলে সে জায়গা দেবে যায়। খাদ্যে থায়ামিনের অভাব হ'লে এ রোগ হয়। এ থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রতিদিন গমের আটার রুটি, ডাল, বাদাম ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। এছাড়া ছোলা, মটর, শিমের বীচি, দুধ, কলিজা ইত্যাদিতে যথেষ্ট থায়ামিন রয়েছে।

স্কার্ভি : ভিটামিন-সির অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়। স্কার্ভি রোগ হ'লে দাঁতের মাড়ি ফুলে যায়, রক্ত পড়ে ও দাঁত নড়বড়ে হয়ে যায়। ভিটামিন-সির অভাবে হাত-পায়ের গিঁটে ব্যথা হয় এবং শরীরে কোন ক্ষত হ'লে সহজে সারতে চায় না। শিশুদের মধ্যে ভিটামিন-সির অভাব প্রায়ই দেখা দেয়। ভিটামিন-সির প্রধান উৎস হ'ল শাকসবজি ও টক ফল। যেমন পাতাবহুল শাকসবজি, কাঁচামরিচ, বাঁধাকপি, টমেটো, আমলকি, পেয়ারা, লেবু, আমড়া ও বাতাবি লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি পাওয়া যায়। সাধারণত রান্নার সময় আগুনের তাপে অধিকাংশ ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায় তাই কাঁচাফল ও সালাদ খাওয়া ভালো।

গলগণ্ড : বাংলাদেশের অনেক মহিলাদের এ রোগ দেখা দেয়। এদেশের উত্তরাঞ্চলের মহিলাদের এ রোগ বেশি দেখা দেয়। গলগণ্ড রোগকে স্থানীয় ভাষায় ঘ্যাগ রোগ বলা হয়। শরীরে আয়োডিনের অভাব হ'লে এ রোগ হয়ে থাকে। আমাদের দেহে যে পরিমাণ আয়োডিনের প্রয়োজন তা খুবই সামান্য, কিন্তু তাও উপযুক্ত খাবার না খাওয়ার কারণে পূরণ হচ্ছে না। আমরা অনেকেই জানি না কোন খাবারে কি পুষ্টিগুণ রয়েছে। আয়োডিনের প্রধান উৎস হ'ল সামুদ্রিক মাছ ও প্রাণী। আয়োডিনের অভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য আয়োডিন যুক্ত লবণ ও সামুদ্রিক মাছ খাওয়া দরকার।

হার্টের অসুখ বোঝার উপায়

হার্টের অসুখে খুব ছোট ছোট কিছু লক্ষণ দেখা যায় যাকে আমরা অধিকাংশ সময়ই এড়িয়ে যাই। যেমন বুকের ব্যথাকে অনেকে গ্যাসের সমস্যা বলে এড়িয়ে যায়। এতে সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। একরম কিছু ছোটখাটো লক্ষণ রয়েছে যেগুলিকে মানুষ এড়িয়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে হার্টের অসুখের লক্ষণ আলাদা আলাদা হয়।

বুকে ব্যথা : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হার্টের অসুখের লক্ষণগুলিকে মানুষ এড়িয়ে যায়। হার্টের অসুখে ঠিক কেমন ব্যথা হয় তা অজ্ঞাত থাকায় অনেকেই নিজে থেকে ওষুধ কিনে খেয়ে ফেলেন। যা কখনই উচিত নয়। তাই কখনও বুকে ব্যথা হ'লে সেটাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

অধিক নাক ডাকা : কারো অত্যধিক জোরে নাক ডাকার অভ্যাস থাকলে এবং শ্বাস নিতে সমস্যা হ'লে এটি হার্টের অসুখের অন্যতম লক্ষণ।

দুশ্চিন্তা : এটি সবক্ষেত্রে মানসিক সমস্যা নয়। সবসময় ছোটখাটো বিষয়ে দুশ্চিন্তা করতে থাকলে হার্টের উপরে মারাত্মক চাপ পড়ে।

দমে কম পড়া : অল্পতেই দম ফুরিয়ে আসছে এবং মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হ'লে বুঝতে হবে ভবিষ্যতে হার্টের সমস্যা হ'তে পারে।

কাশি : যদি সবসময়ে কাশির সমস্যা থাকে এবং তার সঙ্গে রক্ত উঠে আসে তাহ'লে অবশ্যই হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

ক্লান্তি : কখনও কখনও অলসভাবে সময় কাটাতে ভালোই লাগে। তবে যদি সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় তাহ'লে সাবধান। বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে ক্লান্তির সমস্যা হৃদরোগের লক্ষণ বহন করে।

অজ্ঞান হয়ে যাওয়া : কাজের মধ্যেই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলে বুঝতে হবে হার্টের সমস্যা রয়েছে। এ অবস্থায় কোনরকম ঝুঁকি না নিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

চোখে সমস্যা : হার্টের সমস্যার নানা লক্ষণের মধ্যে চোখের সমস্যা অন্যতম। যদি নতুন চশমা নেওয়ার পরও দেখতে সমস্যা হয়, তাহ'লে হার্টে কোন গোলযোগ হয়ে থাকতে পারে।

মাথা ব্যথা : প্রচণ্ড মাথা ব্যথা যা ওষুধ খেলে তা সেরে যায়। হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম লক্ষণ এই রোজকার মাথা ব্যথা।

বমি : প্রায়শই বমি বমি ভাব স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম লক্ষণ।

শরীরের অন্যান্য অঙ্গে ব্যথা : বুকে বা মাথায় ব্যথা খুব স্বাভাবিক। তবে হার্টের অসুখে শরীরে নানা জায়গার গাঁটে ব্যথাও অন্যতম লক্ষণ হিসাবে কাজ করে।

অধিক পরিমাণে ঘামা : অতিরিক্ত ঘর্মাক্ত হওয়া হার্টের সমস্যার অন্যতম লক্ষণ। মাত্রাতিরিক্ত ঘাম হ'লে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

অনিয়মিত পালস : রেট হার্টের সমস্যা হ'লে পালস রেট বাড়তে বা কমতে পারে। অনিয়মিত পালস রেট হ'লে তাতে স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের সমস্যা হ'তে পারে।

ফুলে যাওয়া : হার্টের সমস্যা হ'লে শরীরের নানা জায়গায় ফ্লুইড জমতে থাকে। বিশেষ করে হাত ও পায়ের নানা সংযোগস্থলে। এমন হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

হঠাৎ করে ওযন বেড়ে যাওয়া : হার্টের সমস্যয় এই বিষয়টিকে আমরা অনেকেই এড়িয়ে যাই। তবে হঠাৎ করে অনেক বেশি ওযন বেড়ে গেলে সাবধান। প্রয়োজনে অবশ্যই হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

॥ সংকলিত ॥

হলুদ চাষ

হলুদ একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য। আমাদের প্রতিদিনের রান্নায় হলুদের ব্যবহার হয় সবচেয়ে বেশী। মসলা হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও অনেক ধরনের প্রসাধনী কাজে ও রং শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে হলুদ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ৪৫ হাজার ৫ শত ৫০ একর জমিতে ৭ লাখ ৭ হাযার ৩০০ মেট্রিক টন হলুদ উৎপন্ন হয়। যা চাহিদার তুলনায় খুবই কম। ফলন কম হওয়ার মূল কারণ উচ্চ ফলনশীল জাত এবং উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতির অভাব। উচ্চফলনশীল জাত এবং উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার করা হ'লে হলুদের ফলন দ্বিগুণেরও বেশী করা সম্ভব। বাংলাদেশে টাঙ্গাইল, রাজশাহী, নওগাঁ, পাবনা, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, নীলফামারী ও পার্বত্য যেলা সমূহে হলুদের ব্যাপক চাষাবাদ হয়।

গুণাগুণ ও ব্যবহার : হলুদে আমিষ, চর্বি, প্রচুর ক্যালসিয়াম, লৌহ ও ক্যারোটিন থাকে। হলুদ পাকস্থলীর গ্যাস নিবারণ করে, মুত্রনালীর রোগ নিবারণ করে থাকে এবং ক্ষত শুকাতে ও ব্যথা নিবারণে ব্যবহৃত হয়। মসলা হিসাবে বিভিন্ন প্রকার রান্নার কাজে হলুদ ব্যবহার করা হয়। রূপ চর্চায়ও হলুদের ব্যবহার রয়েছে।

উপযুক্ত জমি ও মাটি : সব ধরনের মাটিতে চাষ করা গেলেও উর্বর দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটি হলুদের জন্য ভালো। যে কোন ফলের বাগানের শুরুতে সাথী ফসল হিসাবে হলুদ চাষ লাভজনক। আবার সম্পূর্ণ ছায়াযুক্ত ফলের বাগানে চাষ করলে ফলন খুবই অল্প হবে, তবে অর্ধেক ছায়া অর্ধেক আলো এমন বড় ফলের বাগানে চাষ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

জাত পরিচিতি : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত হলুদের তিনটি উচ্চ ফলনশীল জাত হচ্ছে (ক) বারি হলুদ-১ (ডিমলা), (খ) বারি হলুদ-২ (সিন্দুরী) ও (গ) বারি হলুদ-৩।

বীজ লাগানো : চৈত্র মাস কন্দ লাগানোর উপযুক্ত সময়। সাধারণতঃ ১৫-২০ গ্রাম ওযনের ১-২টি ঝুঁড়ি বিশিষ্ট কন্দ লাগাতে হয়। ৫০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে সারি করে ২৫ সেন্টিমিটার দূরে দূরে ৫-৭ সেন্টিমিটার গভীরে কন্দ লাগাতে হয়। প্রতি হেক্টরে ২৫০০ কেজি কন্দ প্রয়োজন হয়। কন্দ লাগানোর পর ভেলী করে দিতে হয়।

সার ব্যবস্থাপনা : জমির উর্বরতার উপর সারের পরিমাণ নির্ভর করে। সাধারণতঃ প্রতি হেক্টরে সারের পরিমাণ হ'ল গোবর ৪-৬ টন, ইউরিয়া ২০০-২৪০ কেজি, টিএসপি ১৭০-১৯০ কেজি, এমওপি ১৬০-১৮০ কেজি, জিপসাম ১০৫-১২০ কেজি ও জিংক সালফেট ২-৩ কেজি। জমি তৈরির সময় সমুদয় গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট ও ৮০ কেজি এমওপি সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। কন্দ লাগানোর ৫০-৬০ দিন পর ১০০-১২০ কেজি ইউরিয়া ভেলী হালকাভাবে কুপিয়ে প্রয়োগ করে আবার ভেলী করে দিতে হয়। ১ম কিস্তির ৫০-৬০ দিন পর দ্বিতীয় কিস্তি এবং আরও ৫০-৬০ দিন পর তৃতীয় কিস্তির সার উপরি প্রয়োগ করতে হয়। ২য় ও ৩য় কিস্তির উপরি সার হিসাবে প্রতি হেক্টরে প্রতিবারে ৫০-৬০ কেজি ইউরিয়া ও ৪০-৪৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হয়। ২য় ও ৩য় কিস্তির সার সারির মাঝে প্রয়োগ করে কোঁদাল দিয়ে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে এবং সামান্য মাটি ভেলীতে দিতে হবে।

সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনা : মাটিতে রস না থাকলে মাঝে মাঝে সেচ দিতে হবে। বৃষ্টির পানি যাতে গাছের গোড়ায় না জমে সেজন্য নালা করে পানি বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আগাছা দেখা দিলে তা পরিষ্কার করতে হবে। তবে সার উপরি প্রয়োগের সময় আগাছা পরিষ্কার করে প্রয়োগ করা ভাল।

পোকা-মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা :

ডগা ছিদ্রকারী পোকা : এ পোকা কাণ্ড আক্রমণ করে বলে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। ফলে উৎপাদন কম হয়। এ পোকার মথ (মা) কমলা হলুদ রংয়ের এবং পাখার উপর কালো বর্ণের ফোটা থাকে। কীড়া হালকা বাদামী বর্ণের। গায়ে সূক্ষ্ম শুং থাকে। এ পোকা কাণ্ড ছিদ্র করে ভিতরের দিকে খায় বলে পাতা হলুদ হয়ে যায়। অনেক সময় ডেড হার্ট লক্ষণ দেখা যায়। আক্রান্ত কাণ্ডে ছিদ্র ও কীড়ার মল দেখা যায়। আর্দ্র আবহাওয়ায় এ পোকার আক্রমণ বেশী হয়।

আক্রান্ত ডগা তুলে ফেলা ও সম্ভব হ'লে পোকার কীড়া ধরে মেরা ফেলা, প্রতি লিটার পানিতে ৪ মি.গ্রা. হারে বিটি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। অধিক আক্রমণে অনুমোদিত কীটনাশক যেমন- সুমিথিয়ন ৫০ ইসি ২০ মিলি প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

রাইজোম স্কেল পোকা : এ পোকা রাইজোম (হলুদ) আক্রমণ করে বলে ক্ষেতের আইল থেকে সহজে বুঝা যায় না। ফলে অত্যধিক ক্ষতি সাধিত হয়। পূর্ণাঙ্গ স্কেল পোকা উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের এবং শরীর গোলাকার। এদের শরীর মোমের মত স্কেল দ্ধারা আবৃত থাকে। ফসলের শেষ পর্যায়ে রাইজোমে পোকার আক্রমণ দেখা যায়। পূর্ণাঙ্গ ও নিম্ফ পোকা রাইজোমের রস চুষে খায় বলে রাইজোম আকারে ছোট হয়। রাইজোম কুঁচকে যায় ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়। আক্রান্ত রাইজোম গুদামে রাখলে সেখানে পচন ধরতে পারে। আর্দ্র আবহাওয়ায় এ পোকার আক্রমণ বেশী হয়। জুলাই-আগস্ট মাসে আক্রান্ত রাইজোম তুলে ধ্বংস করতে হবে। স্কেল আক্রান্ত রাইজোম বাদ দিয়ে গুদামজাত করতে হবে। মাঠে আক্রমণ দেখা দিলে ও গুদামে রাখার পূর্বে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

বিছা পোকা : এ পোকার কীড়া ছোট অবস্থায় একত্রে থাকে ও বড় হ'লে পুরো মাঠে ছড়িয়ে পড়ে। বিধায় প্রাথমিক অবস্থায় এদের দমন করা উচিৎ। এটি মথ জাতীয় পোকা এবং কীড়ার শরীর লোমে ঢাকা থাকে। এ কীড়াগুলো ক্ষতিকারক। এ পোকার আক্রমণ মাঝে মাঝে দেখা যায়। কীড়া পাতা ও গাছের নরম অংশ খায়। আক্রমণের মাত্রা বেশী হলে পুরো গাছ পাতা বিহীন হয়ে যায়।

এ পোকা দমনে করণীয় হচ্ছে আলোর ফাঁদ দিয়ে মথ আকৃষ্ট করে মারা। কীড়া দলবদ্ধ থাকাকালীন সংগ্রহ করে হাত দিয়ে পিষে মারা। ক্ষেতের মাঝে কঞ্চি পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করলে পাখি মথ ও কীড়া ইত্যাদি ধরে খায়। শিকারী গান্ধী ও পরজীবী পোকা সংরক্ষণ। আক্রান্ত ক্ষেতের চারিদিকে নালা করে কেরোসিন মিশ্রিত পানি রাখলে কীড়াগুলো ঐ পানিতে পড়ে মারা যায়। সময়মত আগাছা ও মরা পাতা পরিষ্কার করা। অনুমোদিত কীটনাশক নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার করা।

থ্রিপস : এ পোকা ছোট কিন্তু পাতার রস চুষে খায় বিধায় গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। সে কারণে ক্ষেতের মধ্যে পাতা বিবর্ণ দেখালে কাছে গিয়ে মনোযোগ সহকারে দেখা উচিত। অন্যথা ফলন অনেক কমে যাবে। পোকা আকৃতিতে খুব ছোট। স্ত্রী পোকা সরু, হলুদাভ। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ গাঢ় বাদামী। বাচ্চা সাদা বা হলুদ। এদের পিঠের উপর লম্বা দাগ থাকে। এরা রস চুষে খায় বলে আক্রান্ত পাতা রূপালী রং ধারণ করে। আক্রান্ত পাতায় বাদামী দাগ বা ফোঁটা দেখা যায়। অধিক আক্রমণে পাতা শুকিয়ে যায় ও ঢলে পড়ে। রাইজোম আকারে ছোট ও বিকৃত হয়।

সাদা রঙের আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করে ও ক্ষেতে মাকড়সার সংখ্যা বৃদ্ধি করে এ পোকা দমন করা যায়। অনুমোদিত কীটনাশক যেমন-সুমিথিয়ন ৫০ ইসি ২০ মিলি প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করে এ পোকা দমনে রাখা যায়।

লিফ ব্লচ রোগ : ট্যাফরিনা নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। সাধারণত গাছ একটু বড় হ'লে এ রোগ দেখা যায়। এ রোগের আক্রমণ বেশী হ'লে পাতা শুকিয়ে যায় বলে খাদ্য তৈরীর অভাবে হলুদ উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়। পাতার উভয় পৃষ্ঠায় প্রথমে ছোট, ডিম্বাকৃতির, চৌকোনাকৃতির বা অনিয়মিত বাদামী রঙের দাগ পড়ে। দাগগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ও একত্রিত হয়ে সমস্ত পাতা হলুদ করে ফেলে। সমস্ত গাছ ঝলসানোর মত মনে হয় এবং ফলন কম হয়। আক্রান্ত রাইজোম (হলুদ) ও বায়ুর সাহায্যে এ রোগ ছড়ায়। আক্রমণ বেশী হ'লে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক যেমন-ডায়থেন এম ৪৫ নামের ছত্রাকনাশক প্রয়োগ (২০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

বিশেষ পরিচর্যা : হলুদের ফলন বৃদ্ধি এবং জমি থেকে পানি বের হওয়ার সুবিধার জন্য ২ থেকে ৩ বার দুই সারির মাঝখান থেকে মাটি তুলে গাছের গোড়ায় দিতে হবে। হলুদ রোপণ করার পর নালার উপরে মাটির রস ধরে রাখার জন্য শুকনো পাতা অথবা খড় দিতে হয়।

ফসল সংগ্রহ : সাধারণতঃ লাগানোর ৯-১০ মাস পর পাতা শুকিয়ে গেলে হলুদ সংগ্রহ করা হয়। প্রতি হেক্টরে ২৫-৩০ টন কাঁচা হলুদ পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে একই জমিতে প্রতি বছর হলুদ বা আদা ফসল চাষ করা উচিত নয়।

ফসল সংগ্রহের পর করণীয় :

ঘাম ঝরানো : পাতা, কাণ্ড, শিকড়, পার্শ্ব শিকড় কেটে পরিষ্কার করে পানি দিয়ে হলুদ একাধিকবার ধুয়ে আলাদা করতে হবে। এরপর পরিষ্কার ছায়াযুক্ত স্থানে গাদা করে পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এভাবে দু'তিন দিন হলুদ থেকে উৎপন্ন ঘাম সম্পূর্ণরূপে ঝরানো হয়। ঘাম ঝরানো শেষ হ'লে হলুদ সিদ্ধ করার উপযুক্ত হয়।

সিদ্ধ করা : হলুদ কতক্ষণ সিদ্ধ করতে হবে তা রাইজোমের আকারের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। যেমন-ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির রাইজোম সিদ্ধ হওয়ার জন্য বিভিন্ন সময় নেয়। হলুদ সিদ্ধ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন পার্শ্ববর্তী কন্দ এবং গুড়িকন্দ আলাদা করে সিদ্ধ করা হয়। গুড়িকন্দকে কেটে অর্ধেক করে সিদ্ধ করলে সময় কম লাগে। রাইজোমের সংখ্যার উপর সিদ্ধ করার সময় ১ থেকে ৪ অথবা ৬ ঘন্টা লাগতে পারে। সাধারণতঃ ৫০ থেকে ৭৫ কেজি রাইজোম একবারে সিদ্ধ করার জন্য নির্বাচন করা উচিত। একই পানিতে কয়েকবার হলুদ সিদ্ধ করা যায়।

যতক্ষণ না সাদা ফেনা এবং হলুদের গন্ধযুক্ত সাদা ধোঁয়া বের হয় ততক্ষণ সিদ্ধ করতে হয়। অতিরিক্ত সিদ্ধ করলে রং নষ্ট হয় এবং কম সিদ্ধ করলে হলুদ ভঙ্গুর হয়। আঙ্গুল দিয়ে টিপলে যদি নরম মনে হয় এবং ভোতা কাঠের টুকরো দিয়ে ছিদ্র করা যায় তাহ'লে বোঝা যাবে যে, হলুদ ঠিকমত সিদ্ধ হয়েছে। সিদ্ধ করার ফলে রাইজোমটি (হলুদের খাবারযোগ্য অংশকে রাইজোম বলে) নরম ও আঠালো হয় এবং মেটে গন্ধ দূর হয়। এ সময় রাইজোমের মধ্যে রঙিন উপাদানগুলি সমভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং হলুদের কমলা-হলুদ রং সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়।

সিদ্ধ হলুদগুলোকে একটি পাত্রে রেখে, ২ থেকে ৩ ইঞ্চি উপর পর্যন্ত পানি দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। এই পানিতে চুন বা সোডিয়াম কার্বোনেট বা সোডিয়াম বাইকার্বোনেট মিশিয়ে অ্যালকালাইন দ্রবণ (০.০৫-১%) তৈরি করতে হবে। এরপর হলুদগুলোকে পাত্র থেকে তুলে নিয়ে ২০ গ্রাম সোডিয়াম বাইসালফেট ও ২০ গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক এসিডের জলীয় দ্রবণে ১৫ মিনিট যাবৎ ভিজিয়ে রাখার পর দ্রবণ থেকে ছেঁকে নিয়ে রোদে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

কতদিনের মধ্যে সিদ্ধ করতে হবে : মাঠ থেকে হলুদ সংগ্রহের ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে সিদ্ধ করা উচিত যাতে রাইজোম নষ্ট না হয়। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী হলে হলুদের গুণাগুণ কমে যেতে পারে।

শুকানো : হলুদ রাইজোমগুলিকে সিদ্ধ করার পরপরই রোদে শুকানো উচিত। সিদ্ধকৃত রাইজোমকে ৫ থেকে ৭ ইঞ্চি পুরু করে মোটা বাঁশের চাটাই অথবা মেঝের উপর ১০ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত শুকানো হয়। সন্ধ্যার পূর্বেই হলুদকে ঢেকে রাখা দরকার। চূড়ান্ত পর্যায়ে হলুদের আর্দ্রতা ৫ থেকে ১০ ভাগে এ নিয়ে আসতে হবে। হাত দিয়ে ভাঙ্গলে যদি কট শব্দ হয় তাহ'লে বোঝা যাবে হলুদ পুরোপুরি শুকিয়েছে। হলুদের রং, স্বাদ ও গন্ধ ঠিক রাখার জন্য, শুকানোর সময় কমাতে হবে।

মসৃণ করা : শুকনো হলুদ বিভিন্ন ধরনের আঘাতজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও খারাপ দেখায়। প্রচলিত পদ্ধতিতে শুকনো হলুদ চটের ব্যাগে ভরে তারপর পা দিয়ে নাড়াচাড়া করে মসৃণ করা হয়, যা মোটেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। উন্নত পদ্ধতিতে ব্যারেল অথবা সীড ড্রেসার ড্রামের মধ্যে ভরে হাত বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুত বেগে ঘুরাতে হবে। এরপর এই শুকনো হলুদ আরও পরিষ্কার ও মসৃণ করার জন্য পরিষ্কার পাথরের টুকরার সাথে মিশিয়ে ড্রামে ঘুরানো হয় অথবা ঝুড়িতে রেখে বারবার নাড়ান হয়। চূড়ান্তভাবে মসৃণ করার জন্য পুনরায় বিদ্যুৎ চালিত ড্রামে হলুদ রেখে ঘুরানো হয়।

রং করা : এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী বাজারে ভালো দাম পাবার জন্য হলুদে অতিরিক্ত রং হিসাবে লেড ক্রোমেট বা মিডিল ক্রোস নামক কৃত্রিম রং মিশিয়ে থাকে যা মানব দেহের জন্য ক্ষতিকারক। এর পরিবর্তে স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি হিসাবে ফিটকিরি ৪০ গ্রাম, হলুদগুড়া ২ কেজি, রেড়ির তেল ১৪০ গ্রাম, সোডিয়াম বাইসালফেট ৩০ গ্রাম, হাইড্রোক্লোরিক এসিড ৩০ মিলি একত্রে মিশিয়ে তাতে ১০০ কেজি মসৃণকৃত হলুদে মাখিয়ে নেয়া যেতে পারে। শুধু হলুদের গুড়া দিয়েও হলুদকে আকর্ষণীয় রং করা যায়।

বাছাইকরণ : মাঠ থেকে সংগ্রহের পর পচা ও আধা পচা হলুদ আলাদা করতে হবে। বাকী ভাল হলুদ বীজ ও খাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।

বীজ সংরক্ষণ : সংগৃহীত হলুদ পরিষ্কার করে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা ভাল।

ক) গর্ত খনন করে সংরক্ষণ : উঁচু জমিতে ৪৫০ সেমি (১৫ ইঞ্চি) লম্বা, ৩০০ সেমি (১০ ইঞ্চি) চওড়া এবং ১৮০ সেমি (৬ ইঞ্চি) গভীর গর্ত করে শুকিয়ে, গর্তের চারিপাশে খড় বিছিয়ে, থলিতে ভরে একে একে সাজিয়ে মাটির আবরণ দিয়ে ঢেকে হলুদ সংরক্ষণ করা যায়।

খ) শুকনা বালির সাহায্যে সংরক্ষণ : এ পদ্ধতিতে প্রথমে ১-১.৫ ইঞ্চি শুকনা বালির স্তরের উপর বীজ হলুদ (৪-৫ ইঞ্চি পুরু স্তর) রেখে প্রথমে সবুজ পাতা ও পরে বালির আস্তরণ (১ ইঞ্চ) দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। বীজের পরিমাণ বেশী হ'লে এ পদ্ধতি অনুসরণ করে স্তরে স্তরে রাখা যেতে পারে।

[সংকলিত]

Contents

কবিতা

পরিচয়

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

রক্ত দিব সাগর সাগর তরুণের তাযা প্রাণ,
রাখব ধরে স্বাধীনতা ও বাংলাদেশের মান।
ধূসর জগতে রক্তিম আলো মোরা
আকাশে দীপ্তিমান তারার ফুল,
ধ্বংস করি মোরা ষড়যন্ত্রকারীর
ষড়যন্ত্রের উৎসমূল।
আওয়ামী, বিএনপি, জামা'আত, জেএমবি
এসব মোদের পরিচয় নয়,
কুরআনের বিধান আর রাসূলের সুন্নাত
এটাই মোদের মূল পরিচয়।
মানি মোরা আল্লাহ্র কুরআন
রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ,
তাই আমাদের পরিচয় মোরা আহলেহাদীছ।
আহলেহাদীছ মোদের বৈশিষ্ট্যগত পরিচয়,
রাসূল (ছাঃ)-এর প্রকৃত অনুসারীদের
এটা স্বতন্ত্র পরিচয়।
রাসূলের যুগে যারা ছিল এখনো আছে তারা,
বীর খালিদের সাহস বুকে নিয়ে গড়ে বিশ্ব ধরা।
সাতচল্লিশে ইংরেজ দূর একাত্তরে পাক,
আমাদের অংশগ্রহণে এসেছিল বিজয়
সারা বিশ্বে লেগেছিল তাক।
পৃথিবীর ইতিহাসে মোদের নেই পরাজয়
বিজয়ের বাণী ছাড়া,
অন্ধকারে মোরা আলো ছড়াই গড়ি এই বসুন্ধরা।
ষড়যন্ত্রকারী আর ক্ষমতাসীনেরা
যে যাই মোদের বলুক,
আদর্শ নিয়ে থাকব বেঁচে হকের উপর অটুট।
কুচক্রীদের কূটচালে মোদের বুঝলে ভুল,
গুণতে হবে তোমাদের একদিন
ভুলেরই দ্বিগুণ মাশুল।

***

বিধর্মী বিজাতীদের

-আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষ্মীপুর, বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহী।

আদর্শ মানিল অন্যদের
পথ হারাইয়া ভ্রান্ত পথিকদের পথে চলে ফের।
ছাড়িয়া ছালাত-ছিয়াম
মাথায় নিল পাপের বোঝা
পোষাক ও সংস্কৃতি নিয়ে বেদ্বীনের ধরে ধ্বজা।
নারী জাতির পর্দা উঠিয়ে
প্রায় উলঙ্গ করিল নানা উপায়ে
স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে যায় অর্ধ নগ্ন দেহে।
পরিবারে নেই ইসলামী শিক্ষা
আল্লাহ্র হুকুম রাসূলের দীক্ষা
টেলিভিশনের পর্দায় শিখে প্রগতির দীক্ষা।
ধরে নেয় শিরক ও বিদ'আত
লুফে নেয় গাঁজা আফিম-মদ
সেবন করিতে মশগূল সদা নামধারী মুসলিম বদ।
মসজিদ প্রায় শূন্য খাঁ খাঁ
মুছল্লী নেই একদম ফাঁকা
যারা আসে জানে না তেমন শিখেও না, দেয় কেবল ধোঁকা।
মুসলিম জাতির পরে আল্লাহ্র গযব
একদম সত্য নয় তা আজব
মুসলমানদের কেবলই ধ্বংস গাড়ী-বাড়ী রাষ্ট্র পরিজন সব।
শিরক ও বিদ'আতের পথ ধরে চলে
নারী জাতির পর্দা খুলে
পুরুষ-নারী এক সাথে চলে আল্লাহ্র বিধান ভুলে।
সবখানে সব জায়গায়
সহ অবস্থান তাই দেখা যায়
প্রগতির বানে সব ভেসে চলে আপন গতি হারিয়ে তাই।
কি জবাব দিবে সমাজ ও দেশ চালায় যারা?
রোজ ক্বিয়ামতে সবাই হবে দিশেহারা
ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহ্র দরবারে সবাই টের পাবে তারা।
কি আর কহিব আল্লাহ মা'বূদ
হেথায় যা ঘটে জান তো তাবৎ
তুমি বাঁচাও মোদের বিজাতীদের পাতা ফাঁদ হ'তে
খর্ব কর শক্তি তাগূত।

***

রক্ষা করো

মাক্বছুদ আলী মুহাম্মাদী
ইটাগাছা-পশ্চিম, সাতক্ষীরা।

নারীর পরিবেশে নারী শোভে
সুরক্ষিত পর্দার অন্তরালে,
পূর্ণ পর্দানশীনরাই সৌভাগ্যবতী
আল-কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দলীলে।
নারীর কারণে জান্নাত থেকে জগৎ
নারীর কারণে পাপ-পুণ্য,
নারীর কারণে জান্নাত-জাহান্নাম
নারীর সততায় পরিবার ধন্য।
নারীর মমতায় গঠিত সংসার
অনাবিল শান্তির আধার,
অনিত্য সংসারেও ধৈর্যশীলার পরশে
নেমে আসে সুখ-সম্ভার।
মায়ের শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা
যেথায় গড়া সভ্য সমাজ,
বার্নার্ড শ'-এর দার্শনিক কথা
নিভৃত মনে জাগে আজ।
নারী পেলো বসার আসন
বিশ্বনবী (ছাঃ)-এর শিরস্ত্রাণ,
নারীই প্রথম মুসলিম,
মাতৃত্বে তাঁদেরই ত্রিগুণ সম্মান।
কিন্তু সাবধান! নারীর উপরে
পুরুষের প্রাধান্য দিয়েছেন রহমান,
তাই নারীর পর্দা পুরুষেরই দায়িত্ব
এটাই চিরন্তন অহি-র বিধান।

***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা নূরের ২নং আয়াতে।
২. সূরা মায়েদার ৩৮ নং আয়াতে।
৩. সূরা নূরের ৪ নং আয়াতে।
৪. সূরা নূরের ৩০-৩১ নং আয়াতে।
৫. সূরা নিসার ১১, ১২ ও ১৭৬ নং আয়াতে।
৬. সূরা নিসার ২৩, ২৪ নং আয়াত।
৭. সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতে।
৮. সূরা বাক্বারার ১৮৩-১৮৭ নং আয়াতে।
৯. সূরা যুখরুফের ১৩ নং আয়াতে।
১০. সূরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা)-এর সঠিক উত্তর

১. ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে, স্থপতি হামিদুর রহমান।
২. ঢাকার সাভারে, স্থপতি সৈয়দ মইনুল হোসেন।
৩. ঢাকার শেরে বাংলানগরে, স্থপতি লুই আইকান।
৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে, স্থপতি সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ।
৫. সাভারস্থ জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্থপতি জাহানারা পারভীন।
৬. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্থপতি নিতুন কুণ্ডু।
৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে, স্থপতি শামীম সিকদার।
৮. ঢাকার মীরপুরে, স্থপতি মোস্তফা হারূণ কুদ্দূস।
৯. ঢাকার মীরপুরে, স্থপতি ফরীদুদ্দীন আহমাদ।
১০. ঢাকার শাহবাগে, স্থপতি মোস্তফা কামাল।
১১. ঢাকার কমলাপুরে, স্থপতি মিঃ বব বুই।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. কোন সূরার কোন আয়াতে হুনায়ন যুদ্ধের কথা আলোচিত হয়েছে?
২. কোন সূরায় বদর যুদ্ধের ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে?
৩. কোন সূরায় বনু নাযীরের যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে?
৪. কোন সূরায় খন্দক যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে?
৫. কোন সূরায় তাবূক যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে?
৬. কোন সূরায় রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরতের ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে?
৭. কোন সূরার কোন আয়াতে হারূত-মারূতের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (নদ-নদী)

১. পদ্মা ও যমুনা কোথায় মিলিত হয়েছে?
২. পদ্মা ও মেঘনা কোথায় মিলিত হয়েছে?
৩. তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র কোথায় মিলিত হয়েছে?
৪. ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যা কোথায় একত্রিত হয়েছে?
৫. যুমনা ও বাঙ্গালী কোথায় মিলিত হয়েছে?
৬. মেঘনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র কোথায় একত্রিত হয়েছে?
৭. সুরমা ও কুশিয়ারা কোথায় মিলিত হয়েছে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

বায়‘আত

মুহাম্মাদ ইমরান হোসাইন, রাজশাহী

আমি মুসলিম এটাই কেবল
হোক মম পরিচয়
ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা ভুলে
মিত্রতা গড়ি সবাই।
শাফেঈ-মালেকী, হানাফী-হাম্বলী
কে ঘোষিল এত নাম?
এসো সবে মিলে রেষারেষি ভুলে
শিখি ছহীহ আহকাম।
কুরআন ও ছহীহ হাদীছে
রয়েছে যে বিধান
ছুড়ে ফেলে যিদ দ্বিধাহীন হৃদে
ধরি সেই আহকাম।
কী বলেছেন আল্লাহ তা‘আলা
কী বলেছেন রাসূল?
সেসব থেকে সুধরিয়ে নেই
জীবনের শত ভুল।
অবশেষে বলি একই সাথে চলি
হাতে রেখে সবে হাত
দৃঢ় চিত্তে নবীজির পথে
করি চলিবার বায়‘আত।

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা‘আত প্রদত্ত জুম‘আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা‘লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্য সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
http://multimedia.ahlehadeethbd.org
Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

জমিসহ বাড়ী বিক্রয়

১। ঢাকার বাসাবোতে (কালিবাড়ী সংলগ্ন) ৫ তলা ফাউণ্ডেশন বিশিষ্ট ভবনের তৃতীয় তলা সম্পূর্ণ ও চতুর্থ তলার কলাম পর্যন্ত নির্মিত অবস্থায় চার কাঠা জমির উপর চার ফ্ল্যাট বিশিষ্ট একটি বাড়ী বিক্রয় হবে।

২। ঢাকা সাভারে আশুলিয়া থানার কুমকুমারী বাজার সংলগ্ন ১১ শতাংশ জায়গায় টিনশেড ১৩টি ঘর ও ২টি দোকান সহ জায়গাটি বিক্রয় হবে। মূল্য আলোচনা সাপেক্ষ।

প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন- ০১৮৪২-০১২৩০৭

Contents

স্বদেশ

উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে ধর্ষণ ও শিশু হত্যা

-বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা

সারা দেশে উদ্বেগজনক হারে ধর্ষণ ও শিশু হত্যার ঘটনা বেড়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা। সংস্থাটির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সিগমা হুদা উপস্থাপিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৭ সালে সারা দেশে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৭৯৫ জন নারী ও শিশু। এদের মধ্যে শিশুই ৩০০ জন। নারী ৩২০ জন। গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ১১৭ জন। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় ২৮ জনকে। সংস্থার হিসাবে, ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে দ্বিগুণ বেড়েছে ধর্ষণের ঘটনা। ২০১৬ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছিল ৪০৭ জন নারী ও কন্যাশিশু।

সংস্থার চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সিগমা হুদা বলেন, ধর্ষণ ও শিশু হত্যা, পারিবারিক কোন্দলে আহত, নারী নির্যাতন, আত্মহত্যা পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সহিংসতার সংখ্যা ২০১৭ সালে তুলনামূলক বেশী ছিল, যা জাতির জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়।

জার্মানীতে রফতানি হচ্ছে পাট পাতার চা

পাট পাতা থেকে তৈরি চা এখন রফতানি হচ্ছে জার্মানীতে। বাংলাদেশে কিছুদিন আগে এই চায়ের উৎপাদন শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা পাট পাতা থেকে এ চা উদ্ভাবন করেছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ফুল আসার আগেই পাট গাছ থেকে পাতা সংগ্রহ করতে হবে। পরে তা সূর্যের আলোয় শুকিয়ে গুঁড়া করতে হবে। এরপর মধু বা চিনি দিয়ে এই চা তৈরী করতে হয়। পাট পাতার চা রফতানির পরিমাণ কম হ'লেও তা বাড়ানোর জন্য কারাখানা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে এক কোটি ১৬ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি কারখানা নির্মাণ করা হবে।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পাট পাতা থেকে এই অরগানিক চা বা পানীয় উৎপাদন শুরু করে। পরবর্তীতে ঢাকায় 'গুয়ার্ছি অ্যাকুয়া অ্যাগ্রো টেক' নামের একটি প্রতিষ্ঠান পাটের পাতা দিয়ে তৈরী অরগানিক চা জার্মানীতে রফতানি শুরু করে। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে সরকার। ঐ প্রতিষ্ঠানটির মালিক ইসমাইল হোসেন খানকে পাট পাতা থেকে চা তৈরী প্রকল্পের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম বলেন, এখন থেকে দেশে চা শিল্পে যুক্ত হয়েছে পাটের পাতা থেকে তৈরী নতুন চা। এতে দেশের দু'টি খাত অর্থাৎ পাট ও চা উভয় শিল্প সমৃদ্ধ হবে। সরিষাবাড়িতে নির্মিত এই প্রকল্পে এলাকার বহু মানুষের বাড়তি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে পাটের সোনালি দিন ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে এই চা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। তিনি বলেন, করিম জুটমিল এবং প্রকল্পের উদ্ভাবক ইসমাইল হোসেন খান ঢাকার উত্তরার একটি কারখানায় প্রথম এই চা উৎপাদন শুরু করেন। বর্তমানে এ প্রকল্পে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে জার্মানীর একটি প্রতিষ্ঠান। ইতিমধ্যে ৮-১০ টন পাট পাতার চা জার্মানীতে রফতানি করা হয়েছে। তিনি জানান, পাট পাতার চায়ের স্বাদ হুবহু গ্রিন টি'র মতো। আর দামও হবে সাধারণ চায়ের মতোই। এ চায়ের গুণাগুণ সম্পর্কে প্রতিমন্ত্রী বলেন, কোন রোগবালাই হ'লে শিশুদের পাটের পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে খাওয়াতে দেখেছি । পাট পাতার ভেষজ গুণ আছে। এই চা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বিশেষ উপকারী। প্রকল্পের উপদেষ্টা ইসমাঈল হোসেন খান জানান, পাট পাতা থেকে সবুজ চা উৎপাদনের এই উদ্যোগ সরিষাবাড়ী থেকে শুরু হয়েছে। এখানকার চা শুধু বাংলাদেশেই নয়, দেশের বাইরেও রফতানি হবে। চলতি বছরের শেষদিকে ভবন নির্মাণ শেষ হ'লে সবুজ চা উৎপাদন শুরু হবে।

নওমুসলিম মেয়ের আচরণে মুগ্ধ হয়ে পরিবারের ৬ জনের ইসলাম গ্রহণ

নওমুসলিম মেয়ের আচরণে মুগ্ধ হয়ে সিলেটের ওছমানী নগরে একই পরিবারের ৬ জন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ঐ পরিবারের ২ মেয়ে জোসনা ও মারইয়াম ২০০৪ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও পিতৃ পরিবারের সাথে তাদের সম্পর্কচ্ছেদের পরিবর্তে তারা আরো দায়িত্বশীল হয়ে উঠে। স্বামীর পরিবারে থাকলেও তারা পিতা-মাতা ও ভাই-বোনদের প্রতি তাদের সম্পর্ক গভীর করে তোলেন। এতে ইসলাম ধর্মের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায় তার পিতা-মাতা ও অন্যান্যদের। এক পর্যায়ে তারা স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে ধর্ম পরিবর্তন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। এরই প্রেক্ষিতে সম্প্রতি আইনী প্রক্রিয়ায় পুরো পরিবার কালেমা শাহাদাত পাঠের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

[প্রত্যেক নওমুসলিম এরূপ সদাচরণ করলে আশা করি আরও অনেকে এরূপ হেদায়াত লাভে ধন্য হবেন (স.স.)]

আকিজ মোটরসের ইলেকট্রিক বাইক মাত্র ৮ টাকা খরচে চলবে সারাদিন

আকিজ মোটরসের ইলেকট্রিক বাইক মাত্র ৮ টাকা খরচে সারাদিন চলবে। এই বাইক একচার্জে চলবে ৫০ হ'তে ৬০ কিলোমিটার। একবার চার্জ দিতে খরচ হবে মাত্র ৮ টাকার বিদ্যুৎ। আকিজ মোটরসের বিক্রয় ও বিপণন বিভাগের কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফয়যুর রহমান জানিয়েছেন, 'শব্দ ও জ্বালানি বিহীন এই বাইকে শক্তিশালী ও উন্নতমানের জেল ব্যাটারী ব্যবহার করা হয়। এই ই-বাইক এক চার্জে সর্বোচ্চ ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পথ চলতে পারবে। মাত্র ৮ টাকা খরচ করলে বাইক চলবে সারাদিন।

তিনি আরও জানান, ঈগল, দুর্দান্ত, দুর্বার, দুর্জয়, পঙ্খীরাজ ও সম্রাট এই ৬টি মডেলে আকিজের ইলেকট্রিক বাইক বাজারে পাওয়া যাবে। এর মধ্যে ঈগল মডেলের বাইকটি এন্ট্রি লেভেলের। এটি সাইকেলের মতো প্যাডেল ঘুরিয়েও চালানো যাবে। সেই সঙ্গে ব্যাটারীর সাহায্যেও চালানো যাবে। এই বাইকটির মূল্য মাত্র ৪৮ হাযার টাকা।

আকিজ মোটরসের আরেকটি মডেল হ'ল দুর্বার। এটিতে ৬০ কিলোমিটার টপস্পিড পাওয়া যাবে। একচার্জে বাইকটি ৬০ হ'তে ৭০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারবে। এই বাইকটির মূল্য ১ লাখ ১৪ হাযার টাকা। অপরদিকে দুর্জয় এবং পঙ্খীরাজ স্কুটি ঘরানার ই-বাইক। দুর্জয়ের মূল্য রাখা হয়েছে ৭৩ হাযার ৫০০ টাকা। পঙ্খীরাজের মূল্য ৬৩ হাযার ৫০০ টাকা মাত্র। রাজধানী ঢাকা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আকিজ মোটরসের শো রুমে বাইকগুলো পাওয়া যাবে।

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

Contents

বিদেশ

যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যবোধ ও স্বাধীনতার কেন্দ্রে রয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আইনপ্রণেতা ও ধর্মীয় নেতাদের একটি সমাবেশে বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যবোধ এবং স্বাধীনতার কেন্দ্রে রয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ওয়াশিংটনে বার্ষিক ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্টে ভাষণ দেওয়ার সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প এ মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ধর্মীয় নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠাতারা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে চারবার সৃষ্টিকর্তার নাম উচ্চারণ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রায় 'আমরা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করি' শ্লোগানটি রয়েছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, যুক্তরাষ্ট্র সবসময়ই ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ইসলামিক স্টেটের মত গ্রুপ যারা ধর্মীয় স্বাধীনতা নষ্ট করতে চান, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

প্রিন্ট মিডিয়ার সময় ফুরিয়ে এসেছে

-সিইও, নিউ ইয়র্ক টাইমস

প্রিন্ট মিডিয়ার সময়কাল আর বড়জোর দশ বছর। ডিজিটাল মিডিয়ার যুগে খুব শিগগিরই বিলীন হয়ে যাবে সংবাদের প্রিন্ট মাধ্যম। এমনটাই মন্তব্য করেছেন নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর সিইও মার্ক থমসন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমার মনে হয় আগামী দশ বছরের মধ্যেই প্রিন্ট মিডিয়ার যুগ শেষ হ'তে যাচ্ছে। তবে আমরা যতদিন সম্ভব প্রিন্ট মাধ্যমটি চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। যেহেতু অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে আমাদের চলতে হবে, তাই প্রিন্ট মিডিয়া থেকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে শুরু করলে আমাদের অবশ্যই অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে।

ইতিমধ্যে আমাদের ডিজিটাল মাধ্যমে প্রিন্টের থেকে অনেক বেশী সাড়া পাচ্ছি। প্রিন্টের তুলনায় ডিজিটাল মিডিয়ার পাঠক অনেক বেশী থাকছে। ফলে ডিজিটাল মাধ্যমে আমাদের আয়ও বেড়েছে।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর মৃত্যু

বিশ্বখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ১৪ই মার্চ ৭৬ বছর বয়সে তিনি মারা যান। স্টিফেন হকিং পৃথিবীর সেরা মহাকাশবিজ্ঞানীদের একজন, যাঁর লেখা 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' সর্বকালের সবচেয়ে বেশী বিক্রি হওয়া বইয়ের একটি। ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর ও আপেক্ষিকতা নিয়ে গবেষণার জন্য বিখ্যাত ছিলেন ব্রিটিশ এই পদার্থবিদ।

রোহিঙ্গাদের জমিতে ঘাঁটি বানাচ্ছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী

সেনা নির্যাতনে রোহিঙ্গারা পালিয়ে যাওয়ার পর তাদের ফেলে আসা গ্রাম ও জমিজমায় ঘাঁটি তৈরি করছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। নতুন এক গবেষণার পর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এ দাবী করেছে। তারা স্যাটেলাইট থেকে ধারণ করা ছবি ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে এমন তথ্য জানতে পেরেছেন।

যেসব গ্রাম থেকে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নির্যাতনে রোহিঙ্গারা পালিয়ে গেছে, সেসব গ্রামেই ঐ রোহিঙ্গাদের ফেলে আসা জমি ও ভিটে-বাড়ির উপর ঘাঁটি তৈরি করছে সেনাবাহিনী। গত জানুয়ারী মাসেও রোহিঙ্গাদের গ্রামে বহু বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে বলে অ্যামনেস্টি বলছে।

নতুন করে সারি সারি ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে বলেও জানাচ্ছে তারা। এর আগে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচও একই ধরনের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে। মিয়ানমারের সরকার অ্যামনেস্টির অভিযোগ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেনি।

গত বছরের আগস্ট মাসের ২৫ তারিখ থেকে মিয়ানমারে সেনাবাহিনীর অভিযানে নির্যাতন শুরুর পর থেকে প্রাণভয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে প্রায় সাত লাখ রোহিঙ্গা।

এক ভাগ ধনীর কাছে ৮২ শতাংশ সম্পদ

বিগত বছরে বিশ্বে সৃষ্ট ৮২ ভাগ সম্পদের মালিক হয়েছেন ১ শতাংশ বিত্তশালী ব্যক্তি। এর বিপরীতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্ধেকই কিছুই পায়নি। বিশ্বের সম্পদ ব্যবস্থাপনার এমন বৈষম্য উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা অক্সফামের প্রতিবেদনে। এই হিসাবে, ২০১৭ সালে নতুন করে সৃষ্ট প্রতি ১০ ডলারের ৮ ডলারই গেছে ১ শতাংশ বিত্তশালীর পকেটে।

ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১০ সালের পর থেকে বিশ্বে শ্রমিকদের সম্পদ যে হারে বেড়েছে, তার ছয়গুণ হারে বেড়েছে ধনকুবেরদের সম্পদ। এর ফলে কিছুসংখ্যক বিত্তশালী ব্যক্তি আরও সম্পদের পাহাড় গড়ছেন। অপরদিকে কোটি কোটি মানুষ দারিদ্রের চাপে জীবনযাত্রায় হিমশিম খাচ্ছে।

অক্সফামের নির্বাহী পরিচালক উইনি বিয়ানইমার মতে, ধনকুবেরদের সম্পদের এই প্রবৃদ্ধি সার্বিক অর্থনীতির প্রমাণ করে না, বরং তা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যর্থতার লক্ষণ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের ১০ জন ধনকুবেরের মধ্যে ৯ জনই পুরুষ। আর নারী শ্রমিকেরা এখনো পুরুষের তুলনায় কম মজুরী পেয়ে আসছেন।

এর আগে গত বছর এক প্রতিবেদনে ব্রিটিশ দাতব্য সংস্থা অক্সফাম বলেছিল, বিশ্বের অর্ধেক মানুষের সম্পদের পরিমাণ আর সবচেয়ে ধনী আট ব্যক্তির সম্পদের পরিমাণ একই। বিশ্বব্যাপী অসন্তোষের এটি একটি কারণ বলে জানিয়েছিল সংস্থাটি।

[ন্যায়বিচারভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতির অনুসরণই পুঁজিবাদী অর্থনীতি বাতিল করার একমাত্র সমাধান। অতএব সংশ্লিষ্টগণ তওবা করে ইসলামের পথে ফিরে আসুন (স.স.)]

সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো ধসে পড়তে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো ধসে পড়তে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক কংগ্রেসম্যান রন পল একথা বলেছেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক বছরের শাসনামলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিষয়টি এখন কল্পনার বস্তু। পাশাপাশি মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থা পতনের দ্বারপ্রান্তে। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের যেভাবে পতন হয়েছে সেই একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিরও পতন হ'তে যাচ্ছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রন পল এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বিশাল ঋণের বোঝা, মুদ্রাস্ফীতি এবং অসমতা মার্কিন সমাজে ব্যাপক গোলযোগের সৃষ্টি করতে পারে। তিনি সুস্পষ্ট করে বলেন, ৮৯ সালে যেভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধসে পড়েছে আমরা ঠিক অমন কিছুর মুখে রয়েছি। রিপাবলিকান দলের সাবেক আইনপ্রণেতা ও টেক্সাসের গভর্নর রন পল বলেন, তিনি মনে করেন না তার দেশ ভেঙে কয়েকটি দেশ সৃষ্টি হবে, তবে মার্কিন মুদ্রানীতি ও বহির্বিশ্বে মার্কিন সাম্রাজ্যের অবসান ঘটবে। তিনি মার্কিন অর্থনীতিকে ফাঁপা অর্থনীতি বলেও মন্তব্য করেন এবং তা ধসে পড়তে যাচ্ছে বলে আশংকা প্রকাশ করেন। এর আগে রন পল হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, ইরান ও উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের দিকে ছুটে চলেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এ ধরনের যুদ্ধ হ'লে তাতে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র শাসনের মেয়াদ ফুরাবে বলেও ঘোষণা করেন তিনি।

Contents

মুসলিম জাহান

চীনের কারাগারে উইঘুর মুসলিম নেতা কাশগরীর মৃত্যু

চীনের কারাগারে শায়খ মুহাম্মদ ছালেহ কাশগরী উরতুজি গত ২৯শে জানুয়ারী মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন গৃহবন্দি থাকার পর মৃত্যুর একমাস পূর্বে সরকারী বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে কারান্তরীণ হন। ১৯৩৯ সালে পশ্চিম তুর্কিস্তান কাশগর শহরে জন্মগ্রহণকারী শায়খ ছালেহ উইঘুর মুসলমানদের অধিকার নিয়ে কথা বলতেন। তিনি উইঘুর ভাষায় কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও তাফসীর করেন, যা মুজাম্মা' মালিক ফাহাদ প্রিন্টিং প্রেস, মদীনা মুনাওয়ারা থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়া কুরআন, হাদীছ, ফিকহ, তাফসীর প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার পাণ্ডিত্যের সুনাম রয়েছে পুরো তুর্কিস্তানসহ চীনের সর্বত্র।

এছাড়া তাঁর উইঘুর ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- কাস্তালানী কর্তৃক ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ, নূরুল ইয়াকীন ফী সীরাতে সাইয়েদিল মুরসালীন, রিয়াযুছ ছালেহীন ইত্যাদি।

তিনি ১৯৯২ সালে সঊদী বাদশাহ মালিক ফায়ছাল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন। মরক্কোর বাদশাহ হাসান ছানী, মিসরের শাসক হোসনী মোবারক ও কাজাখিস্তানের বাদশাহ নূর সুলতান কর্তৃক বিশেষ সম্মাননা ও পুরস্কার লাভ করেন। তিনি আল-জমঈয়্যাতুল ইসলামিয়া চীনের সভাপতি ছাড়াও আরো বিভিন্ন সংস্থার প্রধান হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

'পূর্ব তুর্কিস্তান মুসলিম স্কলার্স এসোসিয়েশন' তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে এবং চীনা শাসকগোষ্ঠীর হাতে বন্দী শায়খের পরিবারের সদস্যদের মুক্তির জন্য রাবেতা আলমে ইসলামীসহ মুসলিম নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা কামনা করেছে।

পাকিস্তানে দাড়ির স্টাইল নিষিদ্ধ করে প্রস্তাব পাস

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তরুণদের কাছে দাড়ি স্টাইল করা একটি জনপ্রিয় ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানও এর ব্যতিক্রম নয়। সম্প্রতি অনেকেই দাড়ি স্টাইল করে ছেঁটে থাকেন। কিন্তু দাড়ি স্টাইল করে ছাঁটা শরী'আতবিরোধী কাজ। সে কারণে এটি বন্ধের দাবীতে প্রস্তাব পাস করেছে পাকিস্তানের একটি যেলা পরিষদ।

প্রস্তাবটিতে বলা হয়, সাম্প্রতিক সময় তরুণরা ফ্যাশনের নামে দাড়ির বিভিন্ন ডিজাইন করছে, এটি ইসলামী শিক্ষার বিরোধী কাজ। ইসলামে বিভিন্ন স্টাইলে দাড়ি ছাঁটার কোন অনুমতি নেই। যারা দাড়ি নিয়ে এরূপ ঠাট্টা করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও আহ্বান জানানো হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটেই প্রস্তাবটি পাস করেছে যেলা পরিষদ। পরে আরও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সেটি উপ-কমিশনারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

সঊদী আরবে যে কেউ 'শায়েখ' উপাধি ব্যবহার করতে পারবে না

'শায়েখ' আরবী শব্দ। এটি একটি সম্মানসূচক পদবী। সাধারণত কোন গোত্রের শাসক বা রাজপরিবারের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া শিক্ষক, বয়স্ক ব্যক্তি, বিপুল ক্ষমতাবান ও অভিজাত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও শব্দটির ব্যবহার চলে আসছে। সম্প্রতি সেই শায়েখ উপাধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করল সঊদী আরবের সংস্কৃতি ও তথ্য মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কেউ শায়েখ শব্দ ব্যবহার করতে পারবেন না। শুধু নির্ধারিত ব্যক্তি (গোত্রীয় নেতা) ও ধর্মীয় ব্যক্তিরা এ শব্দ ব্যবহার করতে পারবেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ক্যান্সারের ঝুঁকি আছে কি-না, জানা যাবে দেড় মিনিটে

ক্যান্সারের চিকিৎসায় নতুন দ্বার উন্মোচন হয়েছে। এক পরীক্ষার মাধ্যমে মাত্র ৯০ সেকেন্ডেই জানা যাবে কারো ত্বকের ক্যান্সার আছে কি-না। অস্ট্রেলিয়ার গবেষকেরা ক্যান্সার শনাক্ত করার এই নতুন পরীক্ষা চালু করেছেন। গবেষকরা বলছেন, কোন ব্যক্তির ত্বকে মেলানোমা অর্থাৎ ত্বকে মেলানিন নামে যে পদার্থ আছে তার কোষে কোন ধরনের টিউমার তৈরি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে কি-না, দেড় মিনিটেই এই পরীক্ষা তা বলে দিতে পারবে। এই টিউমারই পরবর্তীতে ত্বকের ক্যান্সার তৈরি করে।

কোন ব্যক্তির বয়স, লিঙ্গ, ত্বকে আঁচিল, তিল বা আঘাতের চিহ্ন, চুলের রঙ এবং সানস্ক্রিন ব্যবহার সংক্রান্ত কিছু সাধারণ প্রশ্ন থাকে টেস্টে। বলা হচ্ছে, পরীক্ষাটি খুবই নির্ভুল। ত্বকের ক্যান্সারের ওপর বিশ্বের সবচেয়ে বড় গবেষণাগারে এই টেস্ট বা পরীক্ষা উদ্ভাবন করা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ায় সবচেয়ে বেশী হওয়া ক্যান্সারের মধ্যে মেলানোমা চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। দেশটিতে প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচজন মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় দুই লাখ মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং ৫০ হাযারের বেশী মানুষ মারা যান।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, নতুন এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে টিউমার শনাক্ত করা গেলে, ঝুঁকিতে থাকা মানুষের দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হবে।

মেদ ঝরানোর নতুন ফর্মুলা বুলেটপ্রুফ কফি

বুলেটপ্রুফ কফি। নামটা শুনতেই অদ্ভুত লাগলেও এই কফিই এখন স্বাস্থ্য সচেতনদের কাছে অন্যতম ওয়েট লস ফুড। অনেক ডায়েটিশিয়ানই এখন ব্রেকফাস্টের মূল খাবার হিসাবে বুলেটপ্রুফ কফির কথা বলছেন। কারণ এই কফি পেট অনেকক্ষণ ভরা রাখতে সাহায্য করে ও খিদে কমায়। এর সঙ্গেই এই কফি মস্তিষ্ক বেশী সজাগ ও সচল রাখতে সাহায্য করে বলেও দাবী করেছেন কফির প্রস্তুত কারক ডাভে অ্যাসপ্রে। কারণ এর ফলে মস্তিষ্ক এনার্জি প্রস্তুত করতে কার্বোহাইড্রেট বা চিনির বদলে কিটোন ব্যবহার করে। আবার উৎকণ্ঠা কমিয়ে মুড ভাল রাখতেও সাহায্য করে বুলেটপ্রুফ কফি।

স্মার্টঘড়ি জানাবে ডায়াবেটিসের লক্ষণ!

ডায়াবেটিসের প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্ত করতে পারে অ্যাপলের স্মার্টঘড়ি অ্যাপল ওয়াচ। কার্ডিওগ্রাম নামের প্রতিষ্ঠান তাদের একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করে অ্যাপল ওয়াচের সাহায্যে হৃৎস্পন্দনের হার সংগ্রহ করে একটি পরীক্ষা চালিয়েছে।

কার্ডিওগ্রামের গবেষকেরা সানফ্রান্সিসকোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এক হয়ে কার্ডিওগ্রাম ডিপহার্ট নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে পরীক্ষাটি চালান। এই পরীক্ষায় যাদের ডায়াবেটিস আছে এবং যাদের নেই তাদের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে ৮৫ শতাংশ সফল হয়েছে অ্যাপল ওয়াচ।

হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে অগ্ন্যাশয় যুক্ত থাকে, তাই হৃৎস্পন্দনের অস্বাভাবিকতা থেকে ডায়াবেটিসের লক্ষণ শনাক্ত করা সম্ভব। ফলে অ্যাপল ওয়াচের মতো পরিধেয় যন্ত্রের সেন্সরের মাধ্যমে উচ্চরক্তচাপ, নিদ্রাহীনতা এবং হৃৎপিণ্ডজনিত রোগ নির্ণয় করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আরও গবেষণার জন্য অ্যাপল স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

২৮তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা সম্পন্ন

রাজশাহী ১লা ও ২রা মার্চ বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী ২৮তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। ১ম দিন বাদ আছর বিকাল সোয়া ৪-টায় তাবলীগী ইজতেমা'১৮-এর সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে অর্থসহ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান এবং স্বাগত ভাষণ পেশ করেন তাবলীগী ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। ভাষণে তিনি ইজতেমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং সকলকে শৃংখলা ও সহমর্মিতার সাথে ইজতেমার ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রাখার আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র নামে দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অতঃপর পূর্ব নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর ১ম দিন রাত পৌনে ২-টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (রাজশাহী), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য জামীলুর রহমান (কুমিল্লা), 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), 'আহলেহাদীছ আন্দোলন', সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার (নওগাঁ), পাকিস্তানের 'আল-হুদা ইন্টারন্যাশনাল ওয়েলফেয়ার ফাউণ্ডেশন'-এর চেয়ারম্যান ড. ইদরীস যুবায়ের, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), 'আন্দোলন'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় দাঈ, বাহরাইন প্রবাসী মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী), সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা) ও মাওলানা যাকারিয়া (বাগেরহাট)।

আমীরে জামা'আতের ১ম রাতের ভাষণ :

২৮তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় এযাবৎ কালের বিশালতম মহা সমাবেশে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় শেষে তিনি 'মানুষের মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধির উপায় সমূহ' শীর্ষক সুচিন্তিত ও সারগর্ভ এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, মানবিক মূল্যবোধ রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য মানুষকে সর্বাগ্রে তার আক্বীদা-বিশ্বাসের উন্নয়ন ঘটাতে হয়। বিশুদ্ধ আক্বীদার মানুষের নিকট মানবতা সর্বদা নিরাপদ থাকে। আর বিনষ্ট আক্বীদার মানুষের নিকট মানবতা সর্বদা পর্যুদস্ত হয়। আর বিশুদ্ধ আক্বীদা কখনও মানুষ নিজে সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ মানুষের নিজের তৈরী আইনের পিস্তল তার নিজের বক্ষ ভেদ করুক, এটা সে কখনই চায় না। সেকারণ মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়ে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের দিক নির্দেশনা দান করেছেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন আল্লাহ্র প্রেরিত হেদায়াত অনুযায়ী সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানকারী। বর্তমান বিশ্বের পতিত মানবতাকে উদ্ধার করতে হ'লে এবং সম্মানজনক স্তরে উন্নীত করতে হ'লে মানুষকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ মানুষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হেদায়াত অনুসরণ করতে হবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সেই হেদায়াত সমূহের প্রচার, অনুশীলন ও সমাজে বাস্তবায়ন করতে চায়। আমরা এজন্য আল্লাহ্র রহমত ও সাহায্য কামনা করি।

বিদেশী মেহমানের ভাষণ :

ইজতেমায় আগত বিদেশী মেহমান পাকিস্তানের ইসলামাবাদস্থ আল-হুদা ইন্টারন্যাশনালের পরিচালক **ড. ইদরীস যুবায়ের** প্রথম দিন রাতে প্রদত্ত ভাষণে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে বলেন, ইজতেমায় এসে দ্বীনী ভ্রাতৃত্বের অনুপম নযীর দেখেছি। এতে শরীক হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানোয় তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে 'রিসালাতের মর্যাদা' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ৩টি বিষয় উল্লেখ করেন। প্রথমতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মুসলমান হিসাবে আমাদের সবচেয়ে বড় গর্বের কারণ হ'ল, আল্লাহ আমাদেরকে এমন একজন নবীর অনুসারী বানিয়েছেন যিনি সারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং সকল নবীদের সর্দার। দ্বিতীয়তঃ রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি মুসলমানদের সম্মান প্রদর্শনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা এমন এক নবীর অনুসারী, যার সম্মান স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজে করেছেন। কুরআনে আল্লাহ অন্যান্য নবীদেরকে নাম ধরে ডেকেছেন। কিন্তু আমাদের নবীকে কোথাও সরাসরি তাঁর নাম ধরে ডাকেননি। বরং তাঁকে হে রাসূল বা হে নবী বলে সম্বোধন করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি মানবজাতিকেও তাঁকে সম্মানের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না যেভাবে তোমরা নিজেদের মধ্যে উচুঁ করে থাক, নতুবা তোমাদের অজান্তেই তোমাদের আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে *(হুজুরাত ৪৯/২)*। ফলে ছাহাবীরা তাঁকে সম্মানের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেন। তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ) ভাতিজা হওয়া সত্ত্বেও কখনও তাঁকে নাম ধরে ডাকেননি। আর একই কারণে তাঁর নাম শোনামাত্র তাঁর প্রতি দরূদ পাঠকে আমাদের জন্য আবশ্যিক করা হয়েছে। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি এই সম্মানবোধ ও শ্রদ্ধা রাখা আমাদের ঈমানের অপরিহার্য দাবী। তবে অবশ্যই এই সম্মানবোধেও মধ্যমপন্থার পরিচয় দিতে হবে। আহলে কিতাবগণ যেমন ঈসা (আঃ)-কে গালিও দিয়েছে, তেমনি 'আল্লাহ্র পুত্র' বলে বাড়াবাড়ি করেছে। কিন্তু মুসলমানরা রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে কোন বাড়াবাড়ি ধারণা পোষণ করে না। বরং তাঁকে তাঁর স্থানে রেখেই সম্মান প্রদর্শন করে। তৃতীয়তঃ রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের স্বরূপ সম্পর্কে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে সম্মান ও শ্রদ্ধা করার প্রধান দৃষ্টান্ত হ'ল, তাঁর আদেশ ও নিষেধকে মান্য করা। কেননা তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। শরী'আতের যাবতীয় হুকুম-আহকাম প্রণয়নের অধিকার একমাত্র তাঁকেই দেয়া হয়েছে। তাঁকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণই হ'ল ঈমানের দাবী। মুসলিম সমাজে এমন অনেকেই রয়েছে যারা তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে বটে, কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করে না। আর এখানেই আহলেহাদীছদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। কেননা তারাই একমাত্র দল যারা রাসূল (ছাঃ)-কে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে। সেই সাথে আমলের ক্ষেত্রেও তাঁর পূর্ণ অনুসরণ করার চেষ্টা করে। আর এটাই হ'ল পরকালে নাজাত লাভের একমাত্র উপায়। তিনি উপস্থিত সকলকে রাসূল (ছাঃ)-এর মর্যাদা অনুধাবন করা, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য

শেষ করেন। তাঁর উর্দূ ভাষণটি বাংলায় অনুবাদ করেন হাফেয মুহাম্মাদ আখতার।

২য় দিন বাদ ফজর দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে দরসে কুরআন পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং প্যাণ্ডেলে দরসে হাদীছ পেশ করেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার। সকাল ৯-টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন (নরসিংদী), সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা (রাজশাহী), শরীফুল ইসলাম (বাহরাইন)। এরপর শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও শরীফুল ইসলাম (বাহরাইন)।

মহিলা সমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮-টা হ'তে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর মহিলা শাখা 'মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা' ময়দানে মহিলাদের প্যাণ্ডেলে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহিলা সমাবেশে সকাল সাড়ে ১০-টায় দেওয়া প্রধান অতিথির ভাষণে পর্দার অন্তরালে সমবেত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** বলেন, আল্লাহ পাক মুমিন পুরুষ ও নারী উভয়কে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। তার আলোকেই আমরা 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' গড়ে তুলেছি। অতএব পরিবার ও সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব মুমিন নারী ও পুরুষ উভয়েরই সমান। আপনারা কেন্দ্রের পক্ষ হ'তে দেওয়া কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী স্ব স্ব এলাকায় দাওয়াত ও সংগঠনের কাজ এগিয়ে নিন। ইনশাআল্লাহ প্রতিটি পরিবারের প্রশিক্ষিত মা-বোন, সোনামণি, যুবসংঘ ও আন্দোলন-এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ একটি সুন্দর ও শান্তিময় সমাজে পরিণত হবে। আল্লাহ আমাদের সকল শুভ প্রচেষ্টা কবুল করুন! অবশেষে তিনি দেশের দূর-দূরান্ত থেকে কষ্ট স্বীকার করে ইজতেমায় আসার জন্য ও অধিক কষ্ট স্বীকার করে এখানে দু'দিন অবস্থানের জন্য আল্লাহ্র নিকট উত্তম বিনিময় কামনা করে ও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মুক্তাদির ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, কক্সবাজার যেলা সভাপতি এডভোকেট শফীউল ইসলাম প্রমুখ।

যুবসমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন সকাল ১০-টায় প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে পৃথক প্যাণ্ডেলে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** বলেন, সংগঠন যত শক্তিশালী হবে, নানা ধরনের বাধা তত দেখা দিবে। সে অবস্থায় আখেরাতের চেতনা সম্পন্ন যুবকরাই কেবল সংগঠনে টিকে থাকতে পারবে। আহলেহাদীছ আন্দোলনকে প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য দুনিয়াবী লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে থেকে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সদস্যদেরকে দিন-রাত দাওয়াত ও সংগঠনে মনোনিবেশ করতে হবে। আমাদের উপর ফরয দায়িত্ব হ'ল দাওয়াত দেওয়া। আর দাওয়াতকে বিজয়ী করার দায়িত্ব আল্লাহ্র। আর আল্লাহর রহমত নির্ভর করে আমাদের অকুণ্ঠ ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার উপর। 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে'। অতএব সংগঠনকে মযবূত করুন এবং আন্দোলনকে এগিয়ে নিন। বিশুদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ দাওয়াতকেই মানুষ গ্রহণ করবে। অশুদ্ধ ও মনগড়া দাওয়াত সমূহ থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিবে। তিনি ইজতেমা থেকে ফিরে গিয়ে সকলকে স্ব স্ব এলাকায় দুর্বার গতিতে সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান।

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানী মেহমান ড. ইদরীস যুবায়ের এবং ইজতেমায় আগত অন্যতম মেহমান আমীরে জামা'আতের কারাসাথী বেক্সিমকো গ্রুপ-এর মাননীয় ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ. রহমান। এ সময়ে সমবেত যুবকদের উদ্দেশ্যে **সালমান এফ. রহমান** বলেন, দেশে শান্তি-শৃংখলার মূল হচ্ছে যুবসমাজ। যুবকরা সত্যিকার অর্থে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র অনুসারী হ'লে সমাজে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদেরকে নানাভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। এজন্য মুসলমানদের পারস্পরিক অনৈক্য যেমন দায়ী, তেমনি তাদের মধ্যে সৃষ্ট চরমপন্থী আক্বীদাও সমানভাবে দায়ী। তিনি এ বিষয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সাহসী ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিদেশী মেহমান **ড. ইদরীস যুবায়ের** তাঁর ভাষণে বলেন, আজ মুসলমানদের মধ্যে যে বিভক্তি রয়েছে, তার একটিই কারণ হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞান থেকে দূরে সরে যাওয়া। যখন আমরা কুরআন ও সুন্নাহকে সার্বিকভাবে আঁকড়ে ধরতে পারব, তখনই আমাদের পরস্পরের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হবে এবং জীবন ও মরণ একই লক্ষ্যে পরিচালিত হবে। এজন্য তিনি দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন এবং এই জ্ঞানই মুসলমানদের অবস্থানকে বুলন্দ করবে বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, যুবকরাই জাতির সঠিক কর্ণধার। আমরা আপনাদের এই সংগঠিত রূপ দেখে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করছি এবং আপনাদের আন্দোলনের শনৈঃশনৈ উন্নতির জন্য দো'আ করছি।

উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন', সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাই, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম। যেলা দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, নারায়ণগঞ্জ যেলা সাধারণ সম্পাদক মাহফূযুর রহমান, বগুড়া যেলা সভাপতি আল-আমীন, কুমিল্লা যেলা সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি আনোয়ার হোসাইন ও নরসিংদী যেলার সভাপতি আব্দুস সাত্তার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। সমাবেশে যুবসংঘের বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক কর্মী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠানে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও ড. নূরুল ইসলামকে পি.এইচ-ডি ডিগ্রী লাভের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

জুম'আর খুৎবা :

ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার ইজতেমা ময়দানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ

সময় মহিলা মাদরাসা ও ট্রাক টার্মিনালের পার্শ্ববর্তী পৃথক স্থানে মহিলা প্যাণ্ডেল সহ ট্রাক টার্মিনালের পুরো ময়দানব্যাপী সুবিশাল প্যাণ্ডেল পূর্ণ হয়ে প্যাণ্ডেলের বাইরে ও মহাসড়কে খোলা স্থানে বসে মুছল্লীগণ খুৎবা শ্রবণ করেন। একই মাইক্রোফোনে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় সমবেত পুরুষ ও মহিলা মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশার ও প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ভিন্ন কিছুই নয়। অতএব বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্র ক্ষমা ও জান্নাত লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করে যেতে হবে। তিনি বলেন, বিচক্ষণ মুমিন তিনি, যিনি নিজের মৃত্যুকে সর্বদা স্মরণ করেন এবং স্বীয় জীবদ্দশায় পরকালীন মুক্তির জন্য সর্বাধিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি স্ব স্ব গৃহকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আলোকিত করার জন্য মুছল্লীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে খুৎবা শেষ করেন।

এ সময় বিদেশী মেহমান জনাব **ড. ইদরীস যুবায়ের**, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী খাত উন্নয়ন বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব **সালমান এফ রহমান**, রাজশাহী মহানগরীর সাবেক মেয়র **খায়রুজ্জামান লিটন**সহ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক দায়িত্বশীলবৃন্দ মঞ্চে উপস্থিত থেকে খুৎবা শ্রবণ করেন ও ছালাতে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, ১ম দিন বাদ এশা বর্তমান মেয়র জনাব **মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল** প্রায় দু'ঘণ্টা মঞ্চে উপস্থিত থেকে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ভাষণ শোনেন।

বাদ জুম'আ মুহাতারাম আমীরে জামা'আত জনাব ড. ইদরীস যুবায়ের, সালমান এফ রহমান ও খায়রুজ্জামান লিটন-কে সাথে নিয়ে ইজতেমা ময়দানের আল-'আওন স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান সংস্থার বুথ পরিদর্শন করেন এবং তাঁরা তাদের কার্যক্রমে গভীর সন্তোষ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর বাদ আছর হ'তে পুনরায় ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়ে একটানা ভোর ৫-টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই দিনে ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য মাওলানা দুররুল হুদা (রাজশাহী), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম (রাজশাহী), 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া), 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা), 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (রাজশাহী), 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (রাজশাহী), মীযান বিন আব্দুল আযীয জৈনপুরী (ঢাকা), 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাই (রাজশাহী), 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (রাজশাহী), খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), মাওলানা মুখলেছুর রহমান (নওগাঁ), নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (নারায়ণগঞ্জ) ও হাফেয শামসুর রহমান (ঢাকা) প্রমুখ।

২য় রাতের ভাষণ :

এ রাতের বিদায়ী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'পবিত্র জীবন লাভের উপায় সমূহ' শীর্ষক আলোচনায় বলেন, কুরআনের সর্বত্র প্রথমে ঈমান ও পরে সৎকর্মের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সূরা নাহল ৯৭ আয়াতে প্রথমে সৎকর্ম ও পরে ঈমানের কথা বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিশ্বাস যাই থাক না কেন, সৎকর্ম ও সদাচরণের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এর ভিত্তিতেই আল্লাহ্র নিকট পুরস্কার ও শাস্তি লাভ হয়ে থাকে। তাই পবিত্র জীবন লাভের জন্য বিশুদ্ধ ঈমান ও বিশুদ্ধ আমল আবশ্যিক পূর্বশর্ত। এ পর্যায়ে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের জীবনী থেকে বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। অতঃপর সমবেত কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উদ্দেশ্যে আবেগঘন আবেদন জানিয়ে বলেন, আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আমরা আমাদের সমাজকে সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ হিসাবে গড়ে তুলি।

বিদায়ী ভাষণ ও দো'আ :

ইজতেমার ৩য় দিন শনিবার ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলে মুহতারাম আমীরে জামা'আত-এর ইমামতিতে ফজরের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। ছালাত শেষে তিনি মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ পেশ করেন এবং সকলে ছহীহ-সালামতে স্ব স্ব গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করেন করেন। অতঃপর সভাপতি হিসাবে তিনি বিদায়কালীন ও মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে দু'দিনব্যাপী ২৮তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ ও 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান প্রমুখ। তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান (বগুড়া), ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া), 'আল-'আওনে'র সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (রাজশাহী), মারকাযের মক্তব বিভাগের শিক্ষক ক্বারী আব্দুল আউয়াল (রাজশাহী), হাফেয শাহরিয়ার (রাজশাহী) ও ইরতিযা আবরার (খুলনা)। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া), মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), আব্দুল্লাহ আল-মামূন (সাতক্ষীরা), রোকনুয্যামান (সাতক্ষীরা), ইয়াকূব (মেহেরপুর) এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্র আসাদুল্লাহ আল-গালিব (রাজশাহী), ফরীদুল ইসলাম (নাটোর), আলে ইমরান (রাজশাহী), রামাযান আলী (রাজশাহী), আব্দুল্লাহ শাকিল (নাটোর), রেযওয়ান (রাজশাহী) ও মুসলিমুদ্দীন (দিনাজপুর) প্রমুখ।

এবারের তাবলীগী ইজতেমায় উপস্থিতি ছিল বিগত সকল ইজতেমার তুলনায় অনেক বেশী। ট্রাক টার্মিনাল ময়দানের পাশাপাশি এ বছর মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানেও সম্পূর্ণ প্যাণ্ডেল করা হয় এবং প্রজেক্টরের মাধ্যমে ট্রাক টার্মিনাল থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। তাছাড়া মহিলা মাদরাসায় অন্যান্যবার একটি প্যাণ্ডেল করা হয়। সেখানে এবার বৃহদাকার দু'টি প্যাণ্ডেল ও মোট তিনটি প্রজেক্টরের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ট্রাক টার্মিনালের দক্ষিণে স্থানীয় মহিলাদের জন্য একটি পৃথক মহিলা প্যাণ্ডেল ও প্রজেক্টরের ব্যবস্থা করা হয়। পুরুষ, মহিলা মিলে মোট ৫টি প্যাণ্ডেলই কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। উদ্বোধনী ভাষণের সময়েই মূল প্যাণ্ডেলে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না।

এবারের ইজতেমায় বাইরের যেলাগুলি থেকে ৩২৭টি রিজার্ভ বাস, ৩০টি মাইক্রোবাস ছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে ৫৪টি সাংগঠনিক যেলাসহ দেশের প্রায় সকল যেলা থেকে বিভিন্ন যানবাহন যোগে প্রায় লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সঊদী আরব ও বাহরাইন সহ অন্যান্য দেশ থেকেও সদ্য দেশে ফেরা অনেক

প্রবাসী কর্মী ও সুধী ইজতেমায় যোগদান করেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের বিভিন্ন যেলা থেকে অর্ধশতাধিক শ্রোতা ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের হাযার হাযার শ্রোতা ইজতেমার সরাসরি লাইভ প্রোগ্রাম দেখেন।

ইজতেমার অন্যান্য রিপোর্ট

এজেন্ট সম্মেলন'১৮ :

ইজতেমার ২য় দিন বিকাল সাড়ে ৪-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানে মাসিক আত-তাহরীক-এর এজেন্ট সম্মেলন'১৮ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে আত-তাহরীক-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সমবেত এজেন্টদের উদ্দেশ্যে বলেন, আখেরাত লাভের চেতনায় যদি আপনারা আত-তাহরীক-এর সেবা করেন, তাহ'লে পুরাটাই আপনাদের আমলনামায় নেক আমল হিসাবে লিপিবদ্ধ হবে। তিনি প্রত্যেক এজেন্ট ভাই-বোনকে প্রতি মাসে কমপক্ষে ১০% হারে গ্রাহক বৃদ্ধির আবেদন জানান।

আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর অন্যতম কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান (গাইবান্ধা), কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর সচিব অধ্যাপক আব্দুল লতীফ প্রমুখ। সম্মেলনে লেখকদের মধ্য থেকে বক্তব্য পেশ করেন ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী (জামালপুর) এবং এজেন্টদের মধ্য থেকে বক্তব্য পেশ করেন হাবীবুর রহমান (সাতক্ষীরা), আনীসুর রহমান (বগুড়া), কামাল হোসাইন (নারায়ণগঞ্জ), মাকছূদ আলী মুহাম্মাদী (সাতক্ষীরা), মুযযাম্মেল হক (গাইবান্ধা), আব্দুল মুক্বীত (খুলনা), আবু বকর (বগুড়া), রেযাউল করীম (রংপুর), আব্দুল আলীম (জয়পুরহাট) ও ইউসুফ আহাম (কুমিল্লা) প্রমুখ। সম্মেলনে সর্বাধিক পত্রিকা বিক্রয়কারী এজেন্ট হিসাবে ১ম স্থান অধিকারী জনাব আনীসুর রহমান (বগুড়া), ২য়- হাবীবুর রহমান (সাতক্ষীরা) ও ৩য়- মুশতাক আহমাদ সারওয়ার মাননীয় প্রধান অতিথির নিকট থেকে বিশেষ পুরস্কার গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত সকল এজেন্টকে সাধারণ পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান :

বিগত বছরের ন্যায় এবারও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচিত গ্রন্থ ছিল আমীরে জামা'আত প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (২০১-৫০৬ পৃ.)'। এতে শীর্ষস্থান অধিকারী তিনজন হ'ল যথাক্রমে- ১. মুহাম্মাদ শাহীন রেযা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ২. রিয়াযুল ইসলাম (নওগাঁ) ও ৩. ইমদাদুল হক (রাজশাহী)। এছাড়া ৫ জনকে বিশেষ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। তারা হ'ল যথাক্রমে- ১. আব্দুল্লাহ (কুমিল্লা), ২. মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম (দিনাজপুর), ৩. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (ময়মনসিংহ), ৪. ইরফানুল ইসলাম ফাহীম (কুমিল্লা), ৫. মিনহাজুল ইসলাম (দিনাজপুর)। বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

নতুন হাফেযদের পুরস্কার প্রদান:

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগ হ'তে ২০১৮ সালে হিফয সম্পন্নকারী ৬জন এবং ২০১৭ সালের ৪জন হাফেযকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০১৮ সালের হিফয সম্পন্নকারীগণ হ'লেন, ১. আব্দুল্লাহ রিয়াদ (ঝিনাইদহ), ২. ইমামুল আবেদীন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ৩. আব্দুল্লাহ আল-মামূন, (রাজশাহী), ৪. ওসামা ইসলাম (রাজশাহী), ৫. শাহাদত হুসাইন (রাজশাহী), ৬. কাযী নাফীস ইবনে হারূণ (সাতক্ষীরা)।

অতঃপর ২০১৭ সালের হিফয সম্পন্নকারীগণ হ'লেন, ১. মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (রাজশাহী), ২. মুহাম্মাদ যাকারিয়া (রাজশাহী), ৩. শেখ নো'মান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) ও ৪. নূরুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

উল্লেখ্য, কাযী নাফীস ২০১৮ সালে মাত্র ১৩ মাসে হিফয সম্পন্ন করে। এজন্য তার সাথে তার পিতা কাযী হারূণুর রশীদ ও প্রধান শিক্ষক হাফেয লুৎফর রহমানকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হ'তে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বিশেষ পুরস্কার প্রদান করেন।

দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ :

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮ উপলক্ষে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মারকায এলাকার পক্ষ থেকে *'ছওতুল মারকায'* নামে এবং 'সোনামণি' মারকায এলাকার পক্ষ থেকে *'প্রতিভা'* নামে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যা ইজতেমা প্যাণ্ডেলের পূর্ব পার্শ্বস্থ বুক স্টলের মধ্যখানের ফাঁকা জায়গায় প্রদর্শিত হয়।

ফৎওয়া বুথ :

২৮তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা উপলক্ষে গতবারের ন্যায় এবারও ফৎওয়া বুথের ব্যবস্থা করা হয়। আত-তাহরীক কার্যালয়ে স্থাপিত ফৎওয়া বুথে বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কর্মী ও সুধীবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। ইজতেমার দু'দিন বিকাল ৪-টা থেকে রাত ১১-টা পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

ইজতেমায় গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

ইজতেমার ২য় দিন বাদ এশা 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম সরকারের নিকট নিম্নোক্ত প্রস্তাব ও দাবী সমূহ পেশ করেন এবং উপস্থিত সকলে হাত তুলে সমস্বরে সেগুলির প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন।-

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে।

(২) মানুষের রক্তচোষা সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বাতিল করে অনতিবিলম্বে ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সূদী এনজিও ও দাদন ব্যবসায়ী মহাজনী সূদী প্রথা এবং সেই সাথে অফিস-আদালত থেকে ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

(৩) হিংসা ও প্রতিহিংসার রাজনীতি বন্ধ করে দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(৪) আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিষোদগার বন্ধ করতে হবে এবং জঙ্গীবাদের মিথ্যা অপবাদ ও মামলা দিয়ে নির্দোষ ব্যক্তিদের হয়রানী করা এবং ইসলামী বই-পুস্তককে 'জিহাদী বই' বলে আখ্যায়িত করার অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে।

(৫) জঙ্গীবাদের বিশ্বাসগত ত্রুটিসমূহ দূর করার জন্য এবং সামাজিক অনাচার সমূহ প্রতিরোধের জন্য শিক্ষার সর্বস্তরে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(৬) প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে জাতিকে পদ্ধতিগতভাবে মেধাশূন্য করার যে পরিস্থিতি তৈরী করা হয়েছে, তা থেকে অবিলম্বে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের রক্ষা করতে হবে এবং এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতঃ চিরতরে প্রশ্ন ফাঁসের ষড়যন্ত্র থেকে জাতিকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) এ সম্মেলন দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষভাবে দেশের সকল বিভাগে মেধাবী, যোগ্য ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের নিযুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছে।

(৮) যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধে মাদকের অব্যাহত সয়লাব ও ইন্টারনেটের অশ্লীল কনটেন্ট সমূহ বন্ধ করার জন্য এবং পিস টিভি বাংলার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য এ সম্মেলন সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

(৯) রোহিঙ্গাদের উপর নির্মম নির্যাতনকারী বর্মী সরকারকে বিচারের মুখোমুখি করা এবং রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য মিয়ানমারে তাদের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করে সসম্মানে পুনর্বাসনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এ সম্মেলন জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

(১০) এ সম্মেলন সিরিয়ায় অব্যাহত বোমা হামলায় শত শত নির্দোষ নারী ও শিশু গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। সেই সাথে অবিলম্বে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ বন্ধে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ওআইসি ও জাতিসংঘের প্রতি জোরালো আহ্বান জানাচ্ছে।

সুধী সমাবেশ

ছহীহ তরীকায় জুম'আর খুৎবা ও ছালাত শুরু

চক্রবর্তীটেক, গাযীপুর সদর, গাযীপুর ৯ই মার্চ শুক্রবার : গাযীপুর যেলার সদর থানাধীন চক্রবর্তীটেক রওশনআরা জামে মসজিদটি অদ্য হ'তে আনুষ্ঠানিকভাবে **চক্রবর্তীটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে** রূপান্তরিত হ'ল। এ উপলক্ষে অত্র মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ও জমিদাতা ডাঃ আব্দুল কুদ্দূসের আহ্বানে অদ্য সকাল ১০-টা হ'তে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জুম'আর খুৎবা :

রাস্তায় যানজটে আটকে যাওয়ায় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের মোবাইল ফোনের নির্দেশনা অনুযায়ী 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন যথাসময়ে খুৎবা শুরু করেন। তিনি ইত্তিবায়ে সুন্নাহ্র উপরে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। খুৎবার মধ্যেই মুহতারাম আমীরে জামা'আত মসজিদে এসে উপস্থিত হন। অতঃপর তিনি ছালাতে ইমামতি করেন। খুৎবা ও ছালাতে উপস্থিত ছিলেন 'বেক্সিমকো গ্রুপ'-এর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব **সালমান এফ. রহমান**।

ছালাত পরবর্তী সুধী সমাবেশ :

ইসলামিক কমপ্লেক্স রাজশাহী-এর সেক্রেটারী ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রদত্ত স্বাগত ভাষণে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ও জমিদাতা ৮৫ বছর বয়স্ক **ডাঃ আব্দুল কুদ্দূস** বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, বিগত ৪০ বছর যাবত আমি এখানে বসবাস করছি। কেউ আমাকে মন্দ বলেনি। কিন্তু আহলেহাদীছ হওয়ার পর থেকেই আমি সবার কাছে খারাপ হয়ে গেছি। এমনকি আমাকে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। আমি আল্লাহ্র সাহায্য কামনা ও সকলের সহানুভূতি আশা করি।

অতঃপর সুধী সমাবেশে সভাপতির ভাষণে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত** বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন বিশুদ্ধ ইসলামী আন্দোলনের নাম। প্রসিদ্ধ চার ইমামের প্রত্যেকেই ছহীহ হাদীছ মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা সেদিকেই সকলকে আহ্বান জানাই। তিনি অটুট ধৈর্যের সাথে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের উপর দৃঢ় থাকার জন্য এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। সঙ্গে সঙ্গে জমিদাতা ও মসজিদ নির্মাতা ডা. আব্দুল কুদ্দুস-এর এই মহতী দানকে যেন আল্লাহ কবুল করেন, সেজন্য দো'আ করেন। অতঃপর অত্র সমাবেশে উপস্থিত থাকার জন্য সম্মানিত প্রধান অতিথিকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

অতঃপর প্রধান অতিথির ভাষণে জনাব **সালমান এফ. রহমান** স্থানীয় মুছল্লীগণের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমি শুনেছি অত্র মহল্লায় ৫টি মসজিদ আছে। মুছল্লীগণ স্বাধীনভাবে যেকোন মসজিদে ছালাত আদায় করবেন। কাউকে কোন মসজিদে যেতে বাধা দেওয়া যাবে না। আবার বাধ্যও করা যাবে না। তিনি সকলের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার আহ্বান জানান।

সকাল ১০-টা থেকে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাই, আমীন মডেল টাউন স্কুল এণ্ড কলেজের প্রভাষক মুহাম্মাদ আল-আমীন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম, সাভার-আশুলিয়া উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ঢাকা ও গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ, সাভার-আশুলিয়া উপযেলা নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী উপস্থিত ছিলেন। তিন তলা মসজিদ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ছাদে ও বাহিরে পৃথক প্যাণ্ডেলেও তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না।

উল্লেখ্য যে, অত্র মসজিদটি প্রথমে মাযহাবী আক্বীদায় গড়ে ওঠে। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি ডাঃ আব্দুল কুদ্দূস ছাহেব নিজস্ব অর্থায়নে ও নিজেদের দানকৃত জমিতে সাত তলা ফাউণ্ডেশন দিয়ে মসজিদটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ইতিমধ্যে ৩ তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বেক্সিমকো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক সংলগ্ন হওয়ায় মসজিদটির গুরুত্বও বেশী। তাছাড়া এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় মসজিদে মুছল্লীও হয় ব্যাপক। মহান আল্লাহ্র মেহেরবানীতে ডাঃ আব্দুল কুদ্দূস ছাহেব আমীরে জামা'আতের লেখা 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' সহ অন্যান্য বই-পুস্তক পাঠের মাধ্যমে ছহীহ তরীকার সন্ধান পান। অবশেষে তিনি মাযহাবী তাক্বলীদ ছেড়ে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল শুরু করেন। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।* কিন্তু তার এই পরিবর্তন স্থানীয় বিদ'আতী আলেমদের চোখ জ্বালার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা ডাক্তার ছাহেবের বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র শুরু করে ও বিভিন্নভাবে ভয়-ভীতি ও হুমকি-ধমকি প্রদান করে। অবশেষে গত বছর রামাযান মাসে সাভারের জিরানী পুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি উক্ত মসজিদটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আহলেহাদীছ আন্দোলনের অনুকূলে রেজিষ্ট্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন। অতঃপর সে মোতাবেক গত ৩০শে জানুয়ারী'১৮ তারিখে গাযীপুর সদর সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান 'ইসলামিক কমপ্লেক্স'-এর নামে উক্ত মসজিদটি রেজিষ্ট্রি করে দেওয়া হয়। অদ্যকার সুধী সমাবেশের মাধ্যমে যা আনুষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়িত হ'ল।

অনুষ্ঠান শেষে জনাব সালমান এফ রহমানের সৌজন্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডা. আব্দুল কুদ্দূসসহ অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে বেক্সিমকো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শন করেন ও সেখানেই মাগরিবের ছালাত আদায় করেন।

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৪১) : রিজাল শাস্ত্র কি? প্রত্যেক আলেমের জন্য রিজাল শাস্ত্র সম্পর্কে জানা আবশ্যক কি?

-মামূন, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : রিজাল শাস্ত্র হ'ল হাদীছের সনদ সম্পর্কে জ্ঞান। অর্থাৎ সনদে যে সকল বর্ণনাকারী রয়েছেন তারা নির্ভরযোগ্য কি-না, সে সম্পর্কিত বিশেষায়িত জ্ঞান। ইসলামী শরী'আতের বিধি-বিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলেমদের জন্য রিজালশাস্ত্র জানা আবশ্যক। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার তারতম্য থাকতে পারে, তবে এ বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে। ওলামায়ে সালাফ কেবল হাদীছের জ্ঞান থাকলেই তাকে আলেম হিসাবে গণ্য করতেন না, যতক্ষণ না তিনি হাদীছের সনদসমূহ এবং বর্ণনাকারীদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতেন *(তাদরীবুর রাবী ১/৩০)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসিক্ব ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ' *(হুজুরাত ৪৯/৬)*। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ যদি কোন হাদীছের সনদ সম্পর্কে না জেনে বর্ণনা করে, তবে সে মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন তার স্থানকে জাহান্নামে বানিয়ে নিল' *(ছহীহ মুসলিম মিশকাত হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়)*। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, সনদ হচ্ছে দ্বীন। যদি সনদ না থাকত তাহ'লে যার যা ইচ্ছা তাই বর্ণনা করত *(ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামা হা/৩২)*।

প্রশ্ন (২/২৪২) : দুই তলাবিশিষ্ট মসজিদের ২য় তলায় ছালাতের স্থান এবং নীচতলা ছাত্রাবাসে পরিণত করা জায়েয হবে কি?

-মসজিদ কমিটির সদস্যবৃন্দ
রাজারবাগান, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মসজিদের নীচতলায় ছাত্রাবাস করায় কোন বাধা নেই। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'মসজিদের নীচে দোকান-পাট ও পানির হাউয তৈরী করা যায়। তাতে কোন বাধা নেই' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩১/২১৮-২১৯)*। যেখানে দোকানপাট করা যাবে সেখানে ছাত্রাবাসও করা যাবে। তবে ছাত্রাবাসের ছাত্ররা যাতে শরী'আতের বিধান মেনে চলে সে ব্যবস্থা থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩/২৪৩) : আমার মায়ের সব সম্পদ পিতার নিয়ন্ত্রণে। তিনি এর যাকাত দেন না আবার সম্পদও দেন না। এক্ষণে এজন্য আমার মা গোনাহগার হবেন কি?

-আলতাফ হোসেন, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : মা সম্পদের মালিকানা গ্রহণে নিরুপায় হ'লে তিনি গুনাহগার হবেন না ইনশাআল্লাহ। কারণ যাকাত দেওয়ার জন্য শর্ত হ'ল সম্পদ ব্যক্তির মালিকানায় থাকা। অতএব যেদিন তিনি পূর্ণ মালিকানা লাভ করবেন, সেদিন থেকে নিয়ম অনুযায়ী যাকাত আদায় করবেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতিয়ারাত ৪৫২ পৃষ্ঠা; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/১১, ১৮/১৩৪)*।

প্রশ্ন (৪/২৪৪) : পোষাকে বমি লেগে গেলে উক্ত পোষাকে ছালাত হবে কি?

-মাহবূবুল আলম, গাযীপুর।

উত্তর : উক্ত পোষাকে ছালাত হবে। অতএব মুছাল্লীর রুচি হ'লে তাতে ছালাত আদায় করবে নতুবা তা পরিবর্তন করবে। কারণ বমি নাপাক হওয়ার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ, আলবানী, শাওকানী, শায়খ বিন বায, উছায়মীন প্রমুখ বিদ্বান বমিকে ওযূ ভঙ্গের কারণ হিসাবে গণ্য না করে একে সাধারণভাবে পবিত্র বলেছেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/২২২ ; ইরওয়া ১/১৪৮; তামামুল মিন্নাহ ১/৫৪; আস-সায়লুল জার্রার ১/৩০; মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৩৫২)*। অধিক পরিমাণে বমি হ'লে ছালাত ছেড়ে দিবে এবং পরিচ্ছন্ন হয়ে ছালাতে যোগদান করবে। আর ছালাতের বাইরে বমি হ'লে বমিযুক্ত কাপড় কেবল ধুয়ে নিবে। তবে শিশুদের বমি কাপড়ে লাগলে বার বার ধোয়া লাগবে না। কারণ শিশুদের বমির বিষয়টি ভিন্ন *(ইবনুল ক্বাইয়িম, তোহফাতুল মাওদূদ ২১৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৫/২৪৫) : বিতর ছালাত নিয়মিতভাবে এক রাক'আত পড়া যাবে কি? এক রাক'আত উত্তম হলে রামাযানে নিয়মিত ৩ রাক'আত পড়ার কারণ কি?

-মামূন, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : নিয়মিত এক ও তিন রাক'আত বিতর পড়া যাবে। আর রামাযানে তিন রাক'আত বিতর পড়ার কারণ হ'ল হাদীছে বর্ণিত এগার রাক'আত পূর্ণ করা। কারণ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের ব্যাপারে হাদীছে ১১ রাক'আতের কথাই বলা হয়েছে। তন্মধ্যে চার চার আট রাক'আত তারাবীহ ও তিন রাক'আত বিতর *(বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮)*। রাসূল (ছাঃ) রাতের ছালাত দু'দু'রাক'আত পড়তেন। অতঃপর এক রাক'আত বিতর পড়তেন' *(বুখারী হা/৯৯৫; মুসলিম হা/৭৫২; মিশকাত হা/১২৫৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে পাঁচ রাক'আত বিতর পড়তে পসন্দ করে সে তা করতে পারে। আর যে তিন রাক'আত বিতর পড়তে পসন্দ করে সে তা করতে পারে। যে এক রাক'আত বিতর পড়তে পছন্দ করে সে তা করতে পারে' *(আবুদাউদ হা/১৪২২; মিশকাত হা/১২৬৫, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৬/২৪৬) : জনৈক আলেম বলেন, পানি থাকা অবস্থায় ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করা যাবে না। এটা সঠিক কি? আর পানি থাকা অবস্থায় টিস্যু ব্যবহার করা যাবে কি?

-নাহিদ হাসান, বগুড়া।

উত্তর : পানি থাকলে পানি ব্যবহার করবে। কারণ আল্লাহ পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন *(আবুদাউদ হা/৪৪; মিশকাত হা/৩৬৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৬০)*। ইমাম তিরমিযী বলেন, বিদ্বানগণ (পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে) পানিকেই যথেষ্ট মনে করেন। পানি না পেলে কুলুখ নিবে *(তিরমিযী হা/১৯ আলোচনা দ্রঃ)*। তবে কেউ যদি পানি থাকা সত্ত্বেও মাটি বা অনুরূপ কিছু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে তাহ'লে

Contents

পবিত্রতা অর্জন হয়ে যাবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/১৬৭; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/১৫; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১১৫/১২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৪/৩৪)*। স্মর্তব্য যে, কুলুখ ব্যবহার করার ফযীলত সম্পর্কে যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সবই যঈফ ও জাল।

প্রশ্ন (৭/২৪৭) : ছোট শিশুদের বাঁশিযুক্ত জুতা পরানো যাবে কি?

-আতীকুর রহমান, চৌদ্দগ্রাম, চট্টগ্রাম।

উত্তর : বাদ্য-বাজনা ইসলামে হারাম। তাই বাঁশি ও বাজনাযুক্ত জুতা পরানো যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দু'টি বস্তু দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত। আনন্দের সময় বাঁশি বাজানো এবং মুছীবতের সময় বিলাপ করা *(বাযযার, ছহীহুত তারগীব হা/৩৫২৭; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৪০১৭)*। তিনি আরো বলেন, আমি দু'টি নির্বোধসূলভ ও পাপাচারমূলক চিৎকার নিষেধ করেছি। আনন্দের সময় খেল-তামাশা, শয়তানের বাঁশি বাজানো ও বিপদের সময় চিৎকার করা, মুখমণ্ডলে আঘাত করা এবং জামার সম্মুখভাগ ছিঁড়ে ফেলা আর শয়তানের মত (চিৎকার করে) কান্নাকাটি করা *(হাকেম হা/৬৮২৫; তিরমিযী হা/১০০৫; ছহীহুল জামে' হা/৫১৯৪)*। অতএব কোমলমতি শিশুদের এসব শব্দ শুনানো থেকে বিরত রাখতে হবে।

প্রশ্ন (৮/২৪৮) : আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের লক্ষ্যে আমাদের এখানে যোহরের ছালাত ১২.৫০ মিনিটে আদায় করা হয়। এক্ষণে আউয়াল ওয়াক্তের মধ্যে জুম'আর খুৎবা ও ছালাত কখন শুরু বা শেষ করা সমীচীন হবে?

-হাফেয আব্দুর রব, রসূলপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : যোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর খুৎবা শুরু করে শীত-গ্রীষ্মকালভেদে ১-টা থেকে ১.৩০ মিনিটের মধ্যে জুম'আর ছালাত সমাপ্ত করা সমীচীন হবে। কারণ এরপরে আদায় করলে আউয়াল ওয়াক্ত থাকে না। আউয়াল ওয়াক্ত বলতে ওয়াক্তের প্রথমভাগকে বুঝানো হয়, ওয়াক্তের শুরুকে নয়। জিবরীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে আউয়াল ও আখের ওয়াক্তে দু'দিন ছালাত আদায় করিয়ে বলেন, উক্ত দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়কালই হ'ল আপনার উম্মতের জন্য ছালাতের ওয়াক্ত *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮৩ 'ছালাতের সময়কাল' অনুচ্ছেদ)*। যেমন শীত ও গ্রীষ্মকাল ভেদে সারাবছর ঢাকায় যোহরের সময় শুরু হয় ১১:৪২ থেকে ১২:১৩ মিনিটে এবং শেষ হয় ০২:৫০ মিঃ থেকে ০৩:৩২ মিনিটে। এ দুই প্রান্তসীমার মধ্যবর্তী সময়ের প্রথমভাগকে আউয়াল ওয়াক্ত ধরা হবে। প্রথমভাগেই রাসূল (ছাঃ) জুম'আর ছালাত আদায় করতেন' *(বুখারী হা/৯০৪-৯০৫; মিশকাত হা/১৪০১)*। সালামা ইবনু আকওয়া (রাঃ) বলেন, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে জুম'আর ছালাত আদায় করতাম। এরপর ছায়ায় হেঁটে প্রত্যাবর্তন করতাম *(মুসলিম হা/৮৬০; ইবনু হিব্বান হা/১৫১২; বিস্তারিত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)*।

প্রশ্ন (৯/২৪৯) : মসজিদের বারান্দার নীচে টয়লেটের হাউজ থাকলে উক্ত বারান্দায় ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ মুহসিন, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উপরিভাগ পবিত্র থাকলে তার উপর ছালাত আদায় করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সমস্ত যমীন আমার জন্য পবিত্র এবং তা ছালাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কোন ব্যক্তি ওয়াক্ত হ'লেই ছালাত আদায় করতে পারবে' *(বুখারী হা/ ৩৩৫; মুসলিম হা/৫২৪৭)*।

প্রশ্ন (১০/২৫০) : কাউকে স্বামী বা স্ত্রী হিসাবে কামনা করে আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করা যাবে কি?

-রায়হান, যশোর।

উত্তর : যেকোন কল্যাণকর কাজে দো'আ করা যাবে। কারো দ্বীনদারী ও উত্তম আচরণ দেখে তার সাথে বিবাহের জন্যও দো'আ করা যেতে পারে *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৪৭১; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৩/২০৫-৬)*। তবে এক্ষেত্রে হাদীছে বর্ণিত সারগর্ভ দো'আ করাই উত্তম। যেমন *রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্ দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা 'আযা-বান্না-র*। **অর্থঃ** 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও ও আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও' *(বাক্বারাহ ২/২০১)*।

আর দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কে কল্যাণকর হবে, সে ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। সেজন্য সর্বোত্তম পন্থা হ'ল- ইস্তিখারার দো'আ পাঠ করা, যা শরী'আত নির্দেশিত। যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো যে, এ কাজটি আমার জন্য উত্তম হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ'লে ওটা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও এবং সহজ করে দাও। অতঃপর ওতে আমার জন্য বরকত দান কর। আর যদি তুমি জানো যে, এ কাজটি আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ'লে এটা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও ওটা থেকে ফিরিয়ে রাখ। অতঃপর আমার জন্য মঙ্গল নির্ধারণ কর, যেখানে তা আছে এবং আমাকে তা দ্বারা সন্তুষ্ট কর' *(বুখারী হা/১১৬২; মিশকাত হা/১৩২৩)*।

প্রশ্ন (১১/২৫১) : রাসূল (ছাঃ) নিজে কখনো দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করেছেন কি?

-আব্দুল আলীম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) প্রতি ছালাতে দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করতেন। কারণ শরী'আতের বিধান রাসূল (ছাঃ) নিজে আগে পালন করতেন। তারপর ছাহাবীগণকে শিক্ষা দিতেন *(মিরক্বাত ২/৭৩৩-৭৩৪)*। আলবানী বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাশাহহুদে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজের প্রতি নিজে দরূদ পাঠ করতেন। আর তা উম্মতের জন্য সুন্নাত সাব্যস্ত করেছেন *(আছলু ছিফাতি ছালাতিন নবী (ছাঃ) পৃ. ৯০৪)*।

প্রশ্ন (১২/২৫২) : ক্বিয়ামতের দিন আলেম-ওলামা ও হাফেযদের বিচার কুরআনের সম্মানে পৃথকভাবে করা হবে কি? এছাড়া তাদের ছোট-খাট ভুল ক্ষমা করে দেওয়া হবে কি?

-যহূরুল ইসলাম, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : কুরআনের সম্মানে তাদের পৃথক বিচার করা হবে না। তবে শহীদ, আলেম ও ক্বারী এবং দাতাদের প্রথমে বিচার করা হবে মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেখানে লোক দেখানো আমলকারীরা পাকড়াও হবে *(মুসলিম হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২০৫)*। আর ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হবে। ১. আরশের ডানে অবস্থানকারী। এরা সকলে

জান্নাতবাসী। ২. আরশের বামে অবস্থানকারী যারা সকলে জাহান্নামী। ৩. অগ্রগামী দল যারা আল্লাহ্র বিশেষ নৈকট্য লাভকারী। যাদের মধ্যে রয়েছে নবী-রাসূল, শহীদ ও ছিদ্দীকগণ *(ওয়াকি'আ ৫৬/৭-৮; তাফসীরে ইবনু কাছীর অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। উল্লেখ্য যে, হাফেযে কুরআনের বিশেষ ফযীলত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তারা সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে অবস্থান করবেন *(বুখারী হা/৪৯৩৭; মুসলিম হা/৭৯৮;মিশকাত হা/২১১২)*। তাদের মুখস্থ অনুযায়ী জান্নাতের উঁচুস্তরে স্থান লাভ করবে *(আবুদাউদ হা/১৪৬৪; মিশকাত হা/২১৩৪; ছহীহাহ হা/২২৪০)*। তাদেরকে সম্মানের মুকুট ও পোশাক পরানো হবে এবং আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন *(তিরমিযী হা/২৯১৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪২৫)*। কুরআন তাদের জন্য সুফারিশ করবে *(মুসলিম হা/৮০৪; মিশকাত হা/২১২০)*। নেক আমলকারী হাফেযকে মর্যাদার মুকুট ও তার পিতা-মাতাকে দু'জোড়া সর্বোত্তম পোষাক পরানো হবে *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৬০১৪, ছহীহাহ হা/২৮২৯)*।

প্রশ্ন (১৩/২৫৩) : তোমরা ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ইস্তিনজা কর, কারণ এটা হারিশ রোগ আরোগ্যকারী- মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ কি?

-মাযহারুল ইসলাম, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(মু'জামুল আওসাত্ব হা/৪৮৫৮; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৮৩৮২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৭০১০;)*।

প্রশ্ন (১৪/২৫৪) : ছালাতের মধ্যে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে ভুল করে ফেললে বা এক সূরার আয়াতের মাঝে অন্য সূরার আয়াত পাঠ করে ফেললে উক্ত ছালাত কবুলযোগ্য হবে কি? এজন্য সহো সিজদা দিতে হবে কি?

-আবু ইসহাক, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না এবং এজন্য সহো সিজদাও দিতে হবে না। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাতে ছিলাম। তিনি একটি আয়াত ছেড়ে চলে গেলেন। ছালাত শেষে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আয়াতটি মানসূখ হয়ে গেছে না পড়তে ভুলে গিয়েছিলেন? তিনি বললেন, না বরং ভুলে গিয়েছিলাম *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৬৪৭; আহমাদ হা/১৫৪০২, সনদ ছহীহ; বুখারী, জুযউল ক্বিরাআত খালফাল ইমাম হা/১২৩)*।

প্রশ্ন (১৫/২৫৫) : আমি কুরআন তেলাওয়াত করতে পারি না। এক্ষণে অনুবাদ পাঠ করলে তেলাওয়াতের নেকী পাওয়া যাবে কি?

-ইকবাল বারী, আড়ানী, রাজশাহী।

উত্তর : অনুবাদ পড়ে তেলাওয়াতের নেকী পাওয়ার পক্ষে কোন দলীল নেই। কুরআন আরবীতেই পড়তে হবে, যাতে প্রতি হরফের বিনিময়ে ১০টি নেকী পাওয়া যাবে *(হাকেম হা/২০৮০; ছহীহাহ হা/৬৬০)*। তবে কেউ কুরআন বুঝার জন্য অনুবাদ পাঠ করলে ছওয়াব পাবে *(নিসা ৪/৮২; মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*। কারণ এটি একটি উত্তম সৎকর্ম। আর প্রত্যেক সৎকর্মের জন্য আল্লাহ পুরস্কার দিবেন *(হূদ ১১/১১৪-১১৫)*।

প্রশ্ন (১৬/২৫৬) : মাঝে মাঝে ছালাত আদায়কারী কসাইয়ের যবেহ করা পশুর গোশত খাওয়া যাবে কি?

-লতীফুর রহমান, মতিঝিল, ঢাকা।

উত্তর : কোন মুসলিম কর্তৃক বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করা পশুর গোশত খাওয়া জায়েয। কারণ সে ছালাতকে অস্বীকার করে না। বরং অলসতাবশত মাঝে-মধ্যে ছেড়ে দেয় *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/২৭৫)*। তবে তাকে ছালাত আদায়ের উপদেশ দিতে হবে। কারণ ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগ করা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত মহাপাপ *(মুসলিম হা/৮২; মিশকাত হা/৫৬৯)*।

প্রশ্ন (১৭/২৫৭) : আমি আমার স্ত্রীকে তিন মাসে তিন তালাক দেই। পরে গ্রাম্য সালিসে আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া হয়। এক্ষণে উক্ত স্ত্রীর সাথে আমার সংসার করা জায়েয হচ্ছে কি?

-আব্দুল্লাহ, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর : উক্ত স্ত্রীর সাথে সংসার করা হারাম। কেননা তিন মাসে তিন তালাক প্রদানের মাধ্যমে তালাকটি 'বায়েন' তথা বিচ্ছিন্নকারী তালাকে পরিণত হয়েছে। এরপর তার পক্ষে আর পূর্ব স্বামীর কাছে ফিরে আসার সুযোগ নেই, যতক্ষণ না সে অন্যত্র স্বেচ্ছায় বিবাহ করে ও স্বেচ্ছায় তালাকপ্রাপ্তা হয় *(বাক্বারাহ ২/২২৯-৩০)*। এক্ষণে তার জন্য অনতিবিলম্বে পৃথক হওয়া ও তওবা করা আবশ্যক।

প্রশ্ন (১৮/২৫৮) : ছালাত ব্যতীত জীবনের কোন মূল্য নেই, যেমন মস্তিষ্ক ব্যতীত দেহের কোন মূল্য নেই। কথাটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি?

-নাহীদ, বগুড়া।

উত্তর : এটা প্রচলিত একটি কথা মাত্র। উক্ত মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। এর দ্বারা মূলত ছালাতের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন (১৯/২৫৯) : বিবাহের পর স্বামী কর্মহীন থাকায় পরিবারের চাপে বাধ্য হয়ে স্ত্রী ডিভোর্স লেটারে স্বাক্ষর করে। তবে স্বামী তা গ্রহণ করেনি। পরবর্তীতে স্ত্রী স্বামী থেকে আলাদা বসাবস করলেও তাদের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। এক্ষণে স্বামীর নিকটে ফিরে যেতে বিবাহের প্রয়োজন হবে কি?

-মুহাম্মাদ লিটন, পাবনা।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় 'খোলা' হয়েছে। এক্ষণে উক্ত নারীর সাথে সংসার করতে চাইলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে সংসার করবে *(বাক্বারাহ ২/২৩২; তালাক ৬৫/১; বুখারী হা/৫১৩০)*।

প্রশ্ন (২০/২৬০) : দোকান থেকে খাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে নগদে এক মূল্যে এবং বাকীতে তথা কিস্তিতে অধিক মূল্যে ক্রয় করতে হয়। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে কি?

-আনীসুর রহমান, নওগাঁ।

উত্তর : এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। কারণ বেশী নেওয়াটা সূদ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি একটি ব্যবসায়ে দু'টি বিক্রয় করে সে কম মূল্যেরটা নিবে অথবা সূদ নিবে' *(আবুদাঊদ হা/৩৪৬১; ছহীহাহ হা/২৩২৬)*। এখানে ক্রেতাকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে দু'টির যেকোন একটি গ্রহণ করার। হয় সে নগদে কম মূল্যে খরীদ করবে, যা সিদ্ধ। নয় বাকীতে বেশী মূল্যে খরীদ করবে, যা সূদ এবং যা নিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। এর মধ্যে অজ্ঞতার কিছু নেই। তিনি আরো বলেন, 'সূদ হয় বাকীতে' *(বুখারী হা/২১৭৯; মুসলিম হা/১৫৯৬; মিশকাত হা/২৮২৪)*। অতএব বাকীতে অতিরিক্ত মূল্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না *(বিস্তারিত দ্রঃ বায়'এ মুআজ্জাল' বই)*।

Contents

প্রশ্ন (২১/২৬১) : ওয়াক্ত শুরুর পূর্বে আযান দেওয়া বৈধ হবে কি?

-আবুবকর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : কোন ছালাতের জন্য সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। কেউ এরূপ করে ছালাত আদায় করলে তাকে পুনরায় আযান দিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে *(আবুদাঊদ হা/৫৩২-৫৩৩; ইবনু কুদামা, মুগনী ১/২৯৭)*। তবে ফজরের পূর্বে সাহারী বা তাহাজ্জুদের জন্য আযান দেওয়া যাবে *(বুখারী হা/৬১৭; মুসলিম হা/১০৯২; মিশকাত হা/৬৮০)*। অতঃপর ফজরের ছালাতের জন্য পুনরায় আযান দিতে হবে *(মুবারকপুরী, তোহফা ১/৫১৫-১৬)*।

প্রশ্ন (২২/২৬২) : জনৈক ব্যক্তি যৌতুকের অর্থ দিয়ে বৌভাতের আয়োজন করে দাওয়াত দিয়েছে। সেখানে যাওয়া জায়েয হবে কি?

-আবুল হাশেম
পাকেরহাট, দিনাজপুর।

উত্তর : যৌতুক লেনদেন ইসলামে হারাম। তাই যৌতুক গ্রহণকারী পাপী হবে। কিন্তু এজন্য তার দাওয়াত গ্রহণে কোন বাধা নেই। কারণ একজনের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না *(আন'আম ১৬৪)*। বরং স্পষ্ট পাপাচারী না হ'লে ওয়ালীমার দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব *(বুখারী হা/৫১৭৭; মুসলিম হা/১৪৩২; মিশকাত হা/৩২১৮)*। তাছাড়া ওয়ালীমার আয়োজনে মেয়ে পক্ষ ছেলেকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে পারে *(শারহুস সুন্নাহ ৮/১৪; উছায়মীন, ফাতাওয়া নুরুন আলাদ-দারব ১/৫)*।

প্রশ্ন (২৩/২৬৩) : তাহাজ্জুদের ছালাত অনিয়মিতভাবে আদায় করা যাবে কি?

-তাসনীমুল হক প্রধান, বগুড়া।

উত্তর : যাবে। তবে নিয়মিত পড়াই উত্তম। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তোমরা রাতের ছালাত ছেড়ে দিয়ো না। কারণ রাসূল (ছাঃ) এ ছালাত ছাড়তেন না। যখন তিনি অসুস্থ বা দুর্বল বোধ করতেন তখন তা বসে আদায় করতেন *(আহমাদ হা/২৬১৫৭; আবুদাঊদ হা/১৩০৭, সনদ ছহীহ)*। এছাড়া আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল তাই, যা অল্প হ'লেও নিয়মিত করা হয় *(বুখারী হা/৬৪৬৫; মুসলিম হা/৭৮৩; মিশকাত হা/১২৪২)*। উল্লেখ্য যে, 'তাহাজ্জুদ শুরু করলে আর ছাড়া যাবে না এবং ছাড়লে গুনাহ হবে' মর্মে প্রচলিত কথাটি ভিত্তিহীন। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন (২৪/২৬৪) : স্বর্ণকার হিসাবে আমাকে মাঝে মাঝে হিন্দুদের দেব- দেবী, ময়ূর ইত্যাদির ডিজাইন করতে হয়। হিন্দু দেশ হিসাবে এটা না করলে আমার ব্যবসাই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এক্ষণে এটা জায়েয হবে কি?

-হাসীবুর রহমান, পালি, রাজস্থান, ভারত।

উত্তর : জায়েয হবে না। কারণ এর মাধ্যমে একদিকে মূর্তি নির্মাণের গোনাহ অন্যদিকে অমুসলিম ধর্মীয় উৎসবে সহযোগিতা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদা ৫/২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭; ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৯)*। ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, কাফেরদের বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে উপহার বিনিময়, মিষ্টান্ন বিতরণ, রকমারি খাদ্য তৈরী করা, কাজ বন্ধ রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা মুসলমানদের জন্য হারাম *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/৪৬)*। বরং হালাল পেশা গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহকে ভয় করলে ও তার উপর ভরসা করলে তিনি একটা বৈধ উপায় বের করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন *(তালাক ৬৫/২; বুখারী হা/৫১৬৪; মুসলিম হা/৩৬৭)*।

প্রশ্ন (২৫/২৬৫) : যে ব্যক্তি চল্লিশ দিনকে কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করবে তার কথায় জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত হবে' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-যহীরুল ইসলাম, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : বর্ণনাটি জাল ও মুনকার। এই বর্ণনা থেকেই তাবলীগ জামা'আত চল্লিশ দিনের চিল্লার প্রবর্তন করেছে, যা ভিত্তিহীন ও বাতিল। আবু নু'আইম তার হিলইয়াহ গ্রন্থে *(৫/১৮৯)*, কাযাঈ মুসনাদে শিহাবে *(হা/৪৬৬)*, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীনসহ কিছু কিতাবে এটি বর্ণিত হয়েছে *(কিতাবুল মাওযূ'আত ৩/১৪৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৮)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬৬) : সমাজে প্রচলিত আছে, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে সবাই সমান। একথা কি সত্য?

-মতীউর রহমান, লালবাগ, ঢাকা।

উত্তর : একথা সত্য। যে ব্যক্তি অন্যায় করে ও যে ব্যক্তি শক্তি থাকা সত্ত্বেও উক্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না, পাপের দিক দিয়ে উভয়ে সমান। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেন। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধানে অবহেলাকারী এবং অন্যায়ে পতিত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন সম্প্রদায়ের ন্যায়, যারা একটি জাহাযে লটারীর মাধ্যমে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করল। তদনুযায়ী কারো স্থান নীচের তলায় এবং কারো স্থান উপরের তলায় হ'ল। আর নীচের লোকেরা পানির জন্য উপরের লোকদের নিকট যাতায়াত করলে তাদের অসুবিধা ঘটে। তাই নীচের এক ব্যক্তি একখানা কুঠার নিল এবং জাহাযের তলা ছিদ্র করতে লাগল। এ সময় উপরের লোকেরা এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগল তোমার কী হয়েছে? সে বলল, আমাদের কারণে তোমাদের কষ্ট হয়। অথচ আমাদেরও পানির একান্ত প্রয়োজন। এ অবস্থায় তারা যদি তার দু'হাত ধরে নেয়, তবে তাকেও রক্ষা করবে এবং নিজেরাও রক্ষা পাবে। আর যদি তাকে তার কাজে ছেড়ে দেয় তবে তাকেও ধ্বংস করবে এবং নিজেরাও ধ্বংস হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৩৮ 'ন্যায়ের আদেশ' অনুচ্ছেদ)*।

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'যখন লোকেরা তাদের মধ্যে কোনরূপ অন্যায় হ'তে দেখে অথচ তার প্রতিরোধ করে না, আল্লাহ তার শাস্তিস্বরূপ তাদের সকলের উপর গযব পাঠিয়ে দেন' *(আহমাদ, তিরমিযী হা/৪০০৫, মিশকাত হা/৫১৪২, সনদ ছহীহ)*। অতএব অন্যায় রুখতে হবে। নইলে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রশ্ন (২৭/২৬৭) : নামের শেষে অনেকে জিহাদী, ইউসুফী, ফারুকী, ছিদ্দীক্বী, আনছারী, কুরায়শী যুক্ত করেন, যা তার মূল নামের অংশ নয়। বিষয়টি কতটুকু শরী'আতসম্মত?

-আমজাদ হোসাইন, কাটাখালী, পাবনা।

Contents

উত্তর : পরবর্তীতে এরূপ পদবী না রাখা উচিৎ। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তোমাদের মধ্যে কে সর্বাধিক নেক আমলকারী সে সম্পর্কে আল্লাহই সম্যক অবগত *(মুসলিম হা/২১৪২; মিশকাত হা/৪৭৫৬)*। তবে জন্মের পর পিতা-মাতা যদি এরূপ নাম রাখেন, তাহ'লে তাতে কোন দোষ নেই। আক্বীক্বার সময় শিশু সন্তানের নাম ঐরূপ রাখা তার জন্য আত্মপ্রশংসা নয়। বরং পিতা ও অভিভাবকদের পক্ষ হ'তে তার জন্য শুভ কামনা বা দো'আ স্বরূপ। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর নাম তাঁর দাদা রেখেছিলেন 'মুহাম্মাদ' ও মা রেখেছিলেন 'আহমাদ' (প্রশংসিত)। অনুরূপ মুসলিম নেতারা কাউকে তার কাজের কারণে এরূপ পদবী দিলে তাতে কোন বাধা নেই। যেমন রাসূল (ছাঃ) আবুবকর (রাঃ)-কে 'ছিদ্দীক' ও ওমর (রাঃ)-কে 'ফারূক' উপাধি প্রদান করেছিলেন *(হাকেম হা/৪৪০৭; ছহীহাহ হা/৩০৬; তাফসীরে কুরতুবী ৫/২৬৪)*। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) মুতার যুদ্ধবিজয়ী সেনাপতি খালেদকে দো'আ করে অশ্রুসজল নেত্রে বলেছিলেন, এবারে ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে 'আল্লাহ্র তরবারি সমূহের অন্যতম 'তরবারী' *(বুখারী হা/৪২৬২)*। অর্থাৎ খালেদ নিজে 'সায়ফুল্লাহ' নাম গ্রহণ করেননি, বরং রাসূল (ছাঃ) তাকে ঐ লকব দিয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর নিজের ছেলে আব্দুল্লাহ্র লকব ছিল ত্বাইয়িব ও ত্বাহির (পবিত্র)। অতএব পিতা-মাতা তার সন্তানের জন্য দো'আ হিসাবে উক্ত গুণবাচক নাম সমূহ রাখতে পারেন। তবে তা যেন অহংকার প্রকাশক না হয়।

প্রশ্ন (২৮/২৬৮) : জন্মের ১ দিন পর সন্তান মারা গেলে সপ্তম দিনে তার আক্বীক্বা দিতে হবে কি?

-হিযবুল্লাহ, বালিয়াপুকুর, রাজশাহী।

উত্তর : সপ্তম দিনের পূর্বে সন্তান মারা গেলেও তার আক্বীক্বা দিবে। কারণ আক্বীক্বা দেওয়ার জন্য বাচ্চা সপ্তম দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা শর্ত নয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১১/৪৪৫)*। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে' *(আবুদাঊদ হা/২৮৩৯; মিশকাত হা/৪১৫৩)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় খাত্ত্বাবী বলেন, এ বিষয়ে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। তবে এসবের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ব্যাখ্যা হ'ল যা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন। তিনি বলেন, এটি সন্তানের শাফা'আতের বিষয়ে বলা হয়েছে। তিনি মনে করেন, যদি সন্তানের আক্বীক্বা না করা হয়। অতঃপর সে শিশু অবস্থায় মারা যায়, তাহ'লে সে তার পিতা-মাতার জন্য শাফা'আত করবে না *(ফাৎহুল বারী ৯/৫৯৪)*।

প্রশ্ন (২৯/২৬৯) : একটি দুঃখজনক ঘটনার প্রেক্ষিতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আর কখনো বিবাহ করব না। এরূপ সিদ্ধান্ত শরী'আতসম্মত হয়েছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।

উত্তর : দৈহিকভাবে সক্ষম ব্যক্তির এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ্য আছে, সে যেন অবশ্যই বিয়ে করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০)*। তিনি বলেন, বিবাহ করা আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের উপর আমল করে না, সে আমার দলভুক্ত নয় *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৬, ছহীহাহ হা/২৩৮৩)*। রাসূল (ছাঃ) বৈরাগ্য জীবন যাপন করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি বিবাহ করল সে যেন দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করল, বাকী অর্ধেকের বিষয়ে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে' *(হাকেম হা/২৬৮১; ছহীহাহ হা/৬২৫; মিশকাত হা/৩০৯৬)*। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ইবনু ওমর (রাঃ) বিবাহ না করার সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর হাফছা (রাঃ) তাকে ডেকে বলেন, তুমি বিয়ে কর। কারণ তোমার সন্তান হয়ে মারা গেলে সে তোমার জন্য অগ্রগামী হবে। আর বেঁচে থাকলে তোমার জন্য দো'আ করবে *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১০৩৮৮, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩০/২৭০) : জনৈক বিধবা মহিলা সন্তানদের মত না থাকায় গোপনে একজনকে অলী বানিয়ে মোবাইলের মাধ্যমে একজনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। যার স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। বর্তমান স্বামীর সাথে তার সাক্ষাৎ ও মোবাইলে কথা হয়, তবে দৈহিক সম্পর্ক হয়নি। সন্তানদের অমতে এরূপ বিবাহ সঠিক হয়েছে কি?

-খাদীজা, বগুড়া।

উত্তর : বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত বিবাহ সঠিক হয়নি। কারণ নারী নিজের বিবাহ নিজে বা অন্য নারীকে বিবাহ দিতে পারে না *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৮২; ইবনু মাজাহ হা/৩১৩৭; ইরওয়া হা/১৮৪১)*। নারীর বিবাহের জন্য নিকটতম অভিভাবকের অনুমতি আবশ্যক। এমনকি পিতা, দাদা, ভাই প্রমুখদের অবর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানও মায়ের অলী হ'তে পারে *(উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ক্রমিক ১৫৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৮/১৪৩)*। এছাড়া দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে বিবাহ হ'তে হবে *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৭৫; ইরওয়া হা/১৮৬০, সনদ ছহীহ)*। এক্ষণে সন্তান ও নিকটাত্মীয়দের উচিৎ বিবাহে ইচ্ছুক মায়ের বিবাহের ব্যবস্থা করা। অন্যথায় তিনি আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারেন। কারণ যার কোন অলী নেই, সরকার তার অলী হবে' *(আবুদাঊদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১)*।

প্রশ্ন (৩১/২৭১) : কবর যিয়ারতের সুন্নাতী পদ্ধতি কি? কবর যিয়ারতের সময় কি কি দো'আ পড়তে হয়? কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য করে কোথাও যাওয়া যাবে কি? কবর যিয়ারত করলে মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হয় কি?

-ইসমাঈল হোসাইন, বাগহাটা, নরসিংদী।

উত্তর : কবরস্থানে গিয়ে প্রথমে দো'আ পাঠ করবে। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! কবর যিয়ারতের সময় আমি কী বলব? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি বল, *'আস্সালা-মু 'আলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইয়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা'খিরীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হেকূনা'*। অর্থ : মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক। আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপরে আল্লাহ রহম করুন! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি' *(মুসলিম হা/২২৫৬;মিশকাত হা/১৭৬৭ 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*। আর কেবল কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না *(বুখারী হা/১১৮৯; মুসলিম হা/১৩৯৭; মিশকাত*

হা/৬৯৩)। তবে অন্য উদ্দেশ্যে গিয়ে কবর যিয়ারত করাতে কোন বাধা নেই। যেমন মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদ্বয়ের কবর যিয়ারত করা যায়। আর যেকোন স্থান থেকে যে কেউ মৃত মুমিন ব্যক্তির জন্য দো'আ করলে তার উপকার হবে *(হাশর ১০; মুসলিম হা/৯৬৩; আবুদাঊদ হা/৩১৯৯; মিশকাত হা/১৬৫৫, ১৬৭৪)*। কবর যিয়ারত করাতে যিয়ারতকারীর পরকালের কথা স্মরণ হয় বলে সে ব্যক্তি উপকৃত হয় *(মুসলিম হা/৯৭৬; মিশকাত হা/১৭৬৩)*।

প্রশ্ন (৩২/২৭২) : মুসলমানদের যাকাত বা ওশর থেকে কিছু অংশ অমুসলিম ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করা যাবে কি?

-মেরিনা খাতূন, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : কোন অমুসলিমকে যাকাতের মাল থেকে দেওয়া যাবে না। রাসূল (ছাঃ) মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে প্রেরণের সময় বলেছিলেন, তুমি তাদেরকে জানিয়ে দিবে এই মর্মে যে, আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে *(মুসলিম হা/১৯; মিশকাত হা/১৭৭২)*। এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফেরকে যাকাতের মাল দেওয়া যাবে না *(নববী, শরহ মুসলিম হা/১৯-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। ইবনু কুদামা বলেন, যাকাতের মাল থেকে কাফেরদের দেওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে বিদ্বানগণের মতপার্থক্য আমার জানা নেই *(মুগনী ২/১৮৭)*। ইবনুল মুনযির বলেন, এ ব্যাপারে আলেমগণের ঐক্যমত রয়েছে যে, যাকাতের মাল থেকে কোন কিছু কাফেরদের দেওয়া যাবে না *(আল-ইজমা' ৪৮ পৃ:)*।

প্রশ্ন (৩৩/২৭৩) : হাউযে কাওছার কেবল কি আমাদের নবী (ছাঃ) প্রাপ্ত হবেন। না প্রত্যেক নবী-রাসূলই প্রাপ্ত হবেন এবং তা থেকে নিজ উম্মতদের পানি পান করাবেন?

-আবুল কালাম
মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : হাউয সকল নবী ও রাসূলকে প্রদান করা হবে। যাতে তারা হাশরের ময়দানে নিজ নিজ উম্মতকে পানি পান করাতে পারেন। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর হাউয সবচেয়ে বড় হবে এবং তার নাম হবে হাউযে কাওছার। আল্লাহ বলেন, আমরা তোমাকে হাউযে কাওছার দান করেছি *(কাওছার ১)*। সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে হাউয হবে। আর এ নিয়ে তারা পরস্পরে গর্ববোধ করবেন যে, কার হাউযে কত বেশি লোক অবতরণ করবে। আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি যে, আমার হাউযেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক আসবে' *(তিরমিযী হা/২৪৪৩; মিশকাত হা/৫৫৯৪; ছহীহাহ হা/১৫৮৯; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৬৮)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৭৪) : মুসলিম হা/২৬০৪ থেকে বুঝা যায়, রাসূল (ছাঃ) মু'আবিয়া (রাঃ)-এর প্রতি বিরক্ত হয়ে বদদো'আ করেছেন। এছাড়া ত্বাবারী সংকলিত ইবনু ওমর থেকে আরেকটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, মু'আবিয়ার মৃত্যু ইসলামের উপর হবে না। উপরোক্ত হাদীছদ্বয়ের সত্যতা ও সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-শেখ সাদী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : হাদীছটিতে বলা হয়েছে যে, একদা রাসূল (ছাঃ) ইবনু আব্বাসকে বললেন, যাও, মু'আবিয়াকে আমার কাছে ডেকে আনো। তিনি ডাকতে গেলেন এবং ঘুরে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল তিনি খাচ্ছেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে পুনরায় পাঠালে তিনি এসে একই কথা বললেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ যেন তার পেট ভর্তি না করেন *(মুসলিম হা/২৬০৪)*। হাদীছটি ছহীহ। তবে উক্ত বাক্যটি মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে বদদো'আ ছিল না, বরং দো'আ ছিল। আলবানী বলেন, এটি সংকল্পহীন দো'আ। যা আরবরা তাদের বাকরীতি অনুযায়ী উদ্দেশ্য ছাড়াই বাক্যের সাথে ব্যবহার করে থাকে' *(ছহীহাহ হা/৮২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

অপর এক হাদীছে এসেছে, একবার রাসূল (ছাঃ) উম্মু সুলাইম (রাঃ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন এক ইয়াতীম বালিকাকে দেখে বলেন, তোমার বয়স আর বৃদ্ধি না হৌক। তখন সে উম্মু সুলাইমের নিকট অভিযোগ করলে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন এবং তিনি মেয়েটির উপর বদদো'আ করার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) মুচকি হেসে বলেন, তুমি কি জান না যে, আমার প্রতিপালকের সঙ্গে এই মর্মে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি এবং আমি বলেছি যে, আমি তো একজন মানুষ। মানুষ যেমন সন্তুষ্ট হয়, আমিও তেমন হই। মানুষ যেমন রাগান্বিত হয়, আমিও তেমনি হই। আমিও অসন্তুষ্ট হই, যেভাবে মানুষ হয়ে থাকে। সুতরাং আমি আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দো'আ করলে, সে যদি তার যোগ্য না হয় তাহ'লে তা তার জন্য পবিত্রতা, আত্মশুদ্ধি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম বানিয়ে দিবেন *(মুসলিম হা/২৬০৩; ছহীহাহ হা/৮৩-৮৪-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি মানুষ নবী ছিলেন, নূরের নবী নন।

আর দ্বিতীয় বর্ণনাটি বাতিল। এটি রাফেযী শী'আদের বানানো মিথ্যা কাহিনী মাত্র *(মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৯২৪৩; ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/৪৪৩-৪৪৪)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৭৫) : একটি জাতীয় দৈনিকের ইসলামী প্রবন্ধে লেখা হয়েছে যে, শারঈ বিধান অনুযায়ী স্বামী তার স্ত্রীকে খাদ্য প্রস্তুত করতে বাধ্য করতে পারবে না। বক্তব্যটির শারঈ ভিত্তি আছে কি?

-মোবারক হোসাইন
রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেবল খাদ্য প্রস্তুত নয়, বরং স্ত্রীর উপর কর্তব্য হ'ল স্বামীর শরী'আতসম্মত যেকোন নির্দেশ নির্দ্বিধায় পালন করা। আল্লাহ বলেন, পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল *(নিসা ৫/৩৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নারী তার স্বামীগৃহের কর্ত্রী, তাকে তাঁর অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে *(বুখারী হা/৮৯৩; মুসলিম হা/১৮২৯)*। তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক শাস্তি প্রাপ্ত হবে দু'ধরনের মানুষ। তাদের একজন হ'ল, অবাধ্য স্ত্রী *(তিরমিযী হা/৩৫৯, সনদ ছহীহ)*। আসমা বলেন, আমি যুবায়েরের স্ত্রী ছিলাম। আমি বাড়ির কাজে যুবায়ের (রাঃ)-এর খিদমত করতাম। আমি তাঁর উট ও ঘোড়া চরাতাম, পানি পান করাতাম এবং পানি উত্তোলনের মশক ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতাম, আটা পিষতাম... *(মুসলিম হা/২১৮২; যাদুল মা'আদ ৫/১৬৯-১৭১)*।

Contents

তবে উভয়ে উভয়ের অধিকারের প্রতি যত্নশীল থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর নিকটে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের নিকটে উত্তম' *(তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩২৫২)*। আসওয়াদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (ছাঃ) ঘরে থাকা অবস্থায় কি করতেন? তিনি বললেন, ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। আর ছালাতের সময় হ'লে ছালাতে চলে যেতেন *(বুখারী হা/৬৭৬; মিশকাত হা/৫৮১৬)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৭৬) : জনৈক আলেম সূরা কাহফের ২৮ আয়াতের ভিত্তিতে বলেন, সম্মিলিত মুনাজাত বর্জনকারীরা আল্লাহর নাফরমান। বক্তব্যটি কতটুকু সত্য?

-মামূনুর রশীদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : বক্তব্য ভিত্তিহীন এবং মনগড়া। পৃথিবীর কোন মুফাসসির উক্ত আয়াতের তাফসীরে এরূপ কথা বলেননি। আয়াতটির অর্থ হ'ল- 'আর তুমি নিজেকে ধরে রাখো তাদের সাথে যারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে আহ্বান করে তাঁর সন্তুষ্টি কামনায় এবং তুমি তাদের থেকে তোমার দু'চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায়। আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে' *(কাহফ ১৮/২৮)*। সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকার তাফসীরে ইবনু ওমর ও আমর ইবনু শু'আইব বলেন, তারা ফজর ও আছরের ফরয ছালাত আদায় করে। এছাড়া কেউ কেউ সকাল-সন্ধ্যায় কুরআন শিক্ষা ও কুরআন তিলাওয়াতের কথা বলেছেন *(তাফসীরে ইবনু আবী হাতেম হা/১২৭৭২-৭৪; ইবনু কাছীর)*। ইবনু কাছীর সকাল-সন্ধ্যায় যিকির-আযকার, তাসবীহ, তাহলীল পাঠ ও আল্লাহ নিকট চাওয়ার ব্যাখ্যা করেছেন *(ইবনু কাছীর ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি এমন একটি দলের সাথে বসব যারা ফজরের ছালাত থেকে শুরু করে সূর্য উঠা পর্যন্ত মহান আল্লাহর যিকরে মশগূল থাকে। এ কাজ আমার নিকট ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশের দাসী আযাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয়। আমি এমন একটি দলের সাথে বসব যারা আছরের ছালাত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিকরে মশগূল থাকে। আমার নিকট এ কাজ চারটি দাসী আযাদ করার চেয়েও অধিক প্রিয়' *(আবুদাউদ হা/৩৬৬৭; মিশকাত হা/৯৭০; ছহীহাহ হা/২৯১৬)*। অতএব এ আয়াত দ্বারা সম্মিলিত মুনাজাতের দলীল গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই।

প্রশ্ন (৩৭/২৭৭) : অসুস্থ ব্যক্তির দো'আ ফেরেশতাদের দো'আর ন্যায়- কথাটির কোন সত্যতা আছে কি?

-আবু তালেব, সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : না। কেননা এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১০০৪; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৫৮৮)*।

প্রশ্ন (৩৮/২৭৮) : ছালাতরত অবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠের পর অন্য সূরা পড়ার সময় কিছু অংশ ভুলে গেলে করণীয় কি?

-কাযী হারূনুর রশীদ, ঢাকা।

উত্তর : এমতাবস্থায় মুছল্লী অন্য সূরা পাঠ করবেন। অথবা ক্বিরাআত শেষ করে রুকূতে যাবেন। কেননা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরা পাঠ করা মুস্তাহাব মাত্র *(বুখারী হা/৭৩৮; মুসলিম হা/৩৯৬; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৭৮৬)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৭৯) : মানুষ মারা গেলে তার রূহকে ইল্লীন অথবা সিজ্জীনে রাখা হয়। আবার শুনেছি মৃত মানুষ তার আত্মীয়-স্বজনের কান্না, কথাবার্তা, তাকে গোসল করানো, জানাযা পড়ানো ইত্যাদি সব শুনতে পায়। সে সব বুঝতে পারে শুধু কথা বলতে পারে না। আত্মা যদি ইল্লীন অথবা সিজ্জীনে থাকে তাহ'লে এসব শুনতে পায় কিভাবে?

-শরী'আতুল্লাহ, শেখহাটি, নড়াইল।

উত্তর : মৃত্যুর পর সৎ বান্দাদের রূহ ইল্লিয়ীনে এবং পাপীদের রূহ সিজ্জীনে অবস্থান করে। অতঃপর তাদের আমল অনুযায়ী তাদের রূহের উপর শান্তি অথবা শাস্তি প্রদান করা হয় *(গাফের ৪০/৪৫-৪৬; আবুদাঊদ হা/৪৭৫৫; মিশকাত হা/১৩১)*। এছাড়া কবরে ব্যক্তির দেহে পুনরায় রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হয় মর্মে ছহীহ হাদীছ এসেছে *(আহমাদ হা/১৮৫৫৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৬২; মিশকাত হা/১৬৩০)*। আর জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের ফিরে যাওয়ার সময় তাদের জুতার আওয়াজ তিনি শুনতে পান মর্মে হাদীছ এসেছে *(বুখারী হা/১৩৩৮; মুসলিম হা/২৮৭০; মিশকাত হা/১২৬)*।

উক্ত বিষয়গুলি অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না। অতএব কুরআনে ও হাদীছে যেভাবে এসেছে সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে।

প্রশ্ন (৪০/২৮০) : পায়ুপথ দিয়ে কৃমি বের হলে ওযূ ভঙ্গ হবে কি?

-ডা. মাহবূব, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত কারণ ওযূ ভেঙ্গে যাবে মর্মে স্পষ্ট কোন দলীল পাওয়া যায় না। সেকারণ ইমাম মালেক (রহঃ) এর দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হবে না বলেছেন। আর 'দুই রাস্তা দিয়ে কিছু বের হ'লে ওযূ নষ্ট হবে' মর্মে বর্ণিত মূলনীতি দ্বারা কেবল পায়খানা ও পেশাবকে বুঝানো হয়েছে। বায়ু নিঃসরণ এবং মনী, মযী ও অদী বের হওয়ার কারণে ওযূ বিনষ্ট হওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট হাদীছ রয়েছে *(উছায়মীন, আল লিক্বাউশ শাহরী ৪৫/১৩; আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা টেপ নং ২৪০)*।

মে'রাজের তারিখ

এসম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে ছয় প্রকার মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। যথা- (১) ১ নববী বর্ষেই মে'রাজ সংঘটিত হয়েছিল (২) ৫ নববী বর্ষে (৩) ১০ নববী বর্ষের ২৭শে রজব তারিখে (৪) ১২ নববী বর্ষের রামাযান মাসে (৫) ১৩ নববী বর্ষের মুহাররম মাসে (৬) ১৩ নববী বর্ষের রবীউল আউয়াল মাসে। উক্ত ছয়টি মতামতের মধ্যে প্রথম চারটি গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও তৃতীয় মতটিই উপমহাদেশে প্রচলিত আছে। কারণ, এ ব্যাপারে সকল বিদ্বান একমত যে, হযরত খাদীজা (রাঃ) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এটাও সকল বিদ্বান কর্তৃক স্বীকৃত যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১০ নববী বর্ষের রামাযান মাসে। অতএব মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে। এক্ষণে শেষের তিনটি মতামতের মধ্যে ১৩ নববী বর্ষের যেকোন এক রাতে হয়েছিল বলে একপ্রকার নিশ্চিতভাবে বলা যায় *(দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)*। এ উপলক্ষ্যে কোনরূপ অনুষ্ঠান পালন করার দলীল শরী'আতে নেই।